ভারতীয় আর্য্যজাতির

আদিম অবস্থা

হুগ্‌লি নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"

কালিদাস।

THE PRIMITIVE STATE OF INDIAN ARYANS

BY

LÁLMOHAN VIDYÁNIDHI

BHAṬṬÁCHÁRYYA

HEAD PANDIT, HUGLI NORMAL SCHOOL.

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯১।

DEDICATION.

To

SIR ALFRED CROFT, M. A., C. I. E.

Director of Public Instruction,

Bengal &c. &c.

Honoured sir,

Portions of my treatise on the primitive state of Indian Aryans were first published in the two leading Bengali Magazines—'Áryyadarśana' and 'Baṅgadarśana." I have now completed and published the work in its present form at the earnest request of some of my educated and esteemed friends.

Sir, you being at the head of the Bengal Educational Department, and I, an humble servant in the same, my esteem and gratitude naturally flows towards you. But I have nothing wherewith I can adequately show the high esteem in which I hold you; knowing however that a tribute, how humble soever, is likely to be accepted, when offered with a grateful heart, I venture to approach you with this token of my regard and veneration.

I remain,

Respected sir,

Chinsura, June, 1891 } Your most obedient & humble servant

LÁLMOHAN VIDYÁNIDHI,

Head Paṇḍit,

Hugli Normal School.

উৎসর্গ-পত্র।

মহামহিম মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামতি

সার্ আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ এম্. এ সি. আই. ই.

শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয় সমীপেষু

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরসবিনয়নিবেদনম্—

মহোদয় !

মৎপ্রণীত "ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা" এই শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ আর্য্যদর্শনে ও কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞানে কতিপয় উদারচেতা অভিজ্ঞ মহাত্মার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি নূতন প্রস্তাব লিখনপূর্ব্বক প্রবন্ধের উপক্রমণিকা-ভাগের সাঙ্গতা সম্পাদন করিলাম।

আপনি বঙ্গদেশীয় রাজকীয় শিক্ষা-সমাজের অধিপতি। আমি ভবদীয় অনুগ্রহের একান্ত অধীন ও নিতান্ত আশ্রিত। আপনাকে আমার সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদ্দ্বারা আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারা যায়, আমার এমন কোন বস্তু নাই। তবে শরণাগত ব্যক্তি শরণ্য জনকে আন্তরিক যত্নের সহিত সামান্য বস্তু নিবেদন করিলেও সদাশয় ও মহামনা ব্যক্তিবর্গ শরণাগত জনের মনোবাঞ্ছা পূরণ জন্য উহা প্রীতিপ্রদত্ত বলিয়া প্রফুল্লচিত্তে ও প্রসন্নভাবে গ্রহণ করেন।

এই মহাজন-রীতি অনুসরণ করিয়া মদীয় সামান্য লেখা ভবদীয় কৃপা-সমীপে উপায়ন-স্বরূপ সমর্পণ করিলাম।

মদীয় লেখা মনোহারিণী না হইলেও ভারতীয় আর্য্য-জাতির অবস্থা-রূপ অপূর্ব্ব শ্রী অতিপূজ্যা। সেই পূজনীয়া আদ্যা এক্ষণে সহায়শূন্যা। মহামতি আপনি সরস্বতীর বর-পুত্র; মহোদয় শ্রদ্ধাবান্ হইলেই তাঁহার দুরবস্থা দূরীকৃত হই-বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

একান্ত বশংবদ

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা

হুগ্লি নর্ম্ম্যাল স্কুল।

চুঁচুড়া
জুন, ১৮৯১

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্।

মঙ্গলাচরণ।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয়

৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু

তাত!

আমি নিতান্ত ক্ষুদ্রমতি, চপলতাবশতঃ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা-রূপ মহাবিদ্যার অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়াছি। আপনি আমার গুরু ও পরম দেবতা। পূজার সঙ্কল্প করিবার পরেই সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। তদনুসারে ভবদীয় শ্রীচরণ বন্দনা করিলাম। এই ব্যাপারে অধ্যাপকবর্গের পাদপদ্ম ধ্যান করা আমার সর্ব্বতোভাবে উচিত। তদনুসারে পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় সুরাচার্য্যকল্প স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, তথা ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, তথা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, তথা তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, এবং অশেষ-বিদ্যাধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামতি শ্রীলশ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহোদয়দিগের পাদপদ্মের অমৃতাস্বাদনে পূত হইয়া মহাবিদ্যার পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার অধ্যাপক-বর্গেরও পূজ্য ও সন্দেহভঞ্জনের একমাত্র পাত্র ছিলেন বলিয়া আপনকার পূজা সর্ব্বাগ্রে করিলাম। পূজ্যপূজাব্যতিক্রম-

দোষ, মহাবিদ্যার অর্চ্চনার অঙ্গহীনতা ও অন্যান্য ন্যূনতা যেন আপনাদিগের শ্রীচরণপ্রসাদাৎ পরীহার হয়। এই স্বস্ত্যয়ন দ্বারা আমার সর্ব্ববিঘ্নবিনাশ, পাপক্ষয় ও সঙ্কল্পসিদ্ধি হইবে।

ভবদীয়

প্রণত সেবক ও বৎসল ভ্রাতৃপুত্র

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা

মহেশপুর।

৭ই জ্যৈষ্ঠ,
সংবৎ ১৯৪৮

মুখবন্ধ।

ভারতবর্ষই বর্ণচতুষ্টয়ের সূতিকাগৃহস্বরূপ। জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতিপদবাচ্য। চতুর্থ অর্থাৎ শূদ্রজাতি একজ। এই চারি জাতি ব্যতীত অপর জাতি নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সাধারণ নাম আর্য্যজাতি। শূদ্রজাতি (চতুর্থ অর্থাৎ একজ) সামান্যতঃ অনার্য্য সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েই ভারতের আদিম অধিবাসী। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন বর্ষে বর্ণবিভাগ নাই। নরগণ পূর্ব্বজন্মের সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে উত্তম বা অধম যোনি প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। অন্য বর্ষগুলি কর্ম্মফলের ভোগস্থান। (১)

ঋষিগণের অধস্তন সন্তান-পরম্পরা যখন একান্ত বিষয়াসক্ত, তখন তাঁহারা পৈতৃক আবাস ও তপস্যার স্থান সুমেরু পর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন।

নিস্পৃহতাদির হেতুভূত সত্ত্বগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণ ভূভার

---

(১) অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥ ২২॥
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র হি মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥ ৫॥
বর্ণব্যবস্থিতির্নৈহৈব কুমারিকাখ্যে শেষেষু চান্ত্যজনা নিবসন্তি।
বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ১ অ।

ইহৈব কর্ম্মণো ভোগঃ পরত্র চ শুভাশুভম্।
কর্ম্মোপার্জ্জনযোগ্যঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। ১২ অ। ২৮ শ্লো। গণেশখণ্ডে।

গ্রহণ করেন নাই ; তাঁহারা ক্ষমাগুণের আধারস্বরূপ পরমতত্ত্ব-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়জাতি সাত্ত্বিক ক্ষমা-বিরহে অহঙ্কারের হেতুভূত শারীরিক বীর্য্যপ্রভাবে অর্থাৎ বাহুবলে সর্ব্বত্র রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অপরাধ হেতু দণ্ডভোগ জন্য ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, তাঁহারা সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠাননিবন্ধন প্রথমতঃ জাতি-ভ্রষ্ট হয়েন নাই। পরে সগররাজের প্রতি কুব্যবহার ও অবা-ধ্যতা প্রকাশ করায় বশিষ্ঠকর্ত্তৃক ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েন।

ধর্ম্মভ্রংশতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের অদর্শন হইতে লাগিল ; ব্রাহ্মণের সহায়তা ব্যতীত বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও সংস্কার হয় না। সুতরাং দ্বিজধর্ম্মের লোপ হইল। ধর্ম্মলোপ হেতু জাতি-ভ্রংশতা ঘটে। জাতিভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট মানবগণ জীবন্মৃতসদৃশ।

সগররাজ যে সকল ক্ষত্রিয়কে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া নির্ব্বাসন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস জাতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কোল, ভীল, পুলিন্দ, শবর, হূন, কেরলাদি অন্ত্যজ শূদ্রগণও ম্লেচ্ছসংজ্ঞায় অভিহিত। (মহাভারত ও রামায়ণ দেখ।) (২)

---

(২) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন বৈ ॥ ৪১ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥ ৪৪॥ মনু। ১০ অ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫। মনু। ১০।

বিদেশীয়গণ পরমুখে রসাস্বাদ করিয়া অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই জাতিত্রয়কে ভারতের আদিম নিবাসী কহিতে নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হন। কিন্তু ভারতবাসীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে এবং ঐকমত্য অবলম্বন-পুরঃসর কহিবেন যে, দ্বিজাতিত্রয় ও শূদ্রজাতি সমবেতভাবেই সুমেরু হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভারতে চিরকাল বাস করিতেছেন।)

মনুর সন্তান মানব। ভরত রাজা মনুর অবতারবিশেষ। ভরতের রাজ্য ভারতবর্ষ। সুতরাং ইহা আর্য্য ও অনার্য্য এই উভয়ের পৈতৃক বস্তু। ভারতবর্ষ আর্য্য ও শূদ্রগণের সমানাধিকরণে নিজস্ব। আর্য্যেরা পরস্বাপহারী দস্যু নহেন। (৩)

বশিষ্ঠস্তাং স্তথেত্যুক্ত্বা সময়েন মহাত্মনা।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্ত্বাভয়ন্তদা ॥
সগরস্তু প্রতিজ্ঞান্তু গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বঞ্চকার হ ॥
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ।
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা।
শকা যবনকাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ পারদৈঃ সহ ॥
কোলা মৌর্য্যা মাহিষকা দর্ব্বাশ্চৈব খসাস্তথা।
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়গণা ধর্ম্মাস্তেষাং নিরাকৃতাঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

(৩) ভরণাত্ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ ভারতং স্মৃতম্ ॥ বামনপুরাণ।
প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উত আর্য্যে।
অথর্ব্ববেদসংহিতা। ১৯ অধ্যায়। ৬২। ৩।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৬	জ্ঞানের বিষয়কে	জ্ঞানকে
১৪৪	৭	গান্ধব্ব	গান্ধর্ব্ব
১৫৬	২।৩	গ্রহণ ভিন্ন উপনয়ন সংস্কার	গ্রহণ করা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য
২১২	১৮।১৯	উপাগাহি	উপাগোহি
২২১	১০	করে	করেন
২২৪	১৬	শ্রোত	স্রোত
২৩১	১৬	বোঝায়	বুঝায়
২৪৩	৭	নিশ্রেয়স	নিঃশ্রেয়স
২৫০	৭	সত্ত্বগুণাযুক্ত	সত্ত্বগুণযুক্ত
২৫২	২	পরিচারক	পরিচায়ক
২৬২	১৫	হৃৎপথে	হৃৎপদ্মে

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

অনুক্রমণিকা।

কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতীয় আর্য্যগণ ভ...... আদিম নিবাসী নহেন। ইহাঁরা এসিয়ার মধ্যভূভাগের লোক। তথা হইতে আসিয়া ভারত অধিকার করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি আর্য্যকুলসম্ভূত। শূদ্রগণই ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী। ইহারা আর্য্যসন্তানের নিকট পরাভূত হইয়া শূদ্র বা দাস উপাধি ধারণ করেন। যাহারা বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহারা দস্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবাধ্য কোল, ভিল, পুলিন্দ, শবর, শক, যবন, খশ, দ্রাবিড়, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অসভ্য জাতি দস্যুপদবাচ্য। আর্য্যগণের পরাক্রম-প্রভাবে এই দলের কতকগুলি অরণ্যে, কতকগুলি গিরিগহ্বরে ও কতকগুলি ভারতের সীমাভূমিতে ভ্রমণ করিতে থাকিল। সেইহেতু তাহাদিগের সম্প্রদায়-বিশেষের নাম কিরাত হইল।

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াই কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও কাব্যকলা প্রভৃতির বিকাশ করিলেন। তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য ধর্ম্মসূত্রে নিবদ্ধ হইল। সমস্ত বিষয়ই ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় সকল ব্যক্তিকেই জ্ঞানানুশীলন

করিতে হইত। ভারতের আর্য্যগণ যৎকালে পরম জ্ঞানী, তৎকালে পৃথিবীস্থ অধিকাংশ মনুষ্য বর্ব্বর বলিয়া খ্যাত ছিল, আধুনিক ভারতীয় আর্য্যসন্তান বর্ব্বর বলিয়া খ্যাত না হউন, কিন্তু হীনবল, হীনসাহস, হীনপ্রভ বলিয়া অন্যের নিকট তাড়িত ও তিরস্কৃত হইতেছেন। স্ববৃত্তিকার্য্যে পটুতা লাভ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার, ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনা-শক্তির মহিমা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। বিদেশীয় ব্যক্তির লিখিত বিষয় ও কথিত উপদেশ পরম পদার্থ জ্ঞান করেন।

আমরা এ প্রস্তাব বাহুল্য করিতে প্রয়াস পাইব না; ক্রমে ক্রমে ভারতীয় আর্য্যজাতির আচার, ব্যবহার, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিব। তাহা দেখিলে অবশ্যই আর্য্যজাতি কি ছিলেন, এক্ষণে পূর্ব্বতন আর্য্যগণের অধস্তন সন্তানপরম্পরার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, ইহা অনেকাংশে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা।

একজন বিদেশীয় সভ্য লিখিয়াছেন, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অতি ক্ষুদ্র জীবপরম্পরার ক্রমোন্নতিতে একজাতীয় বানরের লেজ খসিয়া পড়ায় মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। মনুষ্যের পরবর্ত্তী অবস্থা ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি। অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকের নিকট ইহা পরম পবিত্র ও হিত-জনক বিজ্ঞানমূলক উপদেশ বলিয়া বোধ হইল।

পাঠক, দেখ, কতদিন পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ কি ভাবে কি বিষয় কেমন বর্ণন করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম ভেদ কর, বৃথা কল্পনা বোধ হইবে না।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

প্রকৃতি-সংযোগে ঈশ্বরের তিন গুণ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবের উৎপত্তি হয়। ইঁহারা যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণান্বিত। এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। সুতরাং এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে রজোগুণের কার্য্য সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের কার্য্য পালন, তমোগুণের কার্য্য নাশ। পরমেশ্বর ত্রিগুণাত্মক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই রূপত্রয় জগদীশ্বরের অবস্থান্তর মাত্র। পরমেশ্বর সর্ব্বভূতেই অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাদি প্রকৃতিতে ও প্রাণিগণের জীবনে অবস্থান করেন।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ঈশ্বর হস্তপদাদি-বিহীন নিরাকার নির্গুণ, তিনি কিরূপে সাকার হইলেন ও জগন্নির্ম্মাণ করিলেন ; ইহা কি সম্ভব হইতে পারে ? এইজন্য আর্য্যগণ ঈশ্বরের একেই তিন, তিনেই এক, এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা ও চৈতন্য স্বীকার করেন, প্রকৃতিকে জড়স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষে অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি জড়ে সংযুক্ত হইলে জগতের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির পুষ্টি হইলেই জগৎ বর্দ্ধিত হয় ; তখন উহাতে মায়ার আবির্ভাব হয়। জড়ের চৈতন্যের নাম মায়া। মায়া-গুণের ধ্বংস হইলেই সৃষ্টবস্তুর শক্তি যায়। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি মহামায়া-সংযুক্ত। যেখানে তমোগুণের সমাবেশ হইয়াছে, সেইখানে লয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি কোন কার্য্য

করেন না। এই অবস্থায় ঈশ্বরকে নির্গুণ ও নিরাকার বলে। প্রকৃতি মায়াবিশিষ্ট সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত হইয়া মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন। উহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কারে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের জন্ম হয়। রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের জন্ম হয়। পঞ্চ মহাভূত ও শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর উদ্ভব হয়। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ আছে। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্র হইতে তেজের উৎপত্তি হয়। তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিন গুণ আছে। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র হইতে জলের উৎপত্তি হয়। জলের গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। এই চারি তন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। পৃথ্বীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চবিধ গুণ আছে।

পুরুষ ও প্রকৃতির রজোগুণান্বিত পঞ্চতন্মাত্রের অবস্থাবিশেষকে বিধাতা শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিধাতার মানস পুত্র প্রথম সাত, পরবর্ত্তী তিন। যথা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ ও দক্ষ। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সমুদয় প্রজা সৃষ্ট হয়। এক্ষণে দেখ, কশ্যপ বলিতে কাহাকে বুঝায়? যিনি দেব, দানব, দৈত্য, কাদ্রবেয় ও বৈনতেয় প্রভৃতির পিতা। কশ্যপের পত্নীর নাম কাশ্যপী. কাশ্যপী শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। কশ্যপ আকাশরূপী মহাভূতসমন্বিত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা; পৃথিবী পঞ্চমহাভূতসমন্বিত রজোগুণসম্পন্ন

প্রকৃতি, (অর্থাৎ জড়পদার্থ), সুতরাং কশ্যপপত্নী অদিতি, দিতি, কদ্রু, বিনতা, দনু প্রভৃতি পৃথিবীপদবাচ্য। অতএব (আকাশ) স্বর্গ ও পৃথ্বী সংস্রবে* সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্মবিষয়ে আর অসম্ভাবনা কি?

মৎস্য কূর্ম্মাদি দশাবতারে ঈশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাতেই বা কি বিপর্য্যয় উপস্থিত হইতেছে, উহার রূপকাংশ পৃথক্ কর, অবিশ্বাস হইবে না।

দশ অবতার ও ডারুইন সাহেবের মত।

"যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ, পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং,
দংষ্ট্রায়াং ধরণী, নখে দিতিসুতাধীশঃ, পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ, শরে দশমুখঃ, পাণৌ প্রলম্বাসুরো,
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥"

পাঠক! তুমি অবশ্য শুনিয়াছ যে ডারুইন সাহেবের মতে মনুষ্যেরা বানরের অবতার-বিশেষ। সে কথায় তোমার যদি বিশ্বাস হয়, তবে মনুষ্যের পরে অবশ্য তদপেক্ষা অধিকতর-শক্তি-সম্পন্ন অন্য কোন জীব জন্মিবে, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতিরা সেরূপে এক বস্তুর অবয়ব-ধ্বংস দ্বারা অন্য কোন উৎকৃষ্ট যোনির সৃষ্টি কল্পনা করেন না। ইহাঁদিগের কল্পনা অন্য-প্রকার, তাহার আধার পরমেশ্বরের

---

* ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবেবাম্।
ঋগ্বেদসংহিতা, ১ম মণ্ডল ১৮৫ সূক্ত, ১১ ঋক্।

হে পিতঃ দ্যৌঃ, হে মাতঃ পৃথিবি, এই যজ্ঞে আমরা যে স্তব করিতেছি, তাহা সত্য অর্থাৎ সফল হউক।

ইচ্ছা। ইহাঁদিগের মতে পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হয়। বানরের লাঙ্গুল খসিয়া পড়িলে মানুষের সৃষ্টি হয় না। তাহা যদি হয়, তবে উল্লুকের লাঙ্গুল নাই, সুতরাং তাহাকেও মনুষ্যের অগ্রজ বলা উচিত। এসম্বন্ধে আমরা ডারুইনের সঙ্গে ঐকমত্য অবলম্বন করি বা না করি, কিন্তু এই কথা একান্তই বলা কর্ত্তব্য যে ডারুইন সাহেবের মত আশ্চর্য্যজনক নহে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতির পুরাণরচয়িতৃগণ ও তান্ত্রিক মহোদয়বর্গের অভিপ্রায়গুলি দেখিলে উক্ত মহোদয়ের মত ইহাঁদিগের মতের ছায়াস্বরূপ বোধ হইবে।

পৌরাণিকদিগের মতে ভগবান্ প্রথমে মৎস্য অবতার হন; তাঁহার দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম; তৃতীয় অবতারে বরাহ; চতুর্থ অবতারে তিনি নৃসিংহরূপে অবনীতে আবির্ভূত হন। এইটী তাঁহার অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমনুষ্যাকৃতি। ইহারই সংস্করণে এককালে তিনি বামন অবতার হন। ইহাকেই ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি কহা যায়। এইটীতে তিন খানি পা দেখাইলেন। ষষ্ঠে পরশুরামের জন্ম। এই রূপটাই একেবারে মনুষ্যের প্রকৃত রূপ।

প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি মনে করিয়াছ পৌরাণিকদিগের রচনা রূপক ও কল্পনাতে পরিপূর্ণ, সুতরাং প্রকৃত বিষয়ের মূল পাওয়া বড় ভার। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা তাদৃশ নির্ম্মূল বলিয়া কদাচ বোধ হইবে না।

ইহাঁদিগের মতে মৎস্য-অবতার বেদের উদ্ধার-কর্ত্তা। জগৎ-কারণ পরমেশ্বর বেদের উদ্ধার জন্য কেনই বা মৎস্য-রূপ ধারণ করিতে গেলেন? স্বকীয় চিন্ময় রূপে কি বেদের উদ্ধার

হইতে পারিত না? অবশ্য হইতে পারিত। তবে কেন মীন-রূপ ধারণ করিলেন, তাহার নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত।

পৌরাণিকেরা কহেন, "জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি-জলে নিলীন হইলে, ভগবান্ মীন-রূপ ধারণ করিয়া অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করেন।" এখন দেখ—বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয়কে বেদ বলা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জলের আবির্ভাব, অতএব জলীয় জগতে যে প্রাণী আরাম বিরাম করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, জগদীশ্বর তাহারই সৃষ্টি করিলেন। জীবমাত্রেরই চৈতন্য আছে, ঐ চৈতন্যকেই সুখদুঃখাদি-বোধ-বিষয়ক জ্ঞান কহা যায়। সেই বোধকেই বেদ-শব্দে নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রলয়-কালীন জলে তাবৎ জীব নষ্ট হইয়া গেল। এখন জলীয় জগতের মধ্যে কোন্ প্রাণীর প্রতি জ্ঞান রাখা যাইতে পারে? দেখা গেল, মৎস্যগণই জলীয় জগতের উপযুক্ত জন্তু। তাহাদিগকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্ প্রাণী ধরা যায়। জলের পরে মৃত্তিকার উৎপত্তি। এখন পার্থিব জীবের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব, তদনুসারে জল ও স্থলচরের নির্ম্মাণ হইল। এবার কূর্ম্ম আসিলেন। পৌরাণিকমতে ভগবান্ কূর্ম্মাবতারে মেদিনীমণ্ডলকে প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ-পৃষ্ঠ-ভাগে ধারণ করিয়া আছেন। এবারে জলীয় পরমাণু পার্থিব পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘনীভূত হইল। কাজে কাজেই এবারকার অবতারকে বলিষ্ঠ ও কঠিন করা প্রয়োজন জানে পার্থিব-পদার্থের দ্বারা তাহার অবয়বের অধিকাংশ নির্ম্মিত হইল। পৃষ্ঠ-ভাগ এমন দৃঢ় যে, উহার উপরি অত্যন্ত গুরু বস্তু রক্ষা করিলেও ভাঙ্গে না। কূর্ম্মকে ভার-সহ জানে

ভগবানের দ্বিতীয় অবতার কল্পনা করা হইল। এই কালে যে সকল জীবের সৃষ্টি হয়, তাহারা এতদপেক্ষা বলিষ্ঠ হয় নাই।

ভগবান্ যখন বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সে সময়ে পার্থিব জগতের দ্বিতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ জল-প্লাবন দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে বন ও জঙ্গলের উৎপত্তি শীঘ্র শীঘ্র হইতে লাগিল। এমন অবস্থায় কাহার উৎপত্তি সম্ভবপর ? পৌরাণিকেরা দেখিলেন, বনে বরাহাদি জীবের সৃষ্টি ভিন্ন অন্য প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং তৃতীয় অবতারে বরাহ-রূপই সঙ্গত। তখন পৃথিবীর উপরিভাগ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠিন হইয়াছে। কাজেই দন্তজীবীর সৃষ্টি না করিলে বৃক্ষলতাদির ছেদন ভেদন সম্ভব নয়, সুতরাং বরাহ-মূর্ত্তি দ্বারা মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন হয়। সে সাধন আর কিছুই নহে, পৃথিবীর ঐ অবস্থায় বরাহ প্রভৃতি দন্তজীবী ও নানাপ্রকার শৃঙ্গীর সৃষ্টি হয়। পুরাণের মতে এই বরাহের এক একটী কেশর গিরি-শিখর-তুল্য। পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে কেশর ও শৃঙ্গ এক পদার্থ, তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে, এই সৃষ্টি দ্বারা দন্তজীবী ও শৃঙ্গীর সৃষ্টি দেখান হয়। কূর্ম্মের সৃষ্টি দ্বারা নখীর সৃষ্টি সিদ্ধ হইয়াছে।

পৃথিবী চতুর্থ অবস্থায় মনুষ্যের আবাস-যোগ্য হইল বটে, কিন্তু তখনও আম মাংস ও যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল ভোজন ব্যতীত পৃথিবীতে মনুষ্যাদির জীবন-ধারণ সুসাধ্য নয় জ্ঞানে অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমনুষ্য ভাবাপন্ন জীবগণের সৃষ্টি হইল। তাহার উদাহরণস্বরূপ নরসিংহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় দৈত্য দানবাদির প্রাণসংহারের সংবাদ পাওয়া গেল। তদবধি

লোকে ইতিবৃত্ত-কথনের সূত্রপাত হইল। এই অবতারে প্রাণি-সংহারাদি পশুবৃত্তি ও হিংসার প্রাবল্য দেখা যায়।

এই অবস্থায় মনুষ্যগণ দৈত্য-দানব-ভয়ে কম্পিত-কলেবর ছিলেন। দৈত্যেরাই প্রায় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিল।

পঞ্চম অবস্থায় এই ধরাধাম মনুষ্যাদি জীবগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুখাবাসের স্থান হইল। এই সময়ে মনুষ্যেরা আত্ম-দল-বল-সহকারে হিংস্র জীব জন্তুর প্রাণ-সংহার করিতে লাগিলেন। হিংস্র জীবগণও মনুষ্যের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া নিবিড় কাননে আশ্রয় লইল, তদবধি হিংস্র জন্তুগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার পর যে অবতার কল্পিত হইয়াছে, তাহার রূপ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। এই সময়ে সংসারের অনেকখানি শ্রীবৃদ্ধি হইল, অর্থাৎ মনুষ্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। মনুষ্যেরা বুদ্ধি-বলে আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্রই যাইতে পারেন। তাহাই প্রদর্শন জন্য ভগবান্ ক্ষুদ্র-কলেবর বামন-অবতার ও সেই অবস্থাতেই ত্রিবিক্রম-স্বরূপ মহাবিরাট্-আকার ধারণ করিয়া বলির প্রতিশ্রুত ও অবশ্যদেয় ত্রিপাদপরিমিত স্থানের গ্রহণ জন্য স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে পাদ-বিক্ষেপ করিলেন। আকাশের নাম বিষ্ণুপদ, সুতরাং বলিরাজার তাহাতে কোন অধিকার নাই। এই হেতু তিনি উহা দিতে অসমর্থ হইলেন। ত্রিপাদ ভূমির মধ্যে পাতাল ও মর্ত্ত্য এই দুইটীর দান সিদ্ধ হইল। আকাশ বিষ্ণুর পাদ বিশেষ, অতএব বলির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। এক্ষণে মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের সত্বার উপলব্ধি হইল। আকাশস্থ সমস্ত উজ্জ্বল

পদার্থকে পরমেশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা স্বরূপ জ্ঞানে উপাসনায় রত হইলেন।

এখানেই ডারুইন সাহেবের লাঙ্গুলভ্রষ্ট মনুষ্য-জীবের সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

যদি মনুষ্যকে ত্রিপাদবিশিষ্ট ধরা যায়, আর তাহাকে পর যুগে না দেখা যায়, তবে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, ডারুইন সাহেব মহোদয় হিন্দুদিগের পুরাণের ছায়া লইয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ইহাঁর অস্ত্র কুঠার। মনুষ্যসকল যখন নিতান্ত অসভ্য নয়,ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, তখনি তাঁহার জন্মের কল্পনা। ইনি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য-দেহে আবির্ভূত হইলেন। তদবধি একেবারে ঈশ্বরে মনুষ্য-ধর্ম্ম অর্পণ করা হয়। এখানে পৌরাণিকতার যৌবন-কাল ধরা যাইতে পারে। পৌরাণিকদিগের মতে ঈশ্বর মনুষ্য-দেহে অবস্থানপূর্ব্বক পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন।

এক্ষণে আর একটী কথা বলা উচিত যে, মহামহোপাধ্যায় ডারুইন সাহেব মহোদয় যে মত এক্ষণে প্রচার করিয়াছেন, পৌরাণিকদিগের মত সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির মতের অনুকারী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?—তবে তিনি যে সময়ের লোক, তাঁহার যতদূর জ্ঞানালোক পাইবার সম্ভাবনা, আর্য্য-জাতির পক্ষে তাহার পরমাণু-পরিমাণ মাত্রও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ইহাঁরা বুদ্ধিবলে সংসারের যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি কোন জাতি তখন করিতে পারে,

নাই। জ্ঞান-কাণ্ডে ইহাঁদিগের অদ্ভুত শক্তি। ধন্য আর্য্যগণ! তোমাদিগের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। তোমরা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যাহা কহিয়াছ, তাহার মর্ম্মগ্রহ কে করে?

দেখ, জগৎ যে কালে একার্ণবে মগ্ন ছিল, তৎকালে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর বিষ্ণুর কর্ণ-মল হইতে জন্ম গ্রহণ করিল। জগৎ যে সময় জলে মগ্ন ছিল, তখন কীট পতঙ্গাদিরই সৃষ্টি সম্ভাবনা, সুতরাং তাহাদিগেরই কল্পনা দেখা যাইতেছে।

মধু ও কৈটভ—এক্ষণে ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিচার করিতে গেলে ইহা প্রতীতি হইবে যে, কীটভ (কীটবৎ ভাতি যঃ সঃ কীটভঃ) শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে কৈটভ পদ হয়; মধু একপ্রকার কীট-বিশেষ (অর্থাৎ যাহারা মধুপান করে)। তাহার প্রমাণ জন্য কালিকা-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"তৎকর্ণ-মল-চূর্ণেভ্যো মধুনামাসুরোঽভবৎ।
উৎপন্নঃ সচ পানার্থং যস্মাৎ মৃগিতবান্মধু।
অতস্তস্য মহাদেবী মধুনামাকরোত্তদা॥

মধুশব্দে জল, যথা "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইতি মধুসূক্তম্।

ভগবান্ বিষ্ণু পঞ্চসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এই দুই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। বিনাশ-কালে তাহারা বিষ্ণুর নিকট এই প্রার্থনা করে যে, আমরা যেন 'পৃথিবীর উপরি তোমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হই'। এক্ষণে বিচার-মার্গে ইহাই যুক্তি-যুক্ত বোধ হয় যে, যৎকালে পৃথিবীর উপরিভাগে জল ছিল, তৎকালে কেবল কীটপতঙ্গাদির জন্ম হয়। যখন অবনীমণ্ডল পাঁচ হাজার বৎসর অতিক্রম

করিল, তখন জল কমিয়া গেল—মৃত্তিকা ঘনীভূত হইল। এ সময়ে কীট পতঙ্গ প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসিল। এইজন্যই বোধ হয় মধুকৈটভবয় মৃত্তিকার উপরিভাগে আপনাদের মৃত্যু কামনা করে। দেখ দেখি পৌরাণিকেরা কেমন নিগূঢ়ভাবে—কেমন রূপকে—দার্শনিক মত সংস্থাপন করিয়াছেন। ডারুইন মহোদয়ও কহিবেন, জলীয় জগতের প্রথম সৃষ্টিকালে কেবল কীট পতঙ্গেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। ডারুইনের মতে আর্য্য-দিগের মতের ছায়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

আমাদিগের কোন কুতর্কী পাঠক কহিতে পারেন, তাহারা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং বাহুযুদ্ধও করিয়াছিল। ব্রহ্মা তেজোময় পদার্থ। জলকে বিষ্ণুশব্দে নির্দেশ করাযায়। দংশমশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ কীট শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জলরূপী নারায়ণকে অর্থাৎ বিষ্ণু-কেও সেইপ্রকার স্বহস্তে মধু—জলীয় কীট ও কীট-সদৃশ প্রাণী অর্থাৎ পতঙ্গদিগকে—নাশ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

ক্রমে যখন ক্ষৌণীদেবী হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রাণী প্রসব করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে মহিষাসুরের সঙ্গে আদ্যা-শক্তির যুদ্ধ বর্ণিত আছে। দেবাসুরের যুদ্ধ একশত বৎসর ব্যাপিয়া হয়। তৎপরে মহিষাসুর আদ্যাশক্তিকর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হয়। মহিষাসুরের নিধন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে চিক্ষুর, চামর, বিড়ালাক্ষ ও মহাহনু প্রভৃতি মহিষাসুর-সেনা মহাশক্তি হস্তে বিনষ্ট হইয়া-ছিল। তৎপরে মহিষাসুর স্বয়ং লয় প্রাপ্ত হয়। মহিষাসুরের উৎপত্তির পর গজের সৃষ্টি হয়। পাঠক! তুমি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

পাঠ কর, অবশ্য ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। দেখ, কীটপতঙ্গের জন্মের পর কত শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে মহিষের জন্ম হয়। তৎপূর্ব্বে উদগ্র, চিক্কুর, চামর, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি জীবের জন্ম হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখিয়া বোধ হয়, মহিষের পূর্ব্বে সিংহ ও হস্তির জন্ম হইয়া থাকিবে। পুরাণান্তরে যে-প্রকার অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমনুষ্য স্বরূপ নৃসিংহের রূপ-কল্পনা, এখানেও সেইপ্রকার অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমানবাকৃতি মহিষাসুরের আকার দেখা যাইতেছে। উভয় পক্ষেই সমানত্বের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাহনুকে হনুমান কহা যায়। সুতরাং ইহা বলিতে কদাচ লজ্জা হইবে না যে, বানর হইতে মনুষ্য নয়; কিন্তু অর্দ্ধ পশুর অবস্থা হইতে মনুষ্যের অবস্থা।

সেইরূপ যদি কোন পাঠক কহেন, ঐ সকল সৈন্য ও সেনাপতিগণ চতুরঙ্গ বলের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং এসকল অসভ্য অবস্থার কথা হইতে পারে না। তাহার মীমাংসায় ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যেমন বৈদিক-মন্ত্র-সকলে— সূর্য্যকে হরিতবর্ণ সপ্ত অশ্বে বহন করে, ইন্দ্রকে মেঘ(জল) বহন করে, অগ্নিই পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং সমস্ত পিতৃলোক ও দেবলোকের মুখস্বরূপ, পরমেশ্বর দেবগণ ও পিতৃগণ অগ্নিদ্বারা আজ্য গ্রহণ করিয়া সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধান করিতেছেন; আরও দেখা যাইতেছে যে সূর্য্য জড়পদার্থ, অথচ কিরণগুলিকেই তাঁহার অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মেঘ এবং অগ্নিও জড়পদার্থ, সুতরাং তাহাদের শক্তিকে অশ্বের গুণ ভিন্ন আর কি বলা যায়? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে

এ সমুদয় বস্তুরই ঐশী শক্তি বর্ণিত আছে। ইহাদিগের আকার নানাবিধ, পরিবার ও সন্তানাদিও অনেক। উপাসনা দ্বারা যাঁহারা ইহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারেন, ঐ সকল বস্তু তাঁহাদিগের পক্ষে কল্পতরুস্বরূপ হইয়া উঠে। (প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে)।

পাঠক! এখন দেখ, চামর এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি। চমর আছে যার এই অর্থে চামর হইতে পারে। এক্ষণে ইহা অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে, মহিষের সমকালে চমরী প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হয়। বিড়ালাক্ষ পশুগণের সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল ও তৎসদৃশ নয়নবিশিষ্ট পশুবর্গের উৎপত্তিও মহিষের সমকালে অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী কালে হইয়া থাকিবে। হস্তীর পর অর্দ্ধমনুষ্য অর্থাৎ হনুমানাদির জন্ম হয়।

এক্ষণে প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, কত কাল পরে ও কত দিনে কেমন ভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, সে প্রস্তাব প্রসঙ্গতঃ বলিলে চলিবে না, উহা স্বতন্ত্র বলা আবশ্যক। এক্ষণে এই মাত্র জানা আবশ্যক যে, যে সমস্ত বৎসরের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, উহা দেবলোকের ও ব্রহ্মার বর্ষ। মনুষ্যদিগের এক বর্ষে দেবতাদিগের এক দিন হয়। দেবতাদিগের কালমধ্যে চারিটী যুগ আছে। সমস্ত যুগের পরিমাণ ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র বৎসর—সত্যের সীমা ৪৮০০, ত্রেতার সীমা ৩৬০০, দ্বাপরের সীমা ২৪০০, কলির সীমা ১২০০ বার শত বর্ষ। এই যুগ সমষ্টির বার হাজার বর্ষে ব্রহ্মার এক দিন হয়।

যে অনুমান-প্রমাণ অনুসারে ডারুইন মহোদয়ের মতকে আর্য্যজাতির মতের ছায়া-স্বরূপ কহা যাইতেছে, তাহার প্রমাণ-সংস্থাপন জন্য কয়েকটীমাত্র বচন উদ্ধৃত করা গেল।

বিষ্ণু যে জলে ছিলেন তাহার প্রমাণ—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনু। ১অ ১০ শ্লো।

জীব-মনে জ্ঞানের সত্তা—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে॥ ৪৭॥

চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য।

বহুকাল জল ছিল—

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহু-প্রহরণো বিভুঃ॥ ৯৩॥

চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য।

জল-ভাগ শুষ্ক হইলে কীটপতঙ্গাদি নষ্ট হয়—

প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্তং মৃত্যুরাবয়োঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥ ১০৪॥

চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য।

দৈবপরিমিত ১০০ বর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যের ৩৬৫০০ বর্ষ পর্য্যন্ত বন ও জঙ্গল ছিল—

দেবাসুরমভূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষে সুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥ ২॥

চণ্ডীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

চমরী প্রভৃতি ক্ষুরবিশিষ্ট পশুদিগের জন্মের কথা এবং যাহাদিগের লোম অসিতুল্য, সেই পশুদিগের বিবর—

মহিষাসুরসেনানী চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ॥ ৩০॥
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ॥ ৩১॥

মহিষাসুরের যুদ্ধের পর মনুষ্যাকৃতি দানবগণের যুদ্ধ দেখা যায়। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ একালে একেবারে শুষ্ক।

প্রিয়দর্শন পাঠক! আমি তোমাকে পৌরাণিকদিগের

অযুতানামযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ॥ ৪২॥

চণ্ডীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

মহিষ-রূপের পর সিংহ-রূপ—

তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে।
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবৎ তস্যাম্বিকাশিরঃ॥

চণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্য।

মনুষ্যাকার পশু, গণ্ডারাদি খড়্গ ও স্থূল-চর্ম্মী'র জন্মবিষয়ক প্রমাণ—

ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত॥ ৩০॥
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গ-চর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ॥ ৩১॥

চণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্য।

পুনর্ব্বার মহিষের জন্ম অর্থাৎ মহিষ উভচর, জল ও স্থল উভয় স্থলে থাকিতে পারে—

ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৩॥

চণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্য।

অর্দ্ধ-পশু ও অর্দ্ধমনুষ্যাবস্থার বিবরণ—

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ॥ ৪০॥
অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।

চণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্য।

সমুদ্র-মন্থন-বিষয় দ্বারা এ বিষয়ের আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। মনোযোগপূর্ব্বক তাৎপর্য্য গ্রহণ কর।

দেখ, সমুদ্র-মন্থন-কালে ভগবান্ নারায়ণ কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু স্বরূপ করিয়া ক্ষীর-সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। সমুদ্রমন্থন কালে রত্নাকর হইতে যে সকল মহারত্ন উদ্ধৃত হইল, তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ নিধিগুলিই অগ্রগণ্য। অগ্রে সেইগুলির নামমাত্র করিয়া, পরে তাহাদিগের বিষয় ও তাৎপর্য্য লেখা গেল।

প্রথমে চন্দ্র, দ্বিতীয়ে লক্ষ্মী। সুরাদেবী (বারুণী) ইহাঁদিগের তৃতীয়া। কৌস্তুভ মণি চতুর্থ। পঞ্চমে কল্পতরু পারিজাতের উত্থান। ষষ্ঠে অশ্ব-রত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ। সপ্তমবারে মহাগজ ঐরাবতের উত্থান হয়। অষ্টমে অমৃতভাণ্ডসহ ধন্বন্তরি মহামহোপাধ্যায় উত্থিত হইলেন। এত রত্ন পাইয়াও দেবগণের মনস্তুষ্টি হইল না। তাঁহারা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এবার ঘোরতররূপে মন্থন আরম্ভ করিলেন। শেষে কালকূট উত্থিত হইল। সেই হলাহল উত্তেজিত হইয়া সংসার দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। তখন দেবগণের অভ্যর্থনায় অনাদি অনন্ত দেব-দেব মহাদেব মহাবিষ ভক্ষণ পূর্ব্বক সংসার স্থির করিয়া আপনি অচেতন হইলেন।

তখন অভিন্ন-দেহ অভিন্নাত্মা সর্ব্বশক্তিমতী মহাশক্তি-প্রভাবে বিষের শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। ভগবতীর প্রভাবে বিষের শক্তি তাঁহাতেই লীন হইল। এই সময় মৃত্যুঞ্জয় গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় পূর্ব্বভাব গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রমন্থন প্রস্তাব পাঠ করিয়া এই অনুমান হয় যে, আমরা

যখন চন্দ্র সূর্য্যের উদয় দেখি, তখন যেন উহাঁরা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছেন, এবং উদয়গিরি-শিখরে আরোহণ করিতেছেন। সূর্য্যের রশ্মিগুলিকে উহাঁর অশ্ব-শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়, এবং ঐরাবত শব্দে ইন্দ্রধনুও বুঝায়। তৎপরে জগতের শোভা বর্দ্ধিত হয়, ইহাকেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব বলা যায়। তৎপরে দিকের প্রকাশ। বারুণী শব্দে পশ্চিম দিক্ বুঝায়। ক্ষীর-সমুদ্রের কৌস্তুভনিধি মণিমুক্তাদিবোধক। তৎপরে কল্পতরু (সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জরাজী) অর্থাৎ মহৌষধির আবিষ্কার হইল। পরে অমৃতসহ ধন্বন্তরির জন্ম। ইনি সম্পূর্ণ মনুষ্যভাবাপন্ন। পরে মহাদেবরূপ পুরুষ সমস্ত সাংসারিক ক্লেশরূপ বিষপানে অচেতন হইলে মূলপ্রকৃতি তাঁহাকে সুস্থির করেন।

পাঠক! পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা কহেন, তাহার সঙ্গে মিল কর, দেখিবে, বৃহত্তেজের আবির্ভাবে তন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তেজ তাহাতেই অন্তর্লীন হইয়া যায়। আর্য্যজাতীয় পৌরাণিকগণ ইহা অবগত ছিলেন। কি চমৎকার বুদ্ধি ও অনুমান! আর্য্যগণ! অনুমান-খণ্ডে তোমাদিগের কি অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি!

এই প্রস্তাবের উপক্রমণিকা ভাগ দৃষ্টি করিলে আর্য্যজাতির সামাজিক অবস্থার সারভাগ বুঝা যাইবে।

ভারতীয়

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

উপক্রমণিকা।

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার বিষয় বলিতে হইলে আর্য্য-জাতি শব্দে কাহাকে বুঝায়, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি আর্য্যজাতির মধ্যে গণ্য। শূদ্রজাতি অনার্য্য বলিয়া খ্যাত। আর্য্যজাতি যে যে স্থলে বাস করিতেন, সেই সেই স্থল পুণ্যময় ভূমি। তাঁহারা কুল-ক্রমাগত যে আচার অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই সদাচার। উহা শাস্ত্রাপেক্ষা পরম মান্য। ইহাঁরা যাহা অস্পৃশ্য ও অশুচি কহিয়াছেন, উহা আবহমান কাল ঐরূপই চলিয়া আসিতেছে। ইহাঁরা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিয়া থাকেন। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদ। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়---এইরূপ বিশ্বাস।

বেদ চতুর্ব্বিধ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। বেদকে শ্রুতিও কহিয়া থাকে। লোক-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা শ্রুতি নামে পরিগণিত। ঋষিগণ শ্রুতি স্মরণ করিয়া যে সকল নিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় স্মৃতি বা

ধর্ম্মশাস্ত্র। ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া মান্য(১), তাঁহাদিগের সকলের স্মৃতি সর্ব্বকালে আদরণীয় নহে; যুগে যুগে ঋষিবিশেষের মত বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মাননীয় (২)। তাঁহারা যে সকল ইতিহাস অথবা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তও শ্রুতি স্মৃতির অনুরূপ চলিতেছে। সেগুলির নাম পুরাণ বা উপপুরাণ। কালক্রমে, দেব-দেবী-প্রণীত বলিয়া কতকগুলি শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলিকে তন্ত্র বলা যায়। ঐ গুলি বঙ্গবাসী ধার্ম্মিকসম্প্রদায় বিশেষের আদরের স্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যায়।

উপরি-কথিত শাস্ত্রগুলি দৈব বা আর্ষ বলিয়া সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে মান্য করেন, তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ প্রায় নাই। যে বিধানগুলি শ্রুতিসম্মত নয়, তাহাতেই লোকের দলাদলি দেখা যায়। সুতরাং ভিন্ন মতাবলম্বীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ও তদীয় অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষোদ্ঘোষণ পূর্ব্বক ঐ দলকে

---

(১) মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তা কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪ ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

নারদ ও বৌধায়ন প্রভৃতিও ধর্ম্মশাস্ত্রকার মধ্যে পরিগণিত।

(২) কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥

পরাশরসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

অপাঙ্‌ক্তেয় করিতে পরাঙ্মুখ হন না। এই সূত্রে আর্য্য-সমাজে দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি অনায়াসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর্য্যজাতিরা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিতান্ত বশবর্ত্তী, ধর্ম্মই ইহাঁদিগের জীবনের সার বস্তু, সুতরাং কেহ কাহারও অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিলে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। তখন তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আহার ব্যবহার রহিত হয়। ইহাই একতা-ভঙ্গের অন্যতম কারণ। অনৈক্য ভাবই আর্য্যজাতির পতনের মূল।

আর্য্যজাতি কোথায় প্রথম বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতকালই বা একত্র ছিলেন, তৎপরেই বা কোথায় গেলেন, তাহার নির্দ্ধারণ হইলে ইহাঁদিগের আদিম অবস্থার বিষয়ে অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অতএব প্রথমে তাঁহাদিগের বাসস্থলের সীমাদি নির্দ্দেশ করা উচিত।

ইহাঁরা প্রথমে উত্তর দিকে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখী হন। যখন যে স্থলে অধিবাস করিতে লাগিলেন, অমনি তত্তৎ স্থলের প্রশংসাপূর্ব্বক সেই সেই দেশ আর্য্যকুলের আবাসযোগ্য বলিয়া বিধান করিয়া রাখিতে লাগিলেন। মূল বাসস্থল যে উত্তর প্রান্তে ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল ব্যক্তিই উত্তর দিকে ভাষা শিক্ষা করিতে যাইতেন। ঐ দিক্ বাক্যের প্রসূতি (৩)।

(৩) কৌষীতকী ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত—পথ্যা স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাদ্ বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিস্তস্মাদ্ উদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।

আর্য্যজাতি প্রথমে কোন্ প্রদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণে এইমাত্র জানা যায় যে, ইহাঁরা উত্তর হইতে প্রথম পাদবিক্ষেপে ব্রহ্মাবর্ত্তে বাসস্থল মনোনীত করিয়াছিলেন। যে দেশ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্ত্তী, তাহারই নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত (আধুনিক পঞ্চনদ প্রদেশ)। ব্রহ্মাবর্ত্তে যে আচার কুলক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই সর্ব্ববর্ণের সদাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল (৪)।

ইহাঁদিগের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমা-নির্দ্দিষ্ট স্থল অতিক্রম করা আবশ্যক জ্ঞান হইলে, অধস্তন বংশ্যেরা ক্রমে দক্ষিণাভি-মুখী হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে স্থলে আসিলেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষিদেশ। ইহাই দ্বিতীয় প্রস্থানের সীমা। ব্রহ্মর্ষিদেশ চারি ভাগে বিভক্ত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনক। ব্রহ্মাবর্ত্ত অপেক্ষা, ব্রহ্মর্ষিদেশ গৌরবে কিঞ্চিৎ হীন। তথাচ এতদ্দেশপ্রসূত বিপ্রজাতির নিকট হইতে, আপন আপন জাতি ধর্ম্মানুসারে, সদাচার ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষার উপদেশ, সকল ব্যক্তিকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, ব্রহ্মর্ষি-গণ এই স্থলেই বসতি করিয়াছিলেন; নতুবা প্রাচীনদেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া, কেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেশসম্ভব ব্রাহ্মণগণের নিকট শিষ্টাচার শিক্ষার আদেশ হইল?

যৎকালে আর্য্যগোষ্ঠীর সন্তানপরম্পরা উক্ত দেশসমস্তে

---

(৪) সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ১৮॥

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন, এবং স্থান সমাবেশ হয় না দেখিলেন, তৎকালে তৃতীয় প্রস্থানের সুসময় উপস্থিত হইল। এইবারে মধ্যদেশ গ্রহণ করিলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, প্রয়াগের পশ্চিমবর্ত্তী ভূভাগকে মধ্যদেশ কহা যায় (৫)।

যৎকালে আর্য্যকুলের অধিক বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, মধ্য-দেশ পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের দ্বারা সম্যক্ অধ্যুষিত হইল, তথায় আর স্থান সঙ্কুলন হয় না, প্রত্যুত স্বচ্ছন্দে বাস করা অতি কষ্টকর হইল, তৎকালে চতুর্থ প্রস্থানের আবাস-ভূমির প্রয়োজন। মনে করিলেন, এই প্রস্থানে আর্য্যজাতি যতদূর অধিকার করিবেন, ততদূরই তাঁহাদিগের পক্ষে নিবসতির পর্য্যাপ্ত স্থান হইতে পারিবে। তদনুসারে আর্য্যাবর্ত্তকে চতুর্থ প্রস্থানের আবাস স্থির করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্ব সাগর, পশ্চিম সীমা পশ্চিম সাগর, উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যগিরি (৬)।

---

(৫) কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥ ১৯॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২০॥
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১॥

মনু। ২ অ।

(৬) আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২২॥

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডও যখন আর্য্যকুলের পক্ষে অল্পমাত্র স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্ম রাজ্য, পশ্চিমে পারস্য রাজ্য, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী স্থান আর্য্যগণের পক্ষে সঙ্কীর্ণ স্থান বলিয়া বোধ হইলে, ইহাঁদিগের প্রভুতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল, শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলেন, এবং অন্যের নিকট দুর্দ্দান্ত হইলেন, তখন বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে এরূপে আর নিবসতির সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত নয়, বাসের যোগ্য স্থান দেখিলে তথায় বাসের বিধান দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন নিয়ম করা উচিত, যাহাতে সকলে একেবারে যথেচ্ছাচারী না হয়, অথচ নিয়মটাতেও কিছু নৈপুণ্য থাকে ; এরূপ কোন বিধান করাই শ্রেয়স্কর। তদনুসারে পরম সুকৌশলপূর্ণ নিয়ম স্থিরীকৃত হইল। সে নিয়মটী এই—কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ যে দেশে বিচরণ করে, সে দেশ যজ্ঞিয় দেশ, তথায় দ্বিজগণ অনায়াসে বাস করিতে পারেন। যেখানে কৃষ্ণসার স্বভাবতঃ বিচরণ না করে, তাহার নাম ম্লেচ্ছদেশ (৭)।

আর্য্য-সন্ততিগণ আপনাদিগের অধিকার-ভূমি সীমানিবদ্ধ ও অসীম এই উভয়বিধ স্থির করিয়া, শূদ্রগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সদয় হইলেন। সে দয়াটী এই—শূদ্রগণ আপন আপন জীবিকা

---

(৭) কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥ ২৩॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ॥ ২৪॥

মনু। ২ অ।

জন্য সর্ব্বত্র বাস করিতে পারিবে। দ্বিজগণ শাস্ত্রানুসারে পবিত্র দেশে পবিত্র আচার ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিবেন। তাহার অন্যথা করিলে দ্বিজগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। উচ্চ জাতি হইতে নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণনীয় না হইতে হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সকলে সদাচার ও সীমা অতিক্রম করিতেন না। ইহাতেই শূদ্র-গণের জীবন-রক্ষার উপায় হয়।

কলিযুগের ধর্ম্ম-বক্তা পরাশর ঋষি মনে করিলেন, কলিকালে লোকসংখ্যা অধিক হইবে, তৎকালে এতাদৃশ স্বল্প-পরিমিত স্থলে অধিবাসপূর্ব্বক দ্বিজগণের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতিশয় কঠিনকর; অতএব ইহাদিগের জীবন-রক্ষার উপায় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিজকুলের পরম-হিত-জনক সে উপায় ও আদেশটী এই—দ্বিজাতিরা যেথানেই কেন বাস করুন না, তাঁহারা স্বজাতি-সমুচিত সদাচার কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। দ্বিজাতি সমুচিত সংক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। ইহাই ধর্ম্ম-মীমাংসা।

মনুর নিয়মানুসারে দ্বিজগণ-নিষেবিত স্থল ব্যতীত অন্যত্র বাসে দ্বিজাতির ক্রিয়া-কলাপে অধিকার থাকে না; কিন্তু কলি-ধর্ম্মবিৎ ঋষির নিয়মানুসারে দ্বিজাতিগণ সদাচার ও সংক্রিয়া সম্পন্ন থাকিলেই যত্র তত্র বাস করিতে নিষিদ্ধ নন। এই বচনটী আর্য্যজাতির উন্নতির একতম কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে (৮)।

---

(৮) পরাশর-সংহিতা—

উষিত্বা যত্র তত্রাপি স্বাচারং ন বিবর্জ্জয়েৎ।

সৎকর্ম্মাণি প্রকুর্ব্বীরন্নিতি ধর্ম্মস্য নিশ্চয়ঃ॥

আর্য্যগণ যেমন ভারতবর্ষের সমুদয় উত্তম স্থলগুলি অধিকৃত করিলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গেই শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। ইহাঁরা আপনাদিগের শাসনভার রাজার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়কে রাজপদ প্রদান করিতেন। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের হস্তে মন্ত্রণার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বৈশ্য-গণের প্রতি বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন ভার নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। ইহাঁদিগের দাস্যবৃত্তি নির্ব্বাহ জন্য কেবল শূদ্রজাতি-কেই বশীভূত করিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতি রাজশাসনের বশীভূত। ইহাঁরা রাজাকে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের অংশে অবতীর্ণ জ্ঞান করেন। এমন কি, সুরাজাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া চলেন। বিচারক ও নৃপতিকে কদাচ ভিন্ন মনে করেন না। বিচারাসন ও ধর্ম্মাসন আর্য্যগণের পক্ষে সমান। বিচারগৃহ ও ধর্ম্মমন্দির ইহাঁদিগের নিকট তুল্য মান্য। নৃপতি ও দেবতা ইহাঁদিগের নিকট অভিন্ন। দেবগণ নৃপদেহে অবস্থানপূর্ব্বক লোক পালন করেন। সুতরাং নৃপতি বালক হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করা অনুচিত, ইহাই ইহাঁদিগের একান্ত বিশ্বাস। সত্যই ইহাঁদিগের পরম ধর্ম্ম। একমাত্র ধর্ম্ম ব্যতীত আর্য্যগণের অন্য শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ নাই। পরকালেও ধর্ম্মরূপ বন্ধু সঙ্গী হন (৯)।

---

(৯) ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥ ৪ ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥ ৫ ॥

মনু। ৭ অ।

ভূপতিকে এতাদৃশ প্রধান মনে করেন বটে, তথাপি তাঁহার ঐচ্ছিক নিয়ম কদাচ মান্য করেন না। রাজাকে প্রজাপালন নিমিত্ত বিধান-সংহিতা মানিতে হয়। তিনি বিধি-নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ নন। প্রজাপালন জন্য তাঁহাকে প্রাচীন ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার অনুসারে চলিতে হয়।

তাঁহারা রাজ্যশাসনের যে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই পদ্ধতিগুলিকে শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া যে নৃপতি প্রজা-পালন করেন, তিনিই প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় হন।

রাজা সদ্‌গুণশালী না হইলে রাজসিংহাসনে স্থায়ী হইতে পারিতেন না। প্রজাবর্গ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া অন্য রাজার সঙ্গে

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ ৭॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৮॥

মনু। ৭ অ।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥ ১৭॥

মনু। ৮ অ।

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥ ১০৫॥
রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ।
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে॥ ১০৬॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব। সম্ভব—শাকুন্তলে।

বিবাদ বিসংবাদ ঘটাইয়া দিত। ভূপতিগণ তাহাতেই সুশাসিত হইয়া আসিতেন। ভূপালবর্গ শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্যায় আচরণ করিতে পারিতেন না। পৃথিবীপতি বলিয়াই যে তিনি সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবেন তাঁহার সে সুযোগ ছিল না। তিনি কুক্রিয়া ও অন্যায়াচরণ জন্য সমাজের নিকট বিশেষ দায়ী ও দণ্ডনীয় ছিলেন। পাপকারী নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত এবং তাঁহার বিশেষ শাস্তি প্রদানপুরঃসর অন্য রাজাকে রাজ্যের অধিনায়ক করিয়া তদীয় শাসন মান্য করিতেন, তথাপি অরাজক রাজ্যে কদাচ বাস অথবা পাপাত্মার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন না (১০)।

রাজা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই তিনি সর্ব্বস্ব ক্ষমতাশালী হইতে পারিতেন না। তাঁহাকে মন্ত্রিপরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। রাজ্য-রক্ষার কথা দূরে থাকুক, শাসন-কার্য্যও কেহ একাকী নির্ব্বাহ করিতে অধিকারী ছিলেন না। বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন মন্ত্রিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত।

---

(১০) বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥ ৪০ ॥
বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ ॥ ৪১ ॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ ॥ ৪২ ॥

মনু। ৭ অ।

রাজা স্বচক্ষে সমুদায় প্রত্যক্ষপূর্ব্বক রাজ্য-শাসনে অপারগ বলিয়া স্থানে স্থানে ও কার্য্য-বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়ক, দূত, গুপ্তচর ও ছদ্মবেশধারী পুরুষ নিযুক্ত করিতেন। সময়ে সময়ে সসৈন্যে নিজেই অধীনবর্গের কার্য্যকুশলতা সন্দর্শন করিতেন।

আর্য্যজাতির শাসনকালে ক্ষুদ্র গ্রামেও রাজার প্রতিনিধি থাকিত। কোন ব্যক্তিই অন্যায় আচরণ করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন না। ক্ষুদ্র বা গণ্ডগ্রামের সংখ্যানুসারে স্থানে স্থানে গুল্ম-(পঞ্চায়ত)সংস্থাপন করিতেন। তথায় সসৈন্য অমাত্য থাকিতেন। তাঁহার অধীনে কারাগার থাকিত। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন-কার্য্য গ্রামীণ মণ্ডল দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। তিনি আপন ক্ষমতার অসাধ্য কার্য্য দশগ্রামীণের নিকট বিজ্ঞাপন করিতেন। দশ-গ্রামাধ্যক্ষ বিংশতীশের অধীনতায় আবদ্ধ থাকিতেন। বিংশতীশ আবার শতগ্রামশাস্তার নিয়ম-বশীভূত থাকিতেন। শতগ্রাম-নিয়ন্তা সহস্রগ্রামাধিপতির সকাশে স্বকীয় শাসন-কার্য্যের দোষ গুণ বিজ্ঞাপন করিয়া তদীয় অসাধ্য কার্য্যের সুনিয়ম করাইয়া লইতেন। এইরূপ ক্রমশঃ নিম্নপদস্থ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্ন-তরের প্রতি আধিপত্য করিতেন। এবং ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ পদবীর লোকের অধীন হইতেন। সহস্রগ্রামাধিপতি নগরাধ্যক্ষের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহার প্রতি রাজ্যশাসনের অনেক ভার সমর্পিত হইত (১১)।

(১১) দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্ ॥ ১১৪ ॥ মনু। ৭ অ।

ইহাঁরা কেহই রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন না। ইহাঁদিগের জীবিকা জন্য রাজা নিষ্কর ভূমি দিতেন।

আর্য্যকুলের প্রজাগণ প্রতিদিন রাজার উদ্দেশে অন্ন, পানীয় ও ইন্ধনাদি রাজপ্রতিনিধি-সমীপে আনয়ন করিতেন। তৎসমস্ত দ্রব্য গ্রাম-মণ্ডল আপন জীবিকা জন্য গ্রহণ করিতেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্মানুসারিবৃত্তি।

দশগ্রামীণ আপন জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ দুই হলকর্ষণ-যোগ্য ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিতে নিষিদ্ধ নন। ইহা তাঁহার যথার্থ বৃত্তি। চারি বৃষভে এক হলকর্ষণ হয়। আট বৃষভের কর্ষণ-সাধ্য ভূমিই দুই হলের যোগ্য বলা যায়। উহার নাম কুলভূমি।

বিংশতীশ আপন ভরণপোষণ নির্ব্বাহ জন্য কুলভূমিপঞ্চক গ্রহণ করিতে পারিতেন। অর্থাৎ চত্বারিংশৎ বৃষভের কর্ষণ-সাধ্য ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতে পারিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষে নিষ্পাপবৃত্তি।

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিস্তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥ ১১৫॥
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্॥ ১১৬॥
বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্॥ ১১৭॥

মনু। ৭ অ।

গ্রামশতাধ্যক্ষ একখানি গ্রাম নিষ্কর উপভোগ করিতেন। তাহাই তাঁহার জীবিকার জন্যে ধর্ম্ম্যবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সহস্রগ্রামাধ্যক্ষ স্বকীয় জীবিকা জন্য একখানি নগর নিষ্কর ভোগ করিতেন। ইহা তদীয় ধর্ম্মজনকবৃত্তি।

ইহাঁদিগের কার্য্য পরিদর্শন জন্য নগরে নগরে এক একজন সর্ব্বার্থচিন্তক থাকিতেন, তিনি ইহাঁদিগের অসাধ্য কার্য্যের মীমাংসা করিতেন। যদি তিনি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিতেন, উহা রাজার কর্ণগোচর হইত; অবশেষে তিনি অবিচার জন্য নৃপতি হইতে শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন।

আর্য্য ভূপালগণ অসঙ্গত অথবা অত্যধিক কর বা শুল্ক গ্রহণ করিতেন না। ইহাঁরা বাণিজ্যের নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক শুল্ক লইতেন। ব্যক্তিবিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিতেন।(১২)

কার্য্যকর্ত্তার আয়, ব্যয়, ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিবেচনায় পণ্য-দ্রব্যের আগম ও নির্গমের দূরতা এবং দ্রব্যের প্রয়োজন অনু-

---

(১২) যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৮॥
দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥ ১১৯॥
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥ ১২০॥
নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানে ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্॥ ১২১॥
স তাননু পরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ॥ ১২২
মনু। ৭ অ।

সারে মূল্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পরিমিত শুল্ক লইতেন। যাহা গৃহীত হইত, উহা দ্বারা বাণিজ্যের আসার প্রসারের কোন ব্যাঘাত সম্ভাবনা থাকিত না; এবং প্রজাপালনে ব্যয়িত হইত।

আর্য্যজাতি ত্রিবর্ষের সঙ্কুলান-যোগ্য ধান্য সঞ্চয় রাখিতেন। অন্যান্য শস্যের স্থায়িত্ব-জ্ঞানে সংবৎসর, দ্বিবর্ষ, বা ত্রিবর্ষের ব্যয়-যোগ্য সংস্থান রাখিতেন। কি মধ্যবিত্ত কি সঙ্গতিপন্ন সকলেই সঞ্চয়ের গুণ অবগত ছিলেন।

যে সকল পণ্যের মূল্য অচিরস্থায়ী সে সমুদয় বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারিত পঞ্চ রাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই রাজাজ্ঞায় হট্টাদির মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নির্দ্ধারিত হইত। যে বস্তুর মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিরতর, তাহার মূল্য পক্ষান্তে নির্ণীত হইত।

বাজারের মানদণ্ড এবং পরিমাপক পাত্র প্রতি ষাণ্মাসিকে পরীক্ষিত হইয়া দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক পর্য্যন্ত অবধারিত থাকিত। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের কোন বিষয়ই রাজার অশ্রুতপূর্ব্ব অথবা অজ্ঞাতপূর্ব্ব থাকিত না।

রাজকোষ ও আয় ব্যয় প্রত্যহ পরীক্ষা করিতেন। দূত-গণের নিকট হইতে প্রত্যহ বার্ত্তা গ্রহণ করিতেন। চরের কথা গোপন রাখিয়া রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান লইতেন। আর্য্যজাতি কিরূপ ব্যক্তির হস্তে কেমন ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তদীয় শাসন-প্রণালী জানা যায়। (১৩)

---

(১৩) ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্ ॥ ১২৭ ॥

শাসন-প্রণালী।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট স্থানগুলি অধিকার করিয়া প্রথম অবস্থায় কিছুকাল রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টায় বিমুখ রহিলেন। অধিকৃত রাজ্যস্থ প্রজাবর্গের সুশাসন-সম্পাদনই সে বিরতির কারণ। ইহাঁরা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজ্য-মধ্যে সুনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রভুতা থাকে না। প্রভুসমর্থিত তেজ যাবৎ রাজ্যমধ্যে বিস্তৃত না হয়, তাবৎ প্রজার অন্তঃকরণে পাপে ভয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। যথাশাস্ত্র যুক্তিযুক্ত রাজার দণ্ডনীতি প্রজাবর্গের মনোমধ্যে দেদীপ্যমান না থাকিলে তাহাদিগের হৃদয়ে পাপরূপ পিশাচের একাধিপত্য হয়। পাপের বৃদ্ধিতেই সংসারে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটে। প্রজার পাপে রাজা নষ্ট, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসার ক্রমশঃ দুঃখের স্থান হইতে পারে—অতএব এই

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১২৮॥

মনু। ৭ অ।

আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ।
বিচার্য্য সর্ব্বপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ৌ॥ ৪০১॥
পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে।
কুর্ব্বীত চৈষাং প্রত্যক্ষমর্ঘসংস্থাপনং নৃপঃ॥ ৪০২॥
তুলামানং প্রতীমানং সর্ব্বঞ্চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্।
ষট্‌সু ষট্‌সু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ॥ ৪০৩॥

মনু। ৮ অ।

বেলা সুনিয়ম করা যাউক। সুনিয়ম থাকিলে ভারত-সংসার পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। (১)

ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পুণ্যাশ্রম করাই আর্য্যগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই, যাবতীয় সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সংস্রব রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত কাহারও এক পাও চলিবার সামর্থ্য ছিল না।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে যাহার পরম্পরা-সম্বন্ধে সংস্রব ছিল, উত্তরকালে সেই স্থলগুলি অপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় গ্রন্থ-গ্রন্থি দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কট হইয়া উঠিল। তদবধি

---

(১) দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥ ২৮ ॥
ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরম্।
অন্তরীক্ষগতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥ ২৯ ॥
সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ ॥ ৩০ ॥

মনু। ৭ অ।

তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ইতোঽন্যো ভোগভূময়ঃ ॥ ১১ ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ১২ ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ হেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়াঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

আর্য্য সন্তানগণের মানসিক প্রতিভা, ও স্বাধীন প্রবৃত্তি ঐসকল সঙ্কট স্থলে ক্রমশঃ প্রতিহত হইতে থাকিয়া, বারংবার প্রতিঘাত দ্বারা আর্য্য সন্তানগণের হৃদয় পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। অধস্তন সন্ততিবর্গ যদি পূর্ব্বাচরিত প্রণালী অনুসারে চলিতেন, নূতন নিয়মের একান্ত অনুরক্ত না হইতেন, পরিবর্ত্তসহ স্থলে সুনিয়মক্রমে বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া সাবধানে চলিতেন ও একেবারে মূলোচ্ছেদের চেষ্টা না পাইতেন, তাহা হইলে ভারতসংসার চিরকাল সর্ব্বজাতির নিকট পুণ্যাশ্রম বলিয়া যে পূর্ব্ববৎ পরিচিত থাকিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির শাসনভার রাজার হস্তে সমর্পিত ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক, আর্য্যগণ কাহাকে রাজা শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইবে যে, অধিকৃত রাজ্যে যাঁহার স্বামিত্ব আছে, যিনি মন্ত্রিগণ-পরিবৃত হইয়া প্রজাপালন করেন, যাঁহার সহিত অন্য ভূপতিবর্গ সন্ধি নিবন্ধন হেতু সখিতা-সূত্রে আবদ্ধ হন, যাঁহার ধনাগার নানাবিধ মণি-মাণিক্যাদিতে পরিপূর্ণ, যাঁহার অধিকার মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী আছেন, যিনি আপন অধিকার-মধ্যে প্রজার ধন প্রাণ ও মান রক্ষা জন্য সৈন্য সামন্তাদি পরিপূর্ণ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি কাম-ক্রোধাদি-রিপু-পরতন্ত্র না হন এবং সর্ব্বদা প্রজারঞ্জন নিমিত্ত রত থাকেন, দুষ্টের দণ্ড-বিধান ও শিষ্টের পালন করেন, তিনিই রাজা—তেমন লোক ব্যতীত কাহাকেও রাজা উপাধি দেওয়া যায় না। দণ্ডই সাক্ষাৎ রাজা।

নৃপতির প্রকৃতি এইপ্রকার বর্ণিত আছে। এক্ষণে তদীয়

ব্যবহার, অমাত্যবর্গের কার্য্য, সুহৃৎলক্ষণ, কোষাগারে অর্থ-সঞ্চয়াদি, স্বরাজ্য ও পররাজ্যের বার্ত্তা-গ্রহণ এবং দুর্গ-রক্ষণাদির বিষয় প্রক্রান্ত বিষয়ের যথাযথ স্থানে ক্রমে লিখিত হইবে। (২)

আর্য্যগণ মনে করিলেন, মুনিদিগেরও মতি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজ্য-পালন-ভার কেবল রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহাকে এককালে নিরঙ্কুশ না করিয়া অন্যদীয় সাহায্য সাপেক্ষে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করা মন্দ নয়। প্রজাবর্গ-মধ্য হইতে এমন মনুষ্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, যাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বলোকের ও রাজার ভক্তি জন্মে; তাঁহাকেই রাজার সহায়স্বরূপ করিয়া দেওয়া উচিত। যেহেতু, ভক্তির পাত্র ব্যতীত কেহই সন্দেহ নিরাস বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না।

এক্ষণে দেখা যাউক কাহার প্রতি সকলের ভক্তি জন্মে। প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা একপ্রকার উপলব্ধি হইবে যে, যিনি জাতি-

---

(২) স্বামামাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বলানি চ।
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥ ১৮॥
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥ ১৭॥
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥ ১৯॥

মনু। অ ৭।

শ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ম্মিক, নিস্পৃহ, সত্যবাদী, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়; যিনি মন্ত্রণা গোপন রাখিতে সমর্থ, সর্ব্ব-শাস্ত্রপারদর্শী; যিনি সম্যক্‌রূপে বেদত্রয় অভ্যাস করিয়াছেন; যিনি গুণের উৎসাহদাতা; যিনি ক্ষমাশীল, সুচতুর, লোক-ব্যবহার ও বার্ত্তা-শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ; যিনি দোষের উচ্ছেদ-কর্ত্তা এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে একান্ত উৎসাহী, পক্ষপাতশূন্য, শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, তাঁহারই প্রতি সমস্ত লোকের ও রাজার আন্তরিক ভক্তি জন্মে। ভক্তিভাজন ব্যক্তিই নৃপতির মন্ত্রীর যোগ্য। এইরূপ গুণবান্ ব্যক্তির প্রতিই মন্ত্রিত্ব-ভার সমর্পণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। সচরাচর এমন ব্যক্তি কোন্ জাতির মধ্যে অধিক দেখা যায়? বিচার দ্বারা দেখা গেল, ব্রাহ্মণ ব্যতীত একাধারে এত গুণ কোন জাতির নাই। সুতরাং বিপ্রজাতিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে সংস্থাপিত করা উচিত জ্ঞানে সেনাপতিত্ব, দণ্ডনেতৃত্ব ও সর্ব্বাধ্যক্ষত্ব ইহাঁরই হস্তে রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর অধিকাংশ আছে বটে, কিন্তু নিস্পৃহতা ও ক্ষমাগুণ না থাকাতে তজ্জাতীয় অমাত্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা উচিত। বৈশ্য জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও ক্রমশঃ গুণের ভাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; বিশেষতঃ তাহারা অর্থ-নিস্পৃহ নহে, প্রত্যুত কুসীদ ব্যবহার দ্বারা পাপসঞ্চয় করে; অতএব বৈশ্য মন্ত্রীকে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা বিধেয়। শাস্ত্রে অনধিকার প্রযুক্ত শূদ্রগণের আত্মসংযমে অধিকার জন্মে না; ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি, অক্রোধ, অস্তেয় এবং অন্তর্বাহ্যে শুচিতা-বিরহে মন নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়, তদ্ধেতু পাপাচরণে

প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই হেতুবশতঃ ক্ষমতাসম্বন্ধে ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলেও তাহাদিগের প্রতি মন্ত্রণা অথবা বিচারের ভার কদাচ অর্পিত হইত না। (৩) কেহ কেহ অনুমান করেন শূদ্র জাতির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা-প্রদর্শনই আর্য্যজাতির পতনের একতর কারণ। এ কথা কতদূর সঙ্গত বা সত্য তাহা বলা যায় না।

বিচারাসন ও মন্ত্রণার ভার সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বর্ত্তিল। বিপ্রজাতির অভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রতি,

---

(৩) শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা॥ ৩১॥ মনু। ৭ অ।
সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥ ১০০॥ মনু। ১২ অ।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়নবচন।
অমাত্যং মুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতম্।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাম্॥ ১৪১॥ মনু। ৮ অ।
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৯২॥ মনু। ৬ অ।
ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ২৭॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সংবাদ।
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯৬॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ ৯৭॥ মনু। ১ অ।

তদভাবে বৈশ্যজাতি পর্য্যন্ত নিয়ম-বিধি হইল। কালক্রমে সগুণত্ব বিষয় লোপ পাইয়া জাতিবিষয় হইয়া গেল। তখন শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে নির্গুণ ব্রাহ্মণও জাতি-মর্য্যাদায় পূজ্য থাকিলেন। তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। জাতি-মর্য্যাদা বা বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির নিয়ম কেবল যে ভারতবর্ষেই ছিল এমত নহে। কিয়ৎ পরিমাণে এ রীতি সর্ব্বদেশে ছিল, এবং অনেক দেশেও আছে। ইংলণ্ডের হৌস্ অব্ লর্ড্স্ ইহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। তবে নিয়মটী সগুণত্বের পরিবর্ত্তে জাতি-মাত্র অবলম্বন করাতেই, দোষের কারণ হইল। ইংলণ্ডে সর্ব্বদা গুণবান্ ব্যক্তিগণ কমন্স শ্রেণী হইতে নীত হইয়া লর্ডস্ শ্রেণি-ভুক্ত হন, অর্থাৎ সে দেশে গুণশালী শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে ভারতে যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, কলিকালে তাহার ব্যতিক্রম ঘটায় অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, নির্গুণ ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত এবং সগুণ শূদ্রও ক্রমে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইত (৪)। অধুনা এরূপ নিয়মের অভাবেই আসিয়ায় ভারতবর্ষ, এবং অন্য কোন ঈদৃশ কারণে ইউরোপে স্পার্টা রাজ্য অধঃপতিত হয়।

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। রাজা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন, তদীয় মন্ত্রণা অবহেলা করিয়া কদাচ স্বেচ্ছানু-

(৪) এতৈস্তু কর্ম্মভির্দেবি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্। শৈব পুরাণ।

সারে রাজ্যশাসন করিবেন না। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ (৫)। মন্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার আধুনিক ইংলণ্ডের রাজ্য-শাসনের নিয়ম। মন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না। অনেক যুদ্ধ, প্রাণিসংহার, রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লবের পর ইংলণ্ডীয়েরা এই তত্ত্বটী স্থির করিয়াছেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল স্বীয় মানসিক শক্তির গুণে অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ বিধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন ও প্রজাপালন জন্য রাজা সাত অথবা আটটী মন্ত্রী রাখিতেন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিপুণ ও তত্বজ্ঞ, তদ্বিষয়ে অগ্রে তদীয় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কর্ত্তব্য বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা সমুদয় অমাত্যকে একত্র সমবেত করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আত্মবুদ্ধি অনুসারে, যুক্তি অনুসারে ও শাস্ত্র অনুসারে তদীয় মতের বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক স্বীয় মত সংস্থাপন করিতেন (৬)। ইহাই ইংলণ্ডের কাবিনেটের দ্বারা

(৫) সর্ব্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্গুণ্যসংযুতম্॥৫৮॥ অ ৭। মনু।

(৬) মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥৫৪॥ অ ৭। মনু।
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥৫৭॥ অ ৭। মনু।
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।—বৃহস্পতিসংহিতা।
যুক্তিঃ ন্যায়ঃ স চ লোকব্যবহার ইতি ব্যবহারমাতৃকা।

রাজ্য-শাসন-প্রণালী। আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতির কোন্ কথা প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অবগত ছিলেন না?

কেহই যুক্তিবিহীন শাস্ত্রের নিয়মানুসারে শাসনকার্য্যে সমর্থ ছিলেন না। যুক্তিহীন বিষয়ে যে পাপ জন্মে, উহা আর্য্য-জাতির অন্তরে প্রথমেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে যে উত্তরকালে যুক্তির ধ্বংস হইয়া আসিতে লাগিল, তাহা নির্ণয় করা সামান্য ব্যাপার নহে। যে দিন হইতে আর্য্য-জাতি যুক্তি-মার্গ-পরিভ্রষ্ট হইলেন, সেই দিন অবধি ইহাঁদিগের পতনের কথঞ্চিৎ সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে।

মন্ত্রিগণের কার্য্য-বিভাগ।

দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্রয় বিচারাসনের ভার গ্রহণ করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। রাজা যখন বিনীতবেশে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে বসিতেন, তৎকালে তাঁহারা সহায়তা করিতেন। তদনুসারে উক্ত দিবসে ঐ সকল অমাত্যকে সভ্যশব্দে নির্দ্দেশ করা রীতি ছিল। পাঠক, ইংলণ্ডীয় "প্রিবি কৌন্সিলের" সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। রাজা যে দিন যে স্থলে স্বয়ং বিচারকার্য্য নিষ্পাদনে সমর্থ না হইতেন, সে দিন তথায় প্রতিনিধি দিতেন। বিচারাসনে রাজার প্রতি-

---

ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।

ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে। নারদসংহিতা।

অবহীয়তে অবগম্যতে।

নিমিত্তে প্রাড্বিবাক সভায় নিযুক্ত করা যাইত। উপরিকথিত মন্ত্রিত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আদালতের প্রধান হইতেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অভাবে ক্রমশঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রী রাজপ্রতিনিধি হইতেন। প্রাড্বিবাক আবার অন্য তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে একত্র সমাসীন হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বিচারকালে অন্যান্য সভ্যও উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালে কুলশীল-সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ লোকবৃত্ত-তত্ত্বজ্ঞ এবং বার্ত্তাশাস্ত্রদর্শী বণিক্ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। (১)

বিচারকালে সভায় সমাসীন সভ্যবর্গের নিকট সন্দেহভঞ্জন জন্য কূট প্রশ্নের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। সভ্যেরা অকুতোভয়ে যথাশাস্ত্র ও ন্যায্য কথা কহিতেন। রাজা ও বিচারক তদনুসারে কার্য্য করুন বা না করুন, সভ্যেরা তদ্বিষয়ে দৃক্পাতও করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম, যুক্তি ও সত্য পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই পরামর্শ দিতেন। বিচারক ব্যতীত

---

(১) ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্॥ ১॥ অ ৮। মনু।
যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥ ৯॥ ঐ।
সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা॥ ১০॥ ঐ।
কুলশীলবয়োবৃত্তবিত্তবদ্ভিরমৎসরৈঃ।
বণিগ্ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতম্।
ব্যবহারময়ূখ কাত্যায়নবচন।

বিচারাসনের অঙ্গ সভ্যদিগকেও সভ্য শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। ইঁহারাই একপ্রকার জুরী (Jury) (৮)।

হরিকে ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য বিচারাসনে বসিতেন। কেহই একাকী বিচার করিতে অনুমত ছিলেন না। ইঁহারা প্রায়ই বিচারাসনে আসীন হইয়া অথবা সভার অগ্র দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যান্য অমাত্য ও সভ্যে পরিবেষ্টিত ভাবে ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য করিতেন। (৯) সভ্যবর্গের মধ্যে যাহারা অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবলানুসারে বিচারাসনে বিচার ও নৃপতিকে বিচারমার্গে আনয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকেই ব্যবহারাজীব (উকীল) শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত।

দূতও মন্ত্রিপদবাচ্য। তদীয় নিয়োগ গুণানুসারে হইত। সদ্বংশসম্ভূত, সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্যের হৃদগত ভাব ও কার্য্যের ফল অনুমানে সমর্থ, অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, বিনীত, কার্য্যকুশল, নানা ভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূতপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। দূতের মতানুসারে মিত্র ভূপতির সঙ্গে সন্ধিবন্ধন, বিজেতব্য

---

(৮) সভ্যোমারব্ধবক্তব্যং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ।
শৃণোতি যদি নো রাজা স্যাত্তু সভ্যস্তদানৃণঃ॥
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়নবচন।

(৯) যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্॥
যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
কাত্যায়নসংহিতা।

রাজাদির প্রতি পরাক্রমের উদ্যম ও যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি কার্য্য হইত। তাহাতেই আত্মরাজ্যরক্ষা ও শত্রুগণের উপদ্রব নাশ হইয়া আসিত।

সেনাপতিও মন্ত্রিমধ্যে গণ্য। দণ্ডনীতি ও সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি সমস্ত তাঁহারই আয়ত্ত। দণ্ডনীতি যাবৎ পৃথিবীমণ্ডলে বিরাজিত থাকিবে তাবৎকাল প্রজাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিনয়াদি সদ্‌গুণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। দণ্ডনীতি অসৎ-পুরুষে রাখা বিগর্হিত। তদনুসারে দণ্ডনীতির ভার সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। (১০)

ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা ইহার অনুকরণ করিয়া দণ্ডনীতি ফৌজদারের হাতে রাখিয়াছিলেন। ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশকে "বিধিচ্যুত" (Non-regulated) বলা যায়, তাহাতে এ নিয়মের একটু ছায়া আছে।

ত্রিবেদবিৎ কুলপুরোহিতও নৃপতির সভায় অমাত্য-মধ্যে গণ্য। বিচার-দর্শন-স্থলে তাঁহারও মত প্রবল বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি রাজার নিজকর্ত্তব্য বেদবিহিত যাবতীয় গৃহ্য কর্ম্ম সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন। গৃহ্যসূত্রানুসারী ধর্ম্ম-কার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্ত উক্ত কুলপুরোহিতকে রাজা একবার

(১০) দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্॥ ৬৩॥ অ ৭। মনু।
অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ॥ ৬৫॥ অ ৭। মনু।

মাত্র বরণ করিতেন। তাহাই তাঁহার পক্ষে চিরস্থায়ী বরণ স্বরূপ ধরা যাইত। (১১)

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য বিষয়ে যে ব্যক্তির যাহাতে পারগতা আছে, তাঁহাকে তদ্বিষয়ের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তত্ত্বাবধায়কদিগকেও তত্তৎকার্য্যের অধ্যক্ষ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। যিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী ও পশুতত্ত্বজ্ঞ, তিনি ভিষক্‌বর্গের উপরি অধ্যক্ষতা করিতেন। তাঁহার পরামর্শক্রমে হস্তী, অশ্ব ও গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেনার চিকিৎসা হইত।

যিনি খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ-নির্ণয়ে সমর্থ ও আকরিক বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে পটু, তদীয় পরামর্শ অনুসারে আকরিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। আকরিক কার্য্যে প্রেষ্যবর্গের প্রতি তাঁহারই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত। (১২) অন্তঃপুর-রক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারণের ভারও মন্ত্রীর প্রতি অর্পিত হইত।

---

(১১) পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজম্।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈতানিকানি চ॥ ৭৮। অ ৭। মনু।
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাত্তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্ নৄণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্॥ ৮১। অ ৭। মনু।

(১২) মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্॥ ৩২৯॥ অ ৯। মনু।
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্॥ ৬০॥
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে॥ ৬২॥ মনু। অ ৭।

ইত্যাদিপ্রকারে সুনীতিবিষয়ে আধুনিক সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ বিনিয়োগ-পুরঃসর রাজা ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, তদনুসারে তিনি নিশার শেষ প্রহরে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন। শৌচ-ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক পরিশুদ্ধবেশে পরিশুদ্ধ স্থলে উপবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতেন। উক্ত কার্য্য করিতে করিতেই সূর্য্যোদয় হইত। দিনমণির আগমনের প্রথম ক্ষণেই আহ্নি-কাদি সন্ধ্যাবন্দন ও গৃহ্যোক্ত যাবতীয় দৈনিক কার্য্যের পরি-সমাপ্তিপূর্ব্বক ত্রিবেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও উপদেশ গ্রহণ জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইতেন।

তাঁহাদিগের সকাশে ঋক্ যজুঃ ও সাম, এই বেদত্রয়ের উপ-দেশ গ্রহণ হইত। (১৩)

তৎপরে দণ্ডনীতি-ঘটিত কার্য্য-কলাপের জটিল বিষয়ের সন্দেহ নিরাস নিমিত্ত বার্ত্তাশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ মহাজনদিগের সমীপে উপস্থিত হইতেন। তথায় ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অভ্যাসার্থ তদ্বিষয়ের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গগ্রহণ

---

(১৩) ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে ॥ ১৭ ॥
ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ॥ ৪৩ ॥
উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্॥১৪৫॥ মনু ৭। অ।

করিতেন। তদীয় সাহায্যে তর্কবিদ্যা, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপণ হইত। তদবসরে লোকবৃত্ত-পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচারদর্শী বিপশ্চিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তদনন্তর কৃষি, বাণিজ্য, বার্ত্তা, পশুপালনাদি সাধারণ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তত্তৎ বিষয়ে কৃষক, বণিক্, কার্য্যসচিব ও পশুরক্ষকের মত পরিজ্ঞাত হইয়া বিনীতবেশে সভারোহণ করিতেন।

বিচার।

রাজসভায় ও বিচারগৃহে যেরূপে কার্য্য নির্ণয় হইত, উহা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, রাজা স্বয়ং অথবা তদীয় প্রতিনিধি প্রাড্বিবাক ধর্ম্মাসনে বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক, অগ্রে বাদীর (অর্থীর) প্রার্থনা শ্রবণ করি-তেন। অভিযোগ উত্থাপনের প্রাক্কালে বাদীকে সত্য শ্রাবণ করান হইত। মিথ্যাবাদ উত্থাপনে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই মিথ্যাভিযোগ করিত না। বিচারক বাদীর বাদ-বাক্য লিখন-পূর্ব্বক প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে অগ্রে সত্য শ্রাবণ করাইয়া বাদীর সম্মুখে সমস্ত অভিযোগের কারণগুলি তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। ইহাতে যদি তত্ত্বনির্ণয় হইত, তবে সাক্ষী গ্রহণ হইত না। কিন্তু অভিযোক্তা অথবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন সন্দেহের কারণ ঘটিত, তবে সাক্ষ্য গ্রহণ হইত। সাক্ষীকেও সাক্ষ্যগ্রহণ-সময়ে সত্য শ্রাবণ করান হইত। সাক্ষীর বিষয় পৃথক্ স্থলে লিখিত হইবে; এখানে প্রক্রান্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা উচিত। বাদীর সাক্ষী

কোন বিষয় অপলাপ করিলে প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ করা রীতি ছিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীতে যদি সন্দেহের কোন কারণ থাকিত, তবে সাক্ষিগণকে অগ্রে দণ্ডবিধানপূর্ব্বক অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবল বিবেচনা অনুসারে শাস্ত্র ও যুক্তি এবং উভয় পক্ষের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণপুরঃসর প্রামাণিকরূপে জয় পরাজয় নিরূপিত হইত। যিনি বিচার করিতেন, তাঁহাকে প্রাড্‌বিবাক কহা যাইত। নিতান্ত পক্ষে, এক বিষয়ে এই কার্য্যবিধির আইন আধুনিক কার্য্যবিধির আইনের অপেক্ষা ভাল। অগ্রে মিথ্যাবাদী সাক্ষীর দণ্ডবিধান হইত। (১৪)

যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে ব্যক্তি জয়পত্র পাইত। জয়পত্রে বিচারঘটিত সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইত, কোন বিষয় পরিত্যক্ত হইত না।

ইহাতে অভিযোগের কথা, তাহার কারণ, বাদী প্রতিবাদীর নামাদি, উহাদিগের বাদ প্রতিবাদ, সাক্ষীর ও প্রতি-

---

(১৪) রাজা কার্য্যাণি সংপশ্যেৎ প্রাড্‌বিবাকোঽথবা দ্বিজঃ।

প্রাড্‌বিবাকলক্ষণমাহ।

বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপশ্নং তথৈব চ।
প্রিয়পূর্ব্বং প্রাগ্‌বদতি প্রাড্‌বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥

ব্যবহারতত্ত্বধৃতবৃহস্পতিবচন।

তথা কাত্যায়নঃ।

ব্যবহারাশ্রিতং প্রশ্নং পৃচ্ছতি প্রাড়িতি স্থিতিঃ।
বিবেচয়তি যস্তস্মিন্ প্রাড্‌বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ।
সপ্রাড্‌বিবাকঃ সামাত্যঃ সব্রাহ্মণপুরোহিতঃ।
স্বয়ং স রাজা চিন্তয়াত্তেষাং জয়পরাজয়ৌ॥

সাক্ষীর নামগোত্রাদি, এবং তদীয় বচন প্রতিবচন, রাজা অথবা প্রাড়্‌বিবাকের প্রশ্ন ও বিচার, সভ্যগণের পরিপৃচ্ছা ও পরামর্শ, অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে কোন্‌ পক্ষে জয়, কি হেতু অন্যপক্ষে পরাজয়, কিয়ৎসংখ্যক মন্ত্রিসমবেত সভায় ও কাহার দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়পূর্ব্বক বিচারকার্য্য সমাধা হইল, কোন্‌ সময়ে অভিযোগের কারণ ঘটে, কোন্‌ সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং কোন্‌ সময়ে বিচার নিষ্পত্তি হইল ইত্যাদি তাবদ্বিষয় ঐ জয়পত্রে লিখিয়া দেওয়া বিচারাসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। (১৫) ইংরেজেরা নিজের বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে এত শ্লাঘা করেন কিজন্য, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন ফয়শালা, আধুনিক ফয়শালা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

---

(১৪) নির্ণয়ফলমাহ বৃহস্পতিঃ।

প্রতিজ্ঞাং ভাবয়েদ্বাদী প্রাড়্‌বিবাকাদিপূজনাৎ।
জয়পত্রস্য চাদানাৎ জয়ী লোকে নিগদ্যতে॥

জয়পত্রস্য লিখনপ্রকারমাহ সএব।

যদ্বৃত্তং ব্যবহারেষু পূর্ব্বপক্ষোত্তরাদিকম্‌।
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেঽখিলং লিখেৎ॥
পূর্ব্বেণোক্তক্রিয়াযুক্তং নির্ণয়ান্তং যদা নৃপঃ।
প্রদদ্যাজ্জয়িনে পত্রং জয়পত্রং তদুচ্যতে॥

তথা কাত্যায়নঃ।

অর্থিপ্রত্যর্থিবাক্যানি প্রতিসাক্ষিবচস্তথা।
নির্ণয়স্য তথা তস্য যথাচারধৃতং স্বয়ম্‌॥
এতদ্যথাক্ষরং লেখ্যং যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ।
সভাসদশ্চ যে তত্র ধর্ম্মশাস্ত্রবিদস্তথা॥

কোষাগার বিষয়।

রাজা কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দিবেন না, এইটী সামান্য নিয়ম। বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থলে অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্থলে কোন কোন ব্যক্তি একেবারেই করভার হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন। কোষাধ্যক্ষও মন্ত্রিমধ্যে গণ্য।

ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদি যে সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করেন, রাজা উহার ষষ্ঠাংশের ফলভাগী। এই কারণে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে রাজকর দিতে হইত না। বরং রাজা নিজে ক্লেশ পাইতেন, তথাপি ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থানের পক্ষে অযত্নবান্ হইতেন না। অধিকন্তু অন্ধ, জড়, মূক, কুব্জ, আতুর, সপ্ততি-বর্ষীয় মনুষ্য, স্থবির ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড বালক, ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। (১) আবশ্যক হইলে রাজকোষ হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতেন।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত নিধির সন্ধান পান, উহা রাজদ্বারে বিজ্ঞাপন করিয়াই আত্মসাৎ করিতে পারেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণের দৃষ্ট নিহিত নিধির বিষয়ে

---

(১) মনু। ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
নচ ক্ষুধাঽস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্॥ ১৩৩। ৭ অ।
অন্ধোজড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্ব্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করম্॥ ৩৯৪॥ ৮ অ।

রাজার কিঞ্চিৎ মাত্র অধিকার দেখা যায় না। রাজা যদি স্বয়ং কোন গুপ্ত নিধির সন্ধান পাইতেন তবে তাহার অর্দ্ধাংশ বিদ্বান্ ভূদেববর্গ-মধ্যে বিতরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিতে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণসাৎ না করিলে পাপের ভাগী হইতেন। (২)

রাজা অথবা অন্য কোন রাজপুরুষ কর্ত্তৃক যদি কোন গুপ্ত নিধির আবিষ্কার হয় এবং পশ্চাৎ যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া এই বস্তু আমার বলিয়া সত্যবাদপূর্ব্বক প্রার্থনা করে, তবে রাজা ঐ ধনের ষষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে যোগ্য, অবশিষ্ট অংশ বাদ-সমুত্থায়ী ব্যক্তির হয়। কিন্তু পরে যদি জানা যায় সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া লইয়াছে, তবে তাহার দণ্ডবিধানপূর্ব্বক সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণসাৎ করিতেন, এরূপ স্থলেও রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক পাইতেন না। (২)

অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে ঐ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ নিমিত্ত তিন বর্ষ পর্য্যন্ত কাল দেওয়া যাইত। ইংরেজি নিয়ম ছয় মাস, কিন্তু প্রাচীন নিয়মটাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ঐ কাল মধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে অস্বামিক ধনের উত্তরাধিকারীর অন্বেষণ জন্য ঘোষণা প্রচার করা রীতি ছিল। তিন বর্ষ মধ্যে প্রকৃত স্বামী অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন ঐ ধন রাজকোষ-পরিভুক্ত হইত। ইতিপূর্ব্বে উহা স্থাপিত ধনের ন্যায় বিবেচ্য থাকিত। তিন বৎসর মধ্যে অস্বামিক ধনের প্রার্থীর স্থিরতা হইলে ঐ অস্বামিক ধনের প্রত্যর্পণ কালে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণাদি দ্বারা তদীয় ধন বলিয়া প্রতীতি হইলে তাহাকে সমর্পিত হইত। প্রনষ্ট ধনের উদ্ধার-কালে

প্রনষ্টাধিগত-ধন-স্বামী রাজাকে স্থল ও বস্তু বিবেচনায় কোথাও বা ষষ্ঠাংশ, কোথাও বা দশমাংশ, কোথাও বা দ্বাদশাংশ তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া প্রদান করিত। ঐ অংশ ঐ বস্তুর রক্ষণ, প্রত্যর্পণ ও অধিকারি-নির্ণয়রূপ রাজধর্ম্মের রাজকরস্বরূপ ছিল। রাজা কোন স্থলেই ষষ্ঠাংশের অধিক লইতেন না। প্রবঞ্চক উক্ত নিধির অষ্টমাংশ তুল্য দণ্ড ভোগ করিত। স্থল-বিশেষে দ্রব্য-বিবেচনায় দণ্ডের ন্যূনতা ছিল। (২)

যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিল না, অথচ অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বন হইতে আহৃত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ওষধি বৃক্ষাদির রস, পত্র, শাক, ফল, মূল, পুষ্প, ও তৃণ, বেণুনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মবিনির্ম্মিত পাত্র, মৃণ্ময় পাত্র এবং সর্ব্বপ্রকার পাষাণময় দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারাও রাজাকে কর দিত। ইহাদিগের নিকট হইতে রাজা তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিতেন। ইহাই প্রাচীন লাইসেন্স টেক্স। (২)

যে ব্যক্তি বাণিজ্য কার্য্যে পটু, সর্ব্বপ্রকার বস্তুর অর্ঘ সংস্থাপনে সমর্থ, শুল্ক গ্রহণ সময়ে অগ্রে তদীয় সহায়তায় পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইত। সেই দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা যে পরিমাণে লাভ সম্ভাবনা জ্ঞান হইত, তাহারই বিংশতি ভাগের এক ভাগ শুল্কস্বরূপ রাজকর আদায় করা পদ্ধতি ছিল। মহার্ঘ বস্তুতেও কদাচ তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতেন না। (২)

যাহারা পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু বিক্রয় দ্বারা আত্মপরিবারের ভরণ পোষণ পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেপ্রকার জনগণের সমীপে তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের পঞ্চাশৎ

ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য। তাহাই রাজকরস্বরূপ। (২)

ক্ষেত্রবিশেষে, কালবিশেষে, কৃষকের পরিশ্রম বিবেচনায় ক্ষেত্রস্বামীর ব্যয় অনুসারে লভ্যের পরিমাণ বিবেচনায়, ধান্যাদি শস্যের প্রতি কোথাও লাভের ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে রাজস্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হইত। রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন না।

---

(২) বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিম্।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ অ।
যন্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্দ্বিজেভ্যো দত্ত্বার্দ্ধমর্দ্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং প্রনষ্টাধিগতং নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৩৩ ॥ ঐ।
মমায়মিতি যো ব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্‌ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা ॥ ৩৫ ॥ ঐ।
প্রনষ্টস্বামিকং রিক্থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্ব্বাক্ ত্র্যব্দাদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ ॥ ৩০ ॥
আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ ॥ ১৩১ ॥ ৭ অ।
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ ॥ ১৩২ ॥ ঐ।
শুল্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্যবিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যুরর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ ॥ ৩৯৮ ॥ ৮ অ।
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥ ১৩০ ॥ ৭ অ।

কোন গ্রামেই সমস্ত ভূমি প্রজা-বিলি হইত না। যথায় কিঞ্চিন্মাত্র ভূমিও পতিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না, তথায় অগ্রে গোচারণ নিমিত্ত উর্ব্বর ভূমি বাদ রাখিয়া প্রজা পত্তন হইত। ঐ গোচারণ ভূমির চতুঃসীমায় যাহাদিগের ক্ষেত্র থাকিত, তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রের পার্শ্বে বৃতি সংস্থাপনপূর্ব্বক ক্ষেত্র-কার্য্য সম্পাদন করিত। গোচারণ ভূমি চতুঃসীমার প্রত্যেক সীমা শতধনু পরিমিত রাখিবার রীতি ছিল। চারি হস্তে এক ধনু হয়। ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এতদপেক্ষা অল্প রাখিবার প্রথা ছিল না। গণ্ডগ্রাম বা নগরের পক্ষে তিনগুণ অধিক পরি-মিত ভূমিখণ্ড গোচারণ নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইত।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর গ্রহণ করা রীতি ছিল না বটে, কিন্তু কোন না কোনরূপে সে ব্যক্তি অবশ্য দেয় রাজস্বের নিষ্ক্রয়স্বরূপ আত্মপরিশ্রম দ্বারা তৎসাধ্য রাজ-কীয় কার্য্য সমাধা করিত। তদ্দ্বারা রাজার সাংসারিক কার্য্যের ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়া আসিত। এ পদ্ধতি অদ্যাপি অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। সেপ্রকার কার্য্যে কাহারা ব্রতী ছিল তাহা দেখিতে গেলে ইহাই জানা যায় যে সূপকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, লেথক, কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ, যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জন করে, তাহাদিগকে রাজা প্রতিমাসে এক এক দিন বিনা বেতনে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। উহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যকেই রাজস্বস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

বাস্তবাটীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন। ইহারা স্থল-

বিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরম্পরা সম্বন্ধে কেহই করভার হইতে মুক্ত নন। ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব দিতেন না বটে, কিন্তু ইঁহারা সকল কার্য্যের অগ্রে রাজপূজা করিতেন। ঐ রাজপূজাই করস্বরূপ। আরও দেখা যায়, ইঁহারা পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অগ্রে ভূস্বামীর পূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে স্বীয় অভীষ্ট পিতৃদেবের অর্চ্চনা করেন। (৩)

যদি কেহ বলেন, ভূস্বামীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ যে দান করেন, তাহা ভূপতিকে দেওয়া হয় না; তাহার মীমাংসা-স্থলে শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, তাহাতেই রাজা পরিতুষ্ট হন। বিশেষতঃ ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে, সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ দেওয়া অপেক্ষা, যথায় দিলে উপকার হয় তথায় দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রাদ্ধের অল্পপরিমিত বস্তু রাজসমীপে বস্তুমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু

---

(৩) মনু। ধনুঃশতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু॥ ২৩৭॥ ৮ অ।
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥ ৮০॥ ৭ অ।
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্জনম্॥ ১৩৭॥ ঐ।
কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥ ১৩৮॥ ঐ।

নিরন্ন ব্রাহ্মণের নিকট উহা উপাদেয় বস্তুমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, তদ্দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন হয়। ভূপতি কেবল এই দেখিবেন প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত। যখন পিতৃযজ্ঞ-করণকালেও ভূস্বামীকে স্মরণ করা রীতি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, ইঁহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্ম-নিষ্কৃতি সম্পাদন করেন।

রাজা জলৌকাসদৃশ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া অল্পে অল্পে করগ্রহণ করেন, সুতরাং কেহই অধিক করভারাক্রান্ত হইলাম ইহা মনে করেন না। রাজা যে কেবল করগ্রহণেরই অধিকারী ছিলেন এমন নহে। তিনি প্রজার ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমু-দয় বিষয় আত্মনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট পিতার তুল্য মান্য হইতেন। আচার ব্যবহার বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা রীতি ছিল। রাজা প্রজাকে আত্মপুত্র-সদৃশ জ্ঞান করিতেন।

অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম।

রাজা কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবতীয় বিষয় বিভব, ধন, মান, জাতি, আচার, ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা সৎক্রিয়া প্রভৃতি তাব-দ্বিষয়ের ভার গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় অপ্রাপ্তব্যবহার কাল পর্য্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষপূর্ব্বক তদীয় ধন আত্মধননির্ব্বিশেষে

রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মৃতপিতৃক শিশু যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান্ না হয়, তাবৎকাল নৃপতি উক্ত শিশুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। মৃতপিতৃক তরুণ ব্যক্তি যে সময়ে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে ক্ষমতাপন্ন হইত, তখন রাজা সর্ব্বসমক্ষে তদীয় হস্তে যাবতীয় গচ্ছিত ধন বৃদ্ধিসমেত প্রত্যর্পণ করিতেন। অতএব আধুনিক "Court of Ward" ইংরেজদিগের সৃষ্টি নহে। ইংরেজেরা স্বার্থপর হইয়াই অপ্রাপ্তব্যবহার ভূস্বামীর তত্ত্বাবধারণ করেন, তাঁহাদিগের রাজস্বের ক্ষতি না হয়। ভারতবর্ষীয় রাজগণের সে উদ্দেশ্য নহে। দ্বিজাতি-সন্তান স্থলে সমাবর্ত্তনবিধি পর্য্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। অন্য জাতির পক্ষে প্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত সীমা।

বেদ বেদাঙ্গের অভ্যাসে ফল জন্মিলে বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ-সমাপ্তির বিদায় গ্রহণস্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নানবিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়। (৪)

অনাথ-শরণ।

অনাথাস্ত্রীজনের প্রতিও রাজার দৃষ্টি ছিল। আর্য্য ভূপতিগণ যৎকালে ইন্দ্রিয়সুখকে একান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যখন

---

(৪) মনু। বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ॥ ২৭॥ ৮ অ।

প্রজারঞ্জনকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন, তখন ইহাঁরা আত্ম-অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ সহধর্ম্মিণীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রজার সুখবৃদ্ধি এবং আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও নিজের সুযশের দিকে ধাবিত ছিলেন। অনাথাস্ত্রীজাতিও রাজার শাসন হেতু দুশ্চরিত্রা হইতে পারিত না। উদ্ধত যুবা পুরুষও অনায়াসে আত্মস্ত্রী বিসর্জ্জন দিতে পারিত না। ইহার বিস্তার পরে প্রদর্শিত হইবে, এক্ষণে প্রক্রান্ত বিষয় আরম্ভ করা গেল।

বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তদীয় গ্রাসাচ্ছাদননির্ব্বাহযোগ্য ধন দানানন্তর বন্ধ্যা বনিতাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে, সে স্ত্রী অনাথ-শরণের অধিকারভুক্ত। যে স্ত্রীলোক অনুদ্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদিরহিত, যে স্ত্রীজন প্রোষিতভর্তৃক, যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক নাই, অথবা যে স্ত্রী রোগাদি হেতু বশতঃ কাতরা, কিংবা সামর্থ্যবিহীনা, কিন্তু সকলেই ধর্ম্মশীলা ও সাধ্বী, তাহাদিগের ধন, মান, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ভূপতিই মৃতপিতৃক বালকধনের ন্যায় রক্ষা করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই নিদেশ, ইহার অন্যথা আচরণ করিলে রাজা মহাপাতকীর মধ্যে গণ্য।

উন্মত্ত, জড়, মূক, অন্ধ, আতুরাদি ব্যক্তিবর্গ রাজার অবশ্যপোষ্যবর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে আর বিশেষ নিয়ম করিতে হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও ধন থাকিত, উহা মৃতপিতৃক শিশু-ধনের সদৃশ জ্ঞানে তৎপুত্রাদি উত্তরাধিকারীর বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। ইংরেজদিগের রাজ্যে এসকল নাই। কেবল যে

তাঁহাদিগের রাজস্বের দায়ী, তাহারই বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে হয়। যে রাজস্বের দায়ী নহে, সে মরুক বাঁচুক, সেজন্য সরকারের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর্য্যগণ সেরূপ ভাবিতেন না। তাঁহারা প্রজার মঙ্গল-কামনায় নানা-বিধ সুনিয়ম সংস্থাপন করায় রাজা শব্দটী আর্য্যগণের কর্ণে অতি সুমধুর হইয়া আছে। আর্য্যগণ উপরিকথিত নিয়ম-ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন। ইহাঁরা কদাচ কোন-রূপেই রাজভক্তি বিস্মৃত হন নাই। অদ্যাপি ইহাঁদিগের এমনি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, রাজদর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

আর্য্যগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগকে কেবল কালবিশেষ জ্ঞান করেন না। আর্য্যগণ রাজাকেই কখন সত্য যুগ, কখন ত্রেতা, কখন দ্বাপর, কখন কলি যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৫)

রাজা যখন অসলসভাবে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক স্বয়ং সমস্ত বিষয় মীমাংসা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে স্বহস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ সত্যযুগ কহা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগ আর কিছুই নহে। রাজার অবস্থা ও কার্য্যবিশেষ দ্বারা তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ যুগস্বরূপ জ্ঞান করা গিয়া থাকে।

---

(৪) মনু। বন্ধ্যাঽপুত্রাসু চৈবং স্যাৎ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ॥ ২৮॥ ৮ অ।

(৫) কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।
রাজ্ঞো বৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে॥ ৩০১॥ ৯ অ।

নৃপতি যখন আত্মকর্ত্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি বিধানে অভ্যুদ্যত, কিন্তু শারীরিক ব্যাপার বিরহিত, তখন তাঁহাকে ত্রেতাযুগ শব্দে অভিহিত করা যায়।

যখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভূপতির মনোযোগ ও প্রক্রান্ত বিষয়টিও অন্তঃকরণে জাগরূক আছে সত্য, পরন্তু কায়িক ও বাচিক ব্যাপার বিষয়ে তদীয় উৎসাহের অভাব দেখা যায়, তখন ঐ অবস্থায় ভূপতিকে দ্বাপরযুগের স্বরূপ জ্ঞান করা যায়।

রাজা যখন স্বয়ং কোন কার্য্য দেখেন না, আলস্যে কালহরণ করেন, তদীয় রাজকার্য্য অন্যদীয় সাহায্য সাপেক্ষ থাকে, এবং অন্যের মন্ত্রণা ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না, তদবস্থায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ কলিযুগ কহা যায়। (৬)

এই প্রথা অনুসারেই আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা আলস্যাদি-পরতন্ত্র হইতেন, তাঁহাদিগকে আর্য্যেরা পাপাত্মা অথবা সাক্ষাৎ কলি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ শব্দের তাৎপর্য্য কি? সত্যযুগে লোক সকল সত্বগুণের কার্য্যে আসক্ত থাকিত। ধর্ম্ম

---

(৬) মনু। কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি স জাগ্রদ্দ্বাপরং যুগম্।
কর্ম্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তু কৃতং যুগম্ ॥ ৩০২ ॥ ৯ অ।
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতি বর্ত্ততে ॥ ৮১ ॥ ১ অ।
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ ॥ ৮২ ॥ ১ অ।
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥ ৩৮ ॥ ১২ অ।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সত্ত্বগুণের লক্ষণ অনুমান করা যায়। ত্রেতাযুগে রজোগুণ প্রবেশ করিল। তখন অর্থ-চিন্তা জন্য ধর্ম্ম একপাদ অন্তরে গেলেন। অধর্ম্ম রজোগুণের সহায়তায় ত্রেতাযুগে লোকের অন্তঃকরণে একপাদ স্থান প্রাপ্ত হইল। দ্বাপরে তমোগুণ আসিল, তৎসাহায্যে লোকের মনে অধিকরূপে কামপ্রবৃত্তি জন্মিল, তখন ধর্ম্ম দ্বিপাদ অন্তরে থাকিলেন। কলিযুগে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু অসৎপ্রবৃত্তির আতিশয্য হইল, তজ্জন্য ধর্ম্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপসৃত হইতে হইল। এই কারণেই ঋষিগণ রাজাকে যুগচতুষ্টয় স্বরূপ কহিয়াছেন।

আর্য্যগণ কোন্ জাতির পক্ষে কিরূপ কার্য্যকে পরম ধর্ম্ম কহিয়াছেন, তাহার নির্দ্ধারণে এই দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান-লাভই তপস্যা ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। রাজ্যরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। বার্ত্তাগ্রহণই বৈশ্যের পক্ষে পরমপুরুষার্থ প্রধান ধর্ম্ম ও কার্য্য। শূদ্র জাতি একমাত্র সেবা দ্বারা পরমার্থ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনই ব্রাহ্মণের, রাজ্যপালনই ক্ষত্রিয়ের, বার্ত্তাগ্রহণই বৈশ্যের, ও সেবাধর্ম্মই শূদ্রদের, তপস্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব স্বীয় স্বীয় জাতিধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; অকরণে প্রত্যবায় ও পাপ জন্মে। জাতিধর্ম্ম ক্রমশঃ দেখান যাইবে। (৭)

---

(৭) ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্ ॥২২৬॥ মনু। ১১ অ।

শাসন-প্রণালী।

ভারত-ভূমির অদৃষ্ট যে কালে সুপ্রসন্ন ছিল, তৎকালে ইহার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইত, সর্ব্বদিকই সুন্দর দৃশ্যে পরিপূর্ণ বোধ হইত। পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ সমস্ত ধরাতলে অগ্রগণ্য ছিলেন। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন পাপের আধিক্য হইতে লাগিল, অমনি তাহার নিবৃত্তি-চেষ্টায় সকলেই তন্মনস্ক হইলেন।

ভিন্নদেশীয় ও আধুনিক সভ্যজাতির চক্ষে যাহা সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, ভারতবর্ষীয়দিগের নয়নপথে সেগুলি সেপ্রকার সামান্য অপরাধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নয়। ইহাঁদিগের নিকট অকার্য্য-চিন্তা, কুকর্ম্ম, কুপরামর্শ, কুসঙ্গ, কুব্যবহার মাত্রই দোষজনক। দোষমাত্রই পাপোৎপত্তির মূল।

ইহাঁরা পাপে রত না হইতে পারেন, এই কারণে শাস্ত্রকারেরা আত্মা ও মনকে সকল কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ কহিয়াছেন। (১) এই জাতির ধর্ম্মোপদেশকগণ মনুষ্যদিগকে শাস্ত্রের নিয়মাধীন করিয়া সংসার রক্ষার নিমিত্ত সমাজঘটিত যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি অদ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

ইহাঁদিগের বিচারপ্রণালীর কতিপয় বিষয় পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এক্ষণে ব্যবহার-সংহিতার নিয়মানুসারে কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ, ও তত্তৎকার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে অথবা অজ্ঞানকৃত হইলে কিরূপ দোষ ঘটে, ও সেই দোষগুলি কিপ্রকার পাতকে পরিণত হয়, এবং তাহার দণ্ডই বা কতদূর হইয়া থাকে, ইত্যাদি

(১) আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥ ৮৪ ॥ মনু। ৮ অ।

বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে দণ্ডনীতিঘটিত বিষয়ের তাবৎ কার্য্য ও শাসনপ্রণালী জানা যায়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বিচার-প্রণালীর বিষয় একপ্রকার বলা হইয়াছে। কিন্তু মকদ্দমার আপীলের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাঁহাদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থ আপীলের কথা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বিচারকালে যদি অভিযোক্তা অথবা প্রতিযোগী ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগাদি পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনর্বিচার হইতে পারে। প্রাড়্বিবাকাদিকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত বিচারের প্রকৃত দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিলে পুনর্বিচার-স্থলে অভিযোগটী পুনর্নিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত না। পুনর্বিচার দর্শন কালে রাজাকে বিচারাসনে উপস্থিত থাকিতে হইত। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে পুনর্বিচার স্থগিত থাকিত। প্রথম ধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পন্ন বিচারে দোষ দৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধিকরণের মতানুসারে নৃপতিকর্ত্তৃক প্রথম বিচারকের দণ্ডবিধান করা রীতি ছিল। (২)

---

(২) অসদ্বিচারে তু বিচারান্তরমাহ নারদঃ।

অসাক্ষিকন্তু যদ্দৃষ্টং বিমার্গেণ চ তীরিতম্।

অসম্মতমতৈর্দৃষ্টং পুনর্দর্শনমর্হতি ॥

অসাক্ষিকমিত্য প্রামাণিকোপলক্ষণম্।

তথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্নৃপেণ তু।

সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥

তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র কচন যস্তবেৎ।

নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদিগের সমাজের এক জন দোষ করিলে, সমাজের সমস্ত লোককে দোষী ও পাপলিপ্ত জ্ঞান করা যায়।

ইহাঁরা এমনি তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ছিলেন যে, মন্দ কর্ম্মমাত্র ইহাঁদিগের ঘৃণার বিষয় ছিল। কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, পাপচিন্তাকেও মনে স্থান দিতেন না। এমন এককাল গিয়াছে, যে কালে পাপী ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনেও ভারত-বর্ষীয় আর্য্যজাতির অধঃপতন ও নরকভোগ জ্ঞান হইত। এখন সে কাল কোথা গেল!—দ্বিতীয় যুগে পাপীর সংস্পর্শে মনুষ্যের পাপ লেখে। ক্রমে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তৃতীয় যুগে পাপীর অন্নভক্ষণে পাপজননের বিধি হইল। চতুর্থ যুগে কুকর্ম্মকরণ দ্বারাই পাপোৎপত্তির বিধি থাকিল বটে, কিন্তু সংস্কারের গুণে, উপদেশের গুণে, সমাজের প্রথানুসারে, পাপীর সঙ্গে কথোপকথনাদি চতুর্ব্বিধ বিষয়ই সর্ব্বকালে আর্য্যজাতির নিকট পাপজনক বলিয়া নির্ণীত আছে। ভারতবর্ষীয়েরা পাপ-কার্য্যকে এরূপ ভয় করেন, পাপপঙ্ক ইহাঁদিগের শরীর ও মনকে এরূপ কলুষিত করে, বোধ করেন যে ইহাঁরা পাপক্রিয়ার ধ্বনি শুনিতেও ইচ্ছা করেন না। ইহাঁদিগের অন্তরাত্মাই ইহাঁদিগের পাপপুণ্যের সাক্ষী। সত্যকালে দেশমধ্যে কোন ব্যক্তি পাপপঙ্কে পতিত হইলে ধার্ম্মিক লোকেরা সে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। ত্রেতাযুগে পতিত ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিত সে গ্রামে ধার্ম্মিকগণ বাস করিতেন না। দ্বাপরে পাপী ব্যক্তি ও তৎসংসৃষ্ট লোকমাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা রীতি ছিল। কলিতে কথোপকথনে তাদৃশ দোষ না হউক, কিন্তু পারগপক্ষে

সখ্য, আদান, প্রদান ও অন্নভোজনে দোষ জন্মে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এস্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত বলিতে হইবে। পাপীকে এই প্রকারে ঘৃণা করাতে আর্য্যসমাজে দোষ প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং বৃথা অভিযোগ হইত না। সত্য অভিযোগের সত্য মীমাংসা হইত বলিয়া আপীলের স্থল থাকিত না। (৩)

অভিযোগের পূর্ব্বে যে প্রকারে শপথ ও দিব্য করান হইত, তাহার নিয়মে এই জানা যায় যে, স্বল্পকারণে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান্ পুরুষ, সবন্ধু ব্যক্তি ও পুত্রবতী নারী-দিগকে পুত্রের মস্তক স্পর্শ অথবা প্রিয়ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। বৈশ্যজাতিকে শপথ করাইতে হইলে, গোরু, শস্য ও কাঞ্চন দ্বারা শপথ করানই প্রকৃত শিষ্টাচার ছিল। ক্ষত্রিয়জাতিকে শপথ করাইতে হইলে, সত্য বল, মিথ্যা বলিও না, পাপ হইবে, এইরূপ কহিতে হইত। ব্রাহ্মণকে শপথ করাইবার সময় কি জান, যথার্থ বল, এইমাত্র বলিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার পাতক দ্বারা শপথ করান রীতি প্রচলিত ছিল।

দিব্যবিষয়ে—দেবতা, ব্রাহ্মণ, বাহন, অস্ত্র, গো, বৃষ, বীজ

---

(৩) কৃতে পততি সম্ভাষাৎ ত্রেতায়াং স্পর্শনেন তু।
দ্বাপরে ভক্ষণে তস্য কলৌ পতিতকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৫ ॥
কৃতে তু লিপ্যতে দেশস্ত্রেতায়াং গ্রাম এব চ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কলৌ কর্ত্তা বিলিপ্যতে ॥ ২৬ ॥ পরাশর ১ অ।

ও সুবর্ণাদি দ্বারা দিব্য করান যায়। লোকসমাজে ও বিচারাসনের সম্মুখে এইরূপে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের অপলাপ পুরঃসর কোন্ ব্যক্তি অসত্য কহিতে সাহসী হন? যিনি মিথ্যাকথনে অথবা ছলে সাহসী হন, তাঁহারও আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, মুখভঙ্গী ও বিকৃত স্বরাদি দ্বারা তাঁহার মিথ্যাকথন প্রকাশ পায়। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সংসারমধ্যে অতি অপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড আছে, সে দণ্ড স্থলবিশেষে অতি ভয়ানক; বিশেষতঃ হিন্দুজাতিরা লঘু পাপেও গুরুদণ্ড করিতেন বলিয়া কেহ নিতান্ত মর্ম্মান্তিক পীড়া না পাইলে কাহারও বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ করিত না।

শপথ ও দিব্য অদ্যাপি পল্লীগ্রামমাত্রে প্রচলিত আছে। উহা দ্বারা স্ত্রীলোকের কলহ, বালকগণের বিবাদ ও অজ্ঞলোকের বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয় না। (৪)

বিচারকার্য্য সুচারুরূপে, যথার্থরূপে ও ন্যায়ানুসারে না

---

(৪) গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেবং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥
দেবব্রাহ্মণপাদাংশ্চ পুত্রদারশিরাংসি চ।
এতে তু শপথাঃ প্রোক্তা মনুনা স্বল্পকারণৈঃ।
সাহসেষপি শাপে চ দিব্যানি তু বিশোধনম্॥
বৃহস্পতি-সংহিতা।
শপথপ্রকারমাহ নারদঃ।
সত্যবাহনশস্ত্রাণি গোবীজকনকানি চ।
স্পৃশেচ্ছিরাংসি পুত্রাণাং দারাণাং সুহৃদাস্তথা॥
দিব্যতত্ত্বধৃতবচন।

হইলে পাপ জন্মে, ঐ পাপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া প্রথম পাদপরিমিত অংশ রাজার স্কন্ধে নির্ভর করে। দ্বিতীয় পাদপরিমিত ভাগ বিচারকের শরীর ও মনকে স্পর্শ করে। তৃতীয় পাদাংশ সাক্ষীকে আক্রমণ করে। চতুর্থ পাদপ্রমাণাংশ অভিযোক্তাকে আশ্রয় করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিচারকার্য্যের দোষে প্রকৃত পাপকারীর স্কন্ধ হইতে পাপের ৃ অংশ বিচারক, নৃপতি ও সাক্ষীর স্কন্ধে পতিত হইতেছে। এই জ্ঞানটী সুদৃঢ় থাকাতেই সর্ব্বত্র সুবিচারই দেখা যাইত, অবিচার প্রায়ই দেখা যাইত না। (৫)

আর্য্যজাতির মতে ব্যবহারকাণ্ড চারিভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম পাদ পূর্ব্বপক্ষ। উত্তরপক্ষকে দ্বিতীয় পাদ ধরা যায়। ক্রিয়াকে তৃতীয় পাদ কহা গিয়া থাকে। নির্ণয় দ্বারা ব্যবহারকাণ্ডের চতুর্থ পাদ নির্দ্ধারিত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বাদীর কথাগুলি পূর্ব্বপক্ষ, প্রতিযোগী ব্যক্তির প্রতিবচনগুলি উত্তরপক্ষ, লেখ্য ও সাক্ষীর বচন প্রমাণাদি ক্রিয়াপক্ষ, নিষ্পত্তিকে নির্ণয়পক্ষ কহা গিয়া থাকে। (৬)

---

(৫) পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমিচ্ছতি।
পাদং সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদো রাজানমিচ্ছতি ॥ ৮ ॥ মনু ৩ অ।
রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥
ব্যবহারতত্বধৃত মনু নারদ বোধায়ন হারীত বচন।

(৬) পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
বৃহস্পতিসংহিতা।

বিচারদর্শনের কাল নির্দ্ধারণ।

দিবসের প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইলেই বিচার কার্য্য আরম্ভ হইত। চতুর্থ যাম পর্য্যন্ত বিচারদর্শনের সীমা। ইহা-দ্বারা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হয়, যে, দিবা দুই প্রহর অতি-বাহিত হইলে সেদিন আর নূতন অভিযোগের বিষয় শ্রুত হইত না। কিন্তু কার্য্যবিশেষে, স্থলবিশেষে ও বিষয়বিশেষে নূতন অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারিত। কার্য্যের লাঘব, গৌরব ও অবস্থা বিবেচনায় সেদিন উহা উপেক্ষিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে উহার বিষয় বিবেচিত হইত। পূর্ব্বোপস্থিত বিষয় বলিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাত হইত না। ইহাঁদিগের বিধান সংহিতায় সামান্য নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ইহাঁরা স্থল বিশেষে নিয়ম সঙ্কোচ ও বিস্তার করিতে পারিতেন। (১)

তামাদি (অর্থাৎ কালাতিক্রম দোষ) সম্বন্ধে হিন্দুজাতিরা স্বল্প-কালে কোন ব্যক্তির স্বত্ব ধ্বংস করিতেন না। ধন-সম্বন্ধের অভিযোগে ন্যূনকল্পে দশ বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে কালাত্যয় দোষ ঘটিত না। ধনস্বামীর সমক্ষে কোন ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে দশ বৎসর কাল ধনাদি উপভোগ না করিলে তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভূমিবিষয়ে স্বামীর সমক্ষে নির্ব্বিবাদে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপভোগ প্রমাণ না করিতে পারিলে ঐ ভূমিবিষয়ে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মিত

---

(১) দিবসস্যাষ্টমং ভাগং মুক্ত্বা ভাগত্রয়ন্তু যৎ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ স্মৃতঃ॥ কাত্যায়ন।
অষ্টমযামাদ্যর্দ্ধপ্রহরং ভাগত্রয়ং প্রহরদ্বয়পর্য্যন্তম্। ব্যবহারতত্ত্ব।

না। সুতরাং ভূমিবিষয়ে বিংশতি বর্ষ পরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে উপভোক্তার স্বত্ব হইবার সম্ভাবনা থাকিত। বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে অভিযোগ ঘটিলে যাহার ভূমি তাহারই হইত। (২)

পরোক্ষে যদি কোন ব্যক্তি তাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির ধন এবং ভূম্যাদি উপভোগ করিয়া থাকেন, যাহাদিগের বস্তু তাহারা যদি তিন পুরুষ মধ্যে কোন বিবাদ উত্থাপন না করে, তবে ঐ বস্তুতে উপভোক্তার স্বত্ব হয়। পরন্তু জ্ঞাতি, বন্ধু, সকুল্য, জামাতা, শ্রোত্রিয়, রাজা ও রাজমন্ত্রী যদি বহুকাল উপভোগ করেন, তথাপি অন্যের বস্তুতে ইহাঁদিগের স্বামিত্ব জন্মে না। যাহার বস্তু তাহারই স্বত্ব থাকে। এরূপ ব্যক্তির উপভোগে প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্বধ্বংস হয় না। (৩)

---

(২) পশ্যতোঽব্রুবতো হানির্ভূমের্বিংশতিবার্ষিকী।
পরেণ ভুজ্যমানস্য ধনস্য দশবার্ষিকী॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

ভুক্তিস্ত্রৈপুরুষী সিধ্যেৎ পরোক্ষা মাত্র সংশয়ঃ।
অনিবৃত্তে সপিণ্ডত্বে সকুল্যানাং ন সিধ্যতি॥
বিবাহ্যশ্রোত্রিয়ৈর্ভুক্তং রাজামাত্যৈস্তথৈব চ।
সুদীর্ঘেণাপি কালেন তেষাং সিধ্যেৎ ন তদ্ধনম্॥
অশক্তালসরোগার্ত্তবালভীতপ্রবাসিনাম্।
শাসনারূঢ়মন্যেন ভুক্তাভুক্তং ন হীয়তে॥ বৃহস্পতিসংহিতা।

(৩) সমাভিবান্ধবৈর্বাপি ভুক্তং যৎ স্বজনৈস্তথা।
ভোগাৎ তত্র ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ ভোগমন্যেষু কল্পয়েৎ॥
ন ভোগঃ কল্পয়েৎ স্ত্রীষু দেবরাজধনেষু চ।
বালশ্রোত্রিয়বৃদ্ধেন প্রাপ্তে চ পিতৃতঃ ক্রমাৎ॥ কাত্যায়নসংহিতা।

অশক্ত, জড়, রোগার্ত্ত, বালক, ভীত ব্যক্তি, প্রবাসী জন এবং রাজকার্য্যে নিয়োগ হেতু ভিন্নদেশস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষেই হউক অথবা পরোক্ষেই হউক,উপভোগ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির বস্তুতে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে ধনস্বামীর সমক্ষে যদি উপভোগ প্রমাণ হয়, তবে উপেক্ষা নিবন্ধন সে বস্তুতে উপভোক্তারই স্বামিত্ব হয়, প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্ব লোপ পাইয়া থাকে।

স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়ে কিপ্রকারে ভোগাদির দ্বারা স্বত্ব নাশ হয়, উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মে, ইহা নির্ণীত হইলে বিচারপদ্ধতির নিয়ম স্থিরীকৃত হইতে পারে। বিধান-সংহিতা পরিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীযুক্ত হইলে বিচারকার্য্যের সুবিধা হয়, এই কারণে প্রথমে বিধান-সংহিতার স্থূল স্থূল নিয়মগুলি বলা উচিত। তদনুসারে অগ্রে লিপির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

দেখ, মানুষমাত্রেরই ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে; বিশেষতঃ অলিখিত বিষয় ষাণ্মাসিক কাল পর্য্যন্ত আলোচিত না হইলে উহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়। এই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বিধাতার সৃষ্ট অক্ষরকেই বাক্যের প্রতিনিধি করিয়াছেন। অক্ষর দর্শন মাত্র সর্ব্ববিষয় স্মরণপথে উদিত হয়। অক্ষর দ্বারা সমস্ত বিষয়গুলি চিত্রিত ছবির ন্যায় দেদীপ্যমান দেখা যায়। যতকাল লিখিত পত্রখানি থাকে, তাবৎকালমধ্যে সে বিষয়ের

দায়সীমাদাসধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ ন ভোগেন প্রণশ্যতি॥

নারদসংহিতা।

কোন অঙ্গের বিকলতা ঘটিতে পারে না। কোন বিষয়েই বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই কারণে আর্য্যগণ বর্ণাবলীর নাম অক্ষর রাখিয়াছেন। অক্ষর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলে ইহাই বোধ হয় যে, যাহার ক্ষয় নাই তাহাকেই অক্ষর শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

পত্রারূঢ় লেখ্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। পত্রশব্দে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, তাড়িত পত্র ধরা গিয়া থাকে।

লেখ্য-ভেদ।

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তরদানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত। তাহাকে তাম্রশাসন অথবা তাম্রপত্র বলা গিয়া থাকে। ঐ দানপত্রে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই নাম, গোত্রাদি এবং পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিজনিত যশোগীত, দানের কাল, পরিমাণ ও সীমাদির উল্লেখ থাকে। তাম্রফলকের অভাবে তৎপরিবর্ত্তে পটে লিখিত হইত। বোধ হয় ঐ পট আর কিছুই নহে, কাষ্ঠময় ফলকবিশেষ। যেহেতু বিচার নিষ্পত্তি কালে জয়পত্রের পাণ্ডুলেখ্য কাষ্ঠময় ফলকে লিখনপূর্ব্বক সভ্যগণকর্ত্তৃক বিবেচিত হইত। কাষ্ঠফলকের ব্যবহার অদ্যাপি ব্যবসাদার লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে (সাঁপ্‌ড়ি)। প্রস্তরফলকে দেবপ্রতিষ্ঠাদির বিষয় ক্ষোদিত হইত, এক্ষণেও হইয়া থাকে। (৪)

---

(৪) ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সঞ্জায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥
বৃহস্পতিসংহিতা।

পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥
ব্যাসসংহিতা।

মৌখিক বাক্য অপলাপ হইতে পারে, লিখিত বাক্য সহজে অপহ্নব করিবার সাধ্য থাকে না—সুতরাং ব্যবহার-বিষয়ে লিখিত প্রমাণই মৌখিক বাক্য অপেক্ষা গৌরবান্বিত।

দানলেখ্যের সাধারণ নাম দানপত্র; তাম্রফলকে লিখিত হইলে শাসনপত্র কহা যায়। নৃপতি কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অথবা কোন বীরের প্রতি তাহার শৌর্য্যাদিগুণে পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করেন এবং পরিতোষিক দানের প্রমাণস্বরূপ যে লিখিত পত্র দেন, তাহাকে প্রসাদপত্র কহা যায়। ইহাকেই এক্ষণকার Pension ধরা যাইতে পারে। বিচার নিষ্পত্তি করিয়া জয়ী ব্যক্তিকে যে লেখ্য দেওয়া গিয়া থাকে, তাহারই নাম জয়পত্র। দায়াদগণ অথবা যাহার সঙ্গে বিভাগের সম্ভাবনা থাকে, তাহারা পরস্পর যে লেখ্যকে বিভাগ-ক্রিয়ার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাকে বিভাগপত্র কহা যায়। ক্রয় বিক্রয় স্থলে উভয় পক্ষের যে লেখ্য প্রস্তুত হয়, উহার প্রথম পক্ষ লেখ্যকে ক্রয়লেখ্য, দ্বিতীয় পক্ষ লেখ্যকে বিক্রয় বা সম্মতি লেখ্য কহা গিয়া থাকে। বন্ধক রাখিয়া উভয় পক্ষ হইতে যে লেখ্য আদান প্রদান হয়, উহার মধ্যে উত্তমর্ণের দত্ত লেখ্যকে সম্মতি-পত্র, অধমর্ণের প্রদত্ত পত্রকে আধিলেখ্য নামে কহা যায়। (৫)

---

(৫) দত্ত্বা ভূম্যাদিকং রাজা তাম্রপত্রেঽথবা পটে।
শাসনং কারয়েৎ ধর্ম্ম্যং স্থানবংশাদিসংযুতম্॥
সেবাশৌর্য্যাদিনা তুষ্টঃ প্রসাদলিখিতন্তু তৎ।
যদ্‌ বৃত্তং ব্যবহারেষু পূর্ব্বোপক্ষোত্তরাদিকম্।
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেঽখিলং লিখেৎ॥

প্রজাবর্গ রাজশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া রাজার নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা-পত্র দেয়, তাহার নাম সংবিৎ-পত্র। প্রভুর সেবা শুশ্রূষা করিবে বলিয়া দাস প্রভুর নিকট যে লেখ্য প্রদান করে, তাহার নাম দাস-লেখ্য। অধমর্ণ ঋণ লইয়া উত্তমর্ণকে যে লেখ্য দেয়, তাহার নাম কুসীদ-লেখ্য অথবা ঋণ-লেখ্য। রাজা প্রজাকে, প্রভু ভৃত্যকে এবং উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যে লেখ্য দেন, তাহার নাম সম্মতি-পত্র।

কুসীদ বা বৃদ্ধি।

তাম্রাদি-ঘটিত কথার সবিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রে উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, ঋণ, সুদ, গচ্ছিত এবং লেখন-প্রকারাদি নির্ণয়

ভ্রাতরঃ সংবিভক্তা যে অবিরোধাৎ পরস্পরম্।
বিভাগপত্রং কুর্ব্বন্তি ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে॥
গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীত্বা তুল্যমূল্যাক্ষরান্বিতম্।
পত্রং কারয়তে যত্তু ক্রয়লেখ্যং তদুচ্যতে॥
জঙ্গমং স্থাবরং দত্বা বন্ধং লেখ্যং করোতি যৎ।
গোপ্যভোগ্যক্রিয়াযুক্তম্ আধিলেখ্যং তদুচ্যতে॥ বৃহস্পতিসংহিতা।
ভূমিং দত্বা তু যঃ পত্রং কুর্য্যাৎ চন্দ্রার্ককালিকম্।
অনাচ্ছেদ্যমনাহার্য্যং দানলেখ্যং তদুচ্যতে॥
গ্রামো দেশশ্চ যঃ কুর্য্যাৎ মতং লেখ্যং পরস্পরম্।
রাজাবিরোধিধর্ম্মার্থে সংবিৎপত্রং বদন্তি চ॥
ধনং বৃদ্ধ্যা গৃহীত্বা তু স্বয়ং কুর্য্যাচ্চ কারয়েৎ।
উদ্ধারপত্রং তৎ প্রোক্তং ঋণলেখ্যং মনীষিভিঃ॥ বৃহস্পতিসংহিতা।

করা আবশ্যক। ঋণদাতাকে আর্য্য জাতির ভাষায় উত্তমর্ণ কহা যায়। ঋণী ব্যক্তির উপাধি অধমর্ণ। যাবৎপরিমিত বস্তু ঋণ দেওয়া যায়, তাহার নাম মূল। যাহা বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম সুদ অথবা কুসীদ। কুসীদ শব্দে মন্দ পথ বুঝায়। শাস্ত্রানুসারে ঋণের বৃদ্ধি গ্রহণ অতিশয় নিন্দনীয়, এই কারণে সুদের নাম কুসীদ হইয়াছে। সুদ ব্যবসায়ীকে কুসীদজীবী বলে। এই ব্যবসায়টী বৈশ্য জাতির নিজস্ব স্বরূপ, ইহাতে ঐ জাতির পাপ জন্মে না।

পুরাকালে অর্থ-ব্যবহারে কদাচ দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু ধান্য বৃদ্ধি পক্ষে তামাদি কালের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সুদের বৃদ্ধি ধরিলেও প্রত্যেক বর্ষে শতাংশের পাঁচ অংশের অধিক পাইতেন না। শেষ কল্পে মূল ও বৃদ্ধি উভয় ধরিয়া দ্বিগুণের অধিক দেওয়া যাইত না। যাঁহারা বর্ষে বর্ষে অথবা মাসে মাসে বৃদ্ধি গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা চক্রবৃদ্ধি অথবা কাল-বৃদ্ধি পাইতেন না। বৃদ্ধির বৃদ্ধিকে চক্রবৃদ্ধি শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ঋণী ব্যক্তি স্বীকারপূর্ব্বক না লিখিয়া দিলে উত্তমর্ণ নিজ ইচ্ছায় চক্রবৃদ্ধি গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিলেন না। কায়িক শ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি পরিশোধ হয়, তাহার নাম কায়িকা। মাসে মাসে দেয় সুদকে কালিকা বলা যায়। সময় বিশেষে নির্দ্দিষ্ট কালে যে ঋণ শোধ হয়, তাহার নামও কালিকা। ইহাকেই কিস্তিবন্দি বলা যায়। (৬)

---

(৬) কুসীদবৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রামতি পঞ্চতাম্ ॥ ১৫১ ॥

আপৎকাল ভিন্ন চক্রবৃদ্ধি কদাপি গ্রাহ্য নহে। এই বৃদ্ধির অঙ্গীকারপত্র বিলক্ষণরূপ প্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বিগুণের অধিক সুদ লইতে পারগ হয়েন না। কিন্তু ঋণী কর্তৃক লিখিত প্রমাণ থাকিলে অধমর্ণের নিকট হইতে তদঙ্গীকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে। (৭)

ব্যবসার স্থলে মূলধনের পরিমাণ ও সুদের কথা। লাভের অংশের উল্লেখ না থাকিলে ধনস্বামী লাভাংশের অশীতিভাগ ও শ্রমকারী লাভাংশের বিংশতি ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। যাহারা ব্যবসায়ে সুদ গ্রহণ করে, তাহারা ধর্ম্মানুসারে শতাংশের দুইভাগ সুদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। (৮)

কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি ॥ ১৫২ ॥
নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকা চ যা ॥ ১৫৩ ॥ মনু। ৮ অ।
কায়িকা কায়সংযুক্তা মাসগ্রাহ্যা চ কালিকা।
বৃদ্ধের্বৃদ্ধিশ্চক্রবৃদ্ধিঃ কারিতা ঋণিনা কৃতা ॥
ভাগো যদ্দ্বিগুণাদূর্দ্ধং চক্রবৃদ্ধিশ্চ গৃহ্যতে।
পূর্ব্বে চ সোদয়ং পশ্চাৎ বার্দ্ধুষ্যং তদ্বিগর্হিতম্ ॥ বৃহস্পতিসংহিতা।

(৭) ঋণিকেন কৃতা বৃদ্ধিরধিকা সংপ্রকল্পিতা।
আপৎকালে কৃতা নিত্যং দাতব্যা কারিতা তথা।
অন্যথাকরিতা বৃদ্ধির্ন দাতব্যা কথঞ্চন ॥ কাত্যায়ন।

(৮) বশিষ্ঠো বিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্দ্ধিনীম্।
অশীতিভাগং গৃহ্নীয়াম্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকং শতে ॥ ১৪০ ॥

প্রণয়হেতু প্রিয় ব্যক্তিকে ঋণ দিলে যাবৎ বৃদ্ধি গ্রহণের উল্লেখ না হইবে তাবৎকাল বৃদ্ধি থাকিবে না। যখন বৃদ্ধি যাচ্ঞা করিবেন তদবধি বৃদ্ধি পাইতে পারেন। যদি উত্তমর্ণ যাচ্ঞা করিয়াও সুদ প্রাপ্ত না হয়েন, তবে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারেন না। (৯)

কথাপ্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা অতীব আবশ্যক জ্ঞান হইল। আর্য্যজাতির নিকট কাহারও চাকুরী তামাদি হইত কি না? বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী অসুস্থতা অথবা বার্দ্ধক্যাদি হেতু বশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইলে বেতন পাইতেন কি না? তাঁহাদিগের কর্ম্মে তাঁহাদিগের পুত্রাদির উত্তরাধিকারিত্ব জন্মিত কি না?—তাহার নির্দ্ধারণে এই জানা যায় যে বিশ্বস্ত ও প্রিয় কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কেবল পীড়া-কালে বেতন পাইত এমন নয়, অক্ষম অবস্থায় পূর্ণ মাত্রায় যাবজ্জীবন বৃত্তি ভোগ করিত। সম্ভাবনা স্থলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চাকুরী ও নিষ্কর ভূমি উপভোগ করিতে পাইত। (১০)

পাঠক মনে করিবেন আর্য্যজাতি ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন

দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্লানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী ॥ ১৪১ ॥ মনু। ৮ অঃ।

(৯) প্রীতিদত্তং ন বর্দ্ধেত যাবন্ন প্রতিযাচিতম্।
যাচ্যমানং ন দত্তঞ্চেদ্বর্দ্ধতে পঞ্চকং শতম্ ॥ বিষ্ণুবচন।

(১০) আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনম্ ॥ ২১৬॥ মনু ৮ম অধ্যায়।

করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন; তাহা নহে। পাঠক, তুমি সভ্য হইতে ইচ্ছা কর? যাহারা রাজপথ কুৎসিত করে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে মানস করিয়াছ? স্থলবিশেষে কাহারও কি দোষ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ কর? তুমি হাতুড়ে বৈদ্যের ও গণ্ডমূর্খের চিকিৎসা নিবারণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ? ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী(ফড়ে)দিগকে শাস্তি দিতে কি বাসনা কর? কেন না তাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য মধ্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিশাল দিয়া মন্দ করে, তদ্দ্বারা লোকের পীড়া জন্মে। তুমি যাহার জন্য এত দুঃখিত, সেগুলি আর্য্যজাতির চক্ষে অগ্রেই দোষ বলিয়া পতিত হইয়াছিল।

গর্ভিণী, রোগী, ও বালক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি অনাপৎকালে রাজমার্গ অপরিষ্কৃত করিত, তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে রাজপথ পরিষ্কৃত করিতে হইত, তৎপরে স্থলবিশেষে তাহার দুই পণ বরাটক (কৌড়ী) দণ্ড হইত। গর্ভিণী, বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তি ঐ প্রকার কুব্যবহার আর না করে, এজন্য তিরস্কৃত হইত। (১১)

চিকিৎসকের দ্বারা পশুসম্বন্ধে অমঙ্গল ঘটিলে প্রথম সাহস, মানুষের পক্ষে অমঙ্গল ঘটিলে দ্বিতীয় সাহস দণ্ড হইত। অদূষিত দ্রব্য দূষিত করিলে দোষকারীর প্রথম সাহস দণ্ড দেওয়া

(১১) সমুৎসৃজেদ্রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্যমনাপদি।
স দ্বৌ কার্ষাপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাপি শোধয়েৎ॥ ২৮২॥
আপদ্গতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ॥ ২৮৩॥ মনু। ৯ অ।

রীতি ছিল। প্রথম সাহস দণ্ডের নাম উত্তম সাহস, ইহার পরিমাণ এক হাজার আশী পণ (অর্থাৎ ৬৩০ কাহন কৌড়ী)। ইহার অর্দ্ধেকের নাম দ্বিতীয় বা মধ্যম সাহস দণ্ড। তদর্দ্ধের নাম তৃতীয় বা অধম সাহস দণ্ড। (১২)

ভৃত্যগণের ভৃতি ও বেতন।

পাঠক, তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি বিচার প্রণালী, সাক্ষীর বিষয় ও সমাজ-প্রথা আমূল বিজ্ঞাপন করিব। এক্ষণে এই তিন বিষয়ের কিছু কিছু শ্রবণ কর। তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক পাঠ কর, দেখিবে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ কোন বিষয়েই অন্যের নিমিত্ত কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই। তুমি সভ্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ উহা কত কাল পূর্ব্বে আর্য্য-জাতিরা অভ্যাস করিয়াছেন। সাক্ষীর লক্ষণ, ব্যবসায়, আচার, ব্যবহার ও জাতি প্রভৃতি অবগত হইলে বুঝিবে, ঋষিগণ ঐ বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুসরণে কত ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন।

---

(১২) চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ।

অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষু চ মধ্যমঃ॥ ২৮৪॥

অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে তথা।

মণীনামপরাধে চ দণ্ডঃ প্রথমসাহসঃ॥ ২৮৬॥ মনু। ৯ অ।

সাশীতিপণসাহস্রো দণ্ড উত্তমসাহসঃ।

তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ॥

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচন।

প্রিয়দর্শন, অদ্য আমি তোমাদিগকে বিচারকের কর্ত্তব্য বলিব। তুমি আর্য্যজাতিকে স্বার্থপর বলিয়া বৃথা অপবাদ দিয়া থাক, তোমার সে ভ্রম দূর করিবার ইচ্ছা হয়।

দেখ, আর্য্যভূপতিগণ কাহাকেও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেন না। যে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইত তাহাকেও অসৎ-কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করিতেন। ধর্ম্মাধিকরণের অথবা বিচারাদির ব্যয়সঙ্কুলনার্থ কোনপ্রকার কৌশলাদি দ্বারা প্রজা-পীড়ন পূর্ব্বক অর্থ গৃহীত হইত না। (১)

আর্য্যজাতির নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা-পত্রের (কাগজের) মূল্য (Court Fees) দিতে হইত না। প্রতিবাদীকেও উত্তরপক্ষ সমর্থন নিমিত্ত উত্তর-পত্রের আলেখ্য জন্য পত্র-শুল্ক দেওয়ার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ইহাঁদিগের নিকট হইতে পদাতিকের বেতনাদির সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নাই।

রাজকীয় সমস্ত ভৃত্যই রাজকোষ হইতে বেতন, ভৃতি, অন্না-চ্ছাদন এবং স্থলবিশেষে চিরস্থায়ী বৃত্তিও ভোগ করিত। আর্য্য-জাতির নিকট যে ব্যক্তির কার্য্য সুখকর, হিতকর ও প্রিয়তর বোধ হইত, সে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থা অথবা অন্য কোন হেতু বশতঃ প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে তদীয় পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপের পুরস্কার প্রাপ্ত হইত।

---

(১) শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধঞ্চ ভূতানামহিতঞ্চ যৎ।
ন তৎ প্রবর্ত্তয়েদ্রাজা প্রবৃত্তঞ্চ নিবর্ত্তয়েৎ॥ মনু ও কাত্যায়ন।

পুরস্কার বা পেনসান(২)—এ বিষয়টী রাজার প্রসন্নতা অথবা ইচ্ছার উপর অধিক নির্ভর করিত না। রাজনীতির নিয়মানুসারেই বাধ্য ভৃত্য ও কর্ম্মচারী মাত্রেই রাজদত্ত সম্মানের সহিত বৃত্তি উপভোগ করিতে অধিকারী ছিলেন। সুতরাং কেহই অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিত, এবং বিশুদ্ধ ও হিতকর বস্তু অবিশুদ্ধ ও অহিতকর করিত, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহাকে স্বরাজ্যবহিষ্কৃত করিতেন। যিনি রাজোপাধি পাইতেন, তিনি ভূমিশূন্য ভূপতি হইতেন না।

রাজার নিকট সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অসৎকার্য্যের তিরস্কার আছে বলিয়াই অতি তুচ্ছ পদস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ পদাতিকেরাও অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট কিঞ্চিন্মাত্র লালসা রাখিত না। (৩)

রাজভৃত্য যদি তাহাদিগের ভরণপোষণ জন্য বিচারকের নিকট অভিযোগ করিত, ধর্ম্মাধিকরণ অমনি মুক্তহস্তে তাহার পক্ষে অনুকূল নিষ্পত্তি (ডিক্রী) দিতেন। আর্য্যেরা জানিতেন ভৃত্যবর্গ অবাধ্য হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং বেতনাদির বিষয়ে বড় গুণনিষ্ঠ ছিলেন। সামান্য ভৃত্যেরা

---

(২) কচ্চিৎ পুরুষকারেণ পুরুষঃ কর্ম্ম শোভয়ন্।
লভতে মানমধিকং ভূয়ো বা ভক্তবেতনম্॥ ৫৩॥
মহাভারত—সভাপর্ব্ব, ৫ অধ্যায়।

(৩) উৎকোচকাশ্চোপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।
মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ॥ ২৫৮॥ মনু। ৯ অ।
গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্ব্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥ ২৭৪॥ মনু। ৯।

শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দাস্যবৃত্তির নিষ্ক্রয়স্বরূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে ছয় পণ হইতে এক পণ পর্য্যন্ত দৈনিক বৃত্তি পাইত। উভয় ব্যক্তিই বর্ষ মধ্যে দুইবার পরিধেয় পাইবার যোগ্য বলিয়া অভিহিত,তাহাদিগের অন্ন-সংস্থান জন্য প্রতি মাসে ধান্য প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উৎকৃষ্ট ভৃত্য ছয় মাস অন্তে ছয় জোড় কাপড় ও প্রত্যেক মাসে ছয় দ্রোণ পরিমিত ধান্য গ্রহণের অধিকারী; অপকৃষ্ট ভৃত্য মাসিক এক দ্রোণ পরিমিত ধান্য এবং ষাণ্মাসিকে এক জোড় বস্ত্র পাইত। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। এক আঢ়ীর পরিমাণ চারি পুষ্কল। আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল কহা যায়। কুঞ্চির পরিমাণ অষ্ট মুষ্টি। বঙ্গভাষায় কুঞ্চির পরিবর্ত্তে কুণিকা (খুঁচি) হইয়াছে। (৪)

মুষ্টির পরিমাণকে ন্যূনকল্পে এক ছটাক ধরিলেও এক দ্রোণে এক মণ পঁচিশ সের ধান্য ধরা যায়—বোধহয় মুষ্টিমধ্যে এতদপেক্ষা অধিক ধান্য ধরে। প্রিয়দর্শন,তুমি মনে করিতেছ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট এই দুই শ্রেণী দাস ছিল. মধ্যবিধ ভৃত্য ছিল না। তুমি কেন ভাব না, ন্যূন সংখ্যার পরিমাণ এক পণ, এক জোড় বস্ত্র, ও এক দ্রোণ ধান্য; ঊর্দ্ধ সংখ্যার পরিমাণ ছয় পণ, ছয় জোড় বস্ত্র ও ছয় দ্রোণ ধান্য পর্য্যন্ত বিচারাসন হইতে অনুকূল নির্দেশ

(৪) পণো দেয়োঽবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনম্।
ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ॥ ১২৬॥ মনু। ৭ অ।
অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলম্।
পুষ্কলানি তু চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
চতুরাঢ়কো ভবেদ্দ্রোণ ইতি কুল্লূকভট্টধৃত-মনুটীকা।

(ডিক্রী) পাইত, বস্তুতঃ মধ্যবিধ কিঙ্করের প্রতি মধ্যবিধ নিয়ম ছিল।

ভৃত্যগণের পরিচয় স্থলে উচ্চতম কর্ম্মচারিবর্গের উল্লেখ করা নিতান্ত দোষাবহ; এজন্য উহা এখানে পরিত্যক্ত হইল। স্থলবিশেষে লিখিত হইবে।

বিচার-প্রণালীর কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যের কথা উঠিয়াছে, সুতরাং প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না। পদাতিক, তুমি পরস্পরা সম্বন্ধে বিচারাসনের সামান্য সহায় মধ্যে গণ্য, কাজেই তোমাকে আসরে নামাইলাম, তুমি রাগ করিও না। এক্ষণে তোমাদিগের দোষে বিচার যত নষ্ট হয়, বোধ হয় পূর্ব্বে তাহার সহস্রাংশের একাংশও সেপ্রকার হইত না। পদাতিক, তোমরা রাজার গূঢ় চর ও চক্ষু; তোমরা সুশীল হও, এই ইচ্ছা; অন্ধ হইও না।

অভিযোগ বিষয়।

অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় বাদীকে অগ্রে দোষনির্মুক্ত প্রতিজ্ঞা, সংকারণান্বিত সাধ্য, ও লোকপ্রসিদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। ইহার বিপরীত হইলে অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না। প্রতিবাদীকেও উত্তর পক্ষ সমর্থন নিমিত্ত আহ্বান না করা বিচারাসনের রীতি ছিল না। ব্যবহার-প্রকরণে প্রতিজ্ঞা-পত্রই সার বস্তু; উহা সদোষ হইলে বাদী নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাস্ত হন। (৫)

(৫) সারস্তু ব্যবহারাণাং প্রতিজ্ঞা সমুদাহৃতা।
তদ্ধানৌ হীয়তে বাদী তত্তরাসুত্তরো ভবেৎ॥ নারদবচন।

বিচারক প্রথমতঃ দেখিবেন বাদী যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে সেগুলি প্রতিজ্ঞা-পত্রে নিঃসন্দিগ্ধরূপে লিখিত, পূর্ব্বাপরসংলগ্ন, বিরুদ্ধকারণবিনির্মুক্ত, বিরোধিবাক্যের প্রতিরোধক, অন্য প্রমাণে অকাট্য এবং লেখনটী অতি সুন্দররূপে ও স্বল্পাক্ষরে বিরচিত হইয়াছে, তবেই গ্রহণযোগ্য জ্ঞান করিবেন। এবংবিধ পক্ষ গ্রহণানন্তর প্রতিবাদীকে উত্তরপক্ষ সমর্থনজন্য বিচারাসন হইতে লেখ্য প্রেরণ দ্বারা আহ্বান করিবার রীতি নির্দ্ধারিত আছে। (৬)

বাদী যে সকল বাদ উত্থাপন করে সেই সকল বাদবাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থের নাম পক্ষ, বিচার্য্য

---

(৬) উপস্থিতে বিবাদে তু বাদী পক্ষং প্রকাশয়েৎ।
নিরবদ্যং সৎপ্রতিজ্ঞং প্রমাণাগমনম্মতম্।
দেশকালং সমাং মাসং পক্ষাহোজাতিনাম চ।
দ্রব্যসংখ্যোদয়ং পীড়াং ক্ষমালিঙ্গঞ্চ লেখয়েৎ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।
নিবেশ্য কালং বর্ষঞ্চ মাসং পক্ষং তিথিং তথা।
বেলাহ প্রদেশং বিষয়ং স্থানং জাত্যাকৃতী বয়ঃ॥
সাধ্যপ্রমাণং দ্রব্যঞ্চ সংখ্যাং নাম তথাত্মনঃ।
রাজ্ঞাঞ্চ ক্রমশো নাম নিবাসং সাধ্যনাম চ।
ক্রমাৎ পিতৄণাং নামানি লেখয়েৎ রাজসন্নিধৌ॥ কাত্যায়নসংহিতা।
প্রতিজ্ঞাদোষনির্মুক্তং সাধ্যং সৎকারণান্বিতম্।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষবিদো বিদুঃ॥ কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি
স্বল্পাক্ষরঃ প্রভূতার্থো নিঃসন্দিগ্ধো নিরাকুলঃ।
বিরোধিকারণৈর্মুক্তো বিরোধিপ্রতিরোধকঃ॥
যদা ত্বেবংবিধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ব্ববাদিনা।
দদ্যাত্তৎপক্ষসম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরম্॥ কাত্যায়ন।

বিষয় সার্থক বা নিরর্থক বিবেচনা অনুসারে দেখা কর্ত্তব্য, তদনুসারে বাদ উত্থাপন-কালে দেশ, কাল, পাত্র, বর্ষ, মাস, কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি, দিন, সংখ্যার নাম, উভয় পক্ষের নাম গোত্রাদি এবং যেরূপ পীড়ন হইয়াছিল; তৎপরে প্রতিবাদী অভিযোগ নিবারণ জন্য বাদীর প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল কি না, ইত্যাদি বিষয় সমস্ত; বিশেষতঃ সাধ্য, প্রমাণ, দ্রব্যসংখ্যা ও কিবিষয়ক অভিযোগ তৎসমুদায় প্রকাশ করিবে; এবং ঐ পত্রে উভয় পক্ষের বাসস্থান, জাতি, বয়ঃক্রম ও কাহার অধিকারে বাস, তৎসমস্ত পরিষ্কৃতরূপে ক্রমান্বয়ে লিখিত থাকিবে। (৭)

প্রতিবাদী যাবৎকালপর্য্যন্ত উত্তর প্রদান না করে, তাবৎকালমধ্যে বাদী নিজকৃত ভাষাপত্র সংশোধন করিতে অধিকারী। (৮)

উত্তর প্রদান হইলে ভাষা-পত্রের ন্যূনাধিক্য পরিহার করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকে না, প্রতিজ্ঞাপত্রকেই ভাষা-পত্র কহা যায়। ভাষা-পত্রের লেখক কায়স্থ ব্যক্তি। উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণজাতি নিরাপৎকালে অক্ষর বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ। পরীক্ষক উদাসীন বিজ্ঞ ব্যক্তি। যে ব্যক্তির সঙ্গে কোন পক্ষের কোন সংস্রব নাই তাহাকেই উদাসীন কহা যায়।

শাস্ত্রকারেরা কহেন শতরঞ্চাদি দ্যূতক্রীড়ায়, ব্রতে, যজ্ঞকর্ম্মে

(৭) বচনস্য প্রতিজ্ঞাত্বং তদর্থস্ত চ পক্ষতা।
অসঙ্করেণ বক্তব্যং ব্যবহারেষু বাদিভিঃ॥

(৮) শোধয়েৎ পূর্ব্বপক্ষন্তু যাবন্নোত্তরদর্শনম্।
উত্তরেণাবরুদ্ধস্য নিবৃত্তং শোধনং ভবেৎ॥

ও ব্যবহারাদি বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা নিজে ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না। উদাসীন ব্যক্তিরা তত্তাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পান। তাঁহাদিগের দর্শনপথে ও বুদ্ধিমার্গে অন্যের দোষ গুণ পতিত হয়। অতএব রাজদ্বারে অর্থী হইয়া উপস্থিত হইবার অগ্রে বিজ্ঞ ও উদাসীন ব্যক্তিকে ভাষা-পত্র দেখাইতে হইবে। তদীয় পরামর্শে ভাষা-পত্র পরিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। (৯)

প্রিয়দর্শন! তুমি এখানে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে, স্থলবিশেষে বাচনিক অভিযোগ হইত কি না? এবং তাহার সম্বন্ধে কিপ্রকার নিয়ম ছিল? পাঠক, এরূপ স্থলে কি হইত তাহা কি তুমি বুঝিয়াছ? এখানে প্রাড়্‌বিবাক নিজেই অর্থীর স্বভাবোক্ত বাক্যগুলি শুনিয়া লিখনপূর্ব্বক ভাষা-পত্রের প্রতিজ্ঞা, পক্ষ ও সাধ্য প্রভৃতি সংস্থাপন করিতেন। (১০) বাচনিক অভিযোগের বিষয়গুলি অগ্রে পাণ্ডুলেখ্যস্বরূপে কাষ্ঠফলকে লিখিত হইত, তৎপরে তাহা অভিযোক্তাকে শুনান হইত। ইহাই প্রসিদ্ধ রীতি। উহা শ্রবণ করিয়া অভিযোক্তা যদি স্বকীয় অনুল্লিখিত ও বিস্মৃত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে তদ্বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক ফলকস্থিত পাণ্ডুলেখ্যের বিষয়গুলি যথাক্রমে

---

(৯) শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ স্বধর্ম্মজ্ঞান্ কুরু মুদ্রাকরাহিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যবিচক্ষণান্॥ ১০॥
পরাশর—আচার-প্রকরণ।

দ্যূতে চ ব্যবহারে চ প্রবৃত্তে যজ্ঞকর্ম্মণি।
যানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ কর্ত্তা তানি ন পশ্যতি॥ ব্যাসসংহিতা।

(১০) পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽথ লেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥ কাত্যায়ন।

প্রতিলিপি হইত। তদ্দৃষ্টে প্রাড়্বিবাককে স্বহস্তে ভাষা-পত্র সম্পন্ন করিতে হইত।

যে বিচারক অর্থিবাক্যের প্রতিকূল বাক্য লেখেন অথবা প্রত্যর্থীর উত্তরবাক্য বিরুদ্ধ ভাবে অর্থীকে জ্ঞাপন করান, স্থলবিশেষে উভয় পক্ষেরই বিপর্য্যয় কথা লেখেন, তিনি আর্য্যজাতির শাসন অনুসারে চৌরসদৃশ পাপী ও দণ্ডনীয় ব্যক্তি; রাজা এরূপ ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি প্রদান করিতেন। লেখক, তোমাদিগকে একটী কথা বিজ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা যদি সভ্যতাভিমানে মত্ত না হও, তবে মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিবে। দেখ, আর্য্যজাতির বিচারকার্য্য কখন্ বিচারকের হস্ত হইতে নৃপতিসন্নিধানে উপস্থিত হইত।(১১)

তোমরা প্রথম বিচারাসনকে নিম্ন আদালত বলিয়া থাক। দ্বিতীয় স্থলকে উচ্চ আদালত বা আপীল আদালত বল। তৃতীয় স্থলকে সর্ব্বোচ্চ কিংবা তৎপরিবর্ত্তে প্রধান বিচারস্থল নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাক। এইপ্রকারে ক্রমশঃ দেশশাসনকর্ত্তা হইতে রাজা বা রাজ্ঞী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে উচ্চ, উচ্চতর, ও উচ্চতম কহিয়া থাক, লেখকেরও সেপ্রকার বলিবার পথ আছে।

মনু ও নারদ ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক কহিয়াছেন, বাদী ও প্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার-নিষ্পত্তি প্রথমে স্বজনের নিকট হওয়া উচিত, ইহাই প্রথম কল্প। দ্বিতীয় কল্পে বাণিজ্যব্যবসায়ী

(১১) অন্যদুক্তং লিখেদ্যোঽন্যৎ অর্থিপ্রত্যর্থিনাং বচঃ।
চৌরবৎ শাসয়েত্তন্তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ॥ কাত্যায়ন।
কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতা নৃপাঃ।
প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাং গুরোরেষোত্তরোত্তরম্॥ মনুনারদৌ।

মধ্যস্থবর্গ দ্বারা বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তৃতীয় কল্পে সদ্বিদ্যাসম্পন্ন বিপ্রজাতির সভায় বিচার্য্য বিষয় নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদিগের দ্বারা যাহা সু-সম্পন্ন না হয় তদ্বিষয়েই প্রাড়্বিবাক সদস্যপরিবৃত হইয়া বিচারদর্শন সমাধা করিবেন। সর্ব্বশেষে নৃপতি স্বয়ং অমাত্যপরিবৃত হইয়া বিচারদর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এই সমুদয় সভা বা বিচারাসনের প্রত্যেকের নাম যথাক্রমে কুল, শ্রেণী, গণ, অধিকৃত ও নৃপতি শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রিয়দর্শন, তুমি অভিজ্ঞ, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগকে আধুনিক সভ্য জাতির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সচিব অপেক্ষা প্রগাঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ অনুভব হয় কি? অথবা সমকক্ষ বা তোমার মতে হীনকল্প বলিয়া বোধ হয়? তাঁহাদিগকে তুমি যাহাই জ্ঞান কর, কিছু ক্ষতি নাই। তাঁহাদিগের পরামর্শ শুন, তৎকৃত মীমাংসা দেখ, অবশ্য তোমার ভক্তি হইবে। নৃপতি অথবা বিচারক অগ্রে বাদী প্রতিবাদীর ভ্রমপ্রমাদ-জনিত কথিত বিষয়গুলি নিরাস করিতেন। তৎপরে যথার্থ তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। সদোষ, অপ্রসিদ্ধ, নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বাদের খণ্ডন না করিয়া কদাচ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

পাঠক, তুমি এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, সদোষ, অপ্রসিদ্ধ, নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বিবাদের লক্ষণ কিপ্রকার। তাহা এই যথা। (১২)

---

(১২) অপ্রসিদ্ধং সদোষঞ্চ নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনম্।
অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা রাজা পক্ষং বিবর্জয়েৎ॥ বৃহস্পতি।

যে বিষয় দ্বারা বাদীর কোনপ্রকার অনিষ্ট অথবা মান-হানির সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ ব্যঙ্গ্য বাক্যকে সদোষ বাদ কহা যায়। যেমন, অমুক আমার প্রতি হাস্য করিয়াছে।

যাহা কখন ঘটে নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই, তদ্রূপ বাক্যে বাদ উত্থাপন করিলে তাহাকে অপ্রসিদ্ধ বা অসম্ভব বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন, কেহ কহিল, আমার একটী গর্দ্দভ ছিল, অমুক তাহার শৃঙ্গদ্বয় ভগ্ন করিয়া লইয়াছে। এ বাক্যকে কে অপ্রসিদ্ধ ও অসম্ভব না বলিবে?

স্থলবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের এপ্রকার কুস্বভাব দেখা যায় যে, তাহাদিগের নিজের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা না থাকিলেও কালান্তরে অন্যের ক্ষতি হইবার সম্ভব বলিয়া বিবাদ করে; তদবস্থায় যে বাদ প্রতিবাদ, তাহাকে নিষ্প্রয়োজন কহা গিয়া থাকে।

সংসারে এমন ব্যক্তিও অনেক আছেন যাঁহারা নিজকৃত অপরাধকে কদাপি দোষ বলিয়া ভ্রমেও গণ্য করিতে জানেন না, এবং অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তিবিশেষকে ভর্ৎসনা, তাড়না ও প্রহারাদি করিয়া থাকেন, এবং তাহার প্রতি-ফলস্বরূপ সামান্য লোক হইতে গ্লানিসূচক অপবাদ অথবা অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অভিযোগ করেন;

ন কেনচিৎ কৃতো যস্তু সোঽপ্রসিদ্ধ উদাহৃতঃ।
কার্য্যবাধবিহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো নিষ্প্রয়োজনম্॥
অল্পাপরাধশ্চাল্পার্থো নিরর্থক উদাহৃতঃ।
কার্য্যবাধবিহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো নিষ্প্রয়োজনঃ॥ বৃহস্পতি।

তদবস্থায় ঐরূপ অভিযোগকে শাস্ত্রকারেরা নিরর্থকবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্যাবতী স্ত্রীজাতিকে লেখক কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, তাহা স্থির করিতে অসমর্থ, তোমরা তাহাতে রুষ্ট হইও না। তোমরাও লেখকের কথা শুনিয়া স্থলবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে বিচার করিতে পার, সুতরাং তোমাদিগকে যদি এখানে আহ্বান না করা যায়, তবে সভ্য, অভিজ্ঞ, প্রিয়দর্শন পাঠক-গণ লেখককে অসহৃদয় কহিবেন। তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি ও তোমাদিগের মর্য্যাদা-বৃদ্ধির জন্য তোমাদিগকেও আহ্বান করিবে। তোমরা কোনরূপ শঙ্কা করিও না। তোমাদিগকে বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ও অক্ষমালা, নলের দময়ন্তী, কৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যবানের সাবিত্রী, এবং অন্যান্য বিচক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীলোকদিগের তুল্য জ্ঞান করা যায়। তাঁহারা পুরুষদিগের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে সমকক্ষভাবে বিচার করিতে পারি-তেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষাও বুদ্ধি-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেন। তাই তোমাদিগকে স্মরণ করা গেল। রাম সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাদিগকে সীতার সমান বলিতে বাসনা হইল না। সেই জন্য তোমাদিগকে সীতা শব্দে আখ্যা দেওয়া যায় নাই। লক্ষ্মী অতি চঞ্চলা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে উপমা দিতে ইচ্ছাও করে না। সরস্বতী কহিলে উপমার স্থল থাকিবে না এজন্য সেটী বাদ দেওয়া গেল। সতী ও গৌরীর সমান বলিলে পাছে তাঁহাদিগের স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত হও, সেই জন্য ঐ দুই মহাশক্তির সহিত উপমা দিতে অভিরুচি হয় না। ইহাদিগের স্বামী শিব নির্গুণ, নির্ব্বি-

কার ও জড়স্বরূপ। তোমাদিগের স্বামী ওরূপ হওয়া উচিত নহে; সতেজ, সগুণ, ও সজীব হওয়া আবশ্যক।

পাঠক, তোমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছি সাক্ষীর বিষয় আদ্যোপান্ত বলিব, এক্ষণে আরম্ভ করিলাম। ভারতবর্ষের ঋষিগণ এ বিষয়ের যতদূর নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় কহিব; তুমি দেখ তাঁহারা কোন্ কথা সভ্য জাতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন।

সাক্ষিপ্রকরণ।

কোন ঘটনাস্থলে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ না করিলে তদ্বিষয়ে সাক্ষী হইতে পারে না, অতএব সাক্ষী হইবার অগ্রে স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ অত্যাবশ্যক। যিনি সাক্ষিধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহাকে সত্য বলা উচিত। সত্য কথায় ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বরং বর্দ্ধিত হয়। সত্য সাক্ষ্য দ্বারা সাক্ষীর ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তপুরুষ অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা তাহারা নরক গমন করে। যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় কহিবে, কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে আহূত বা পরিপৃষ্ট না হইলে কদাচ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দিবে না, তাহাতে পাপ লিখে। স্থলবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দিবার বিধি দেখা যায়, তথায় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সাক্ষ্য দানে অধর্ম্ম হয় না। বিধি

ও নিষেধ স্থলে সাক্ষী সাক্ষ্য ব্যতিক্রম করিলে দণ্ড ও পাপ ভাগী হন। (১৩)

সাক্ষ্যগ্রহণ-কালাদি।

আর্য্যেরা সাক্ষ্যগ্রহণের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয় যে, যখন জগতের সমস্ত প্রাণী সুস্থভাবে থাকে, সেই সময়কেই ঋষিগণ সাক্ষ্যগ্রহণের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সে সময়ের নাম পূর্ব্বাহ্ণ। (১৪)

---

(১৩) সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৭৪ ॥
যত্রানিবদ্ধোঽপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন।
পৃষ্টস্তত্রাপি তদ্ব্রূয়াৎ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥ ৭৫ ॥ মনু। ৮ অ।
যঃ সাক্ষী নৈব নির্দ্দিষ্টো নাহূতো নৈব দেশিতঃ।
ব্রূয়াৎ মিথ্যেতি তথ্যং বা দণ্ড্যঃ সোঽপি নরাধিপৈঃ ॥
মিতাক্ষরাধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচন।

(১৪) দেবব্রাহ্মণসান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্।
উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্ব্বাহ্ণে বৈ শুচিঃ শুচীন্ ॥ ৮৭ ॥
সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড্বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্ ॥ ৭৯ ॥
সত্যং সাক্ষী ব্রুবন্ সাক্ষ্যে লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা ॥ ৮১ ॥
সাক্ষ্যেঽনৃতং বদন্ সাক্ষী পাশৈর্বধ্যেত বারুণৈঃ।
বিবশঃ শতমাজাতীস্তস্মাৎ সাক্ষী বদেদৃতম্ ॥ ৮২ ॥
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥ ৮৪ ॥

সাক্ষ্যগ্রহণ ধর্ম্মাধিকরণের মধ্যেই হইত। দেব ও ব্রাহ্মণ সমীপে অর্থী প্রত্যর্থীর সমক্ষে প্রাড্‌বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেন। সাক্ষী ব্যক্তি পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় সত্যপ্রমাণ কহিত; সাক্ষ্য-গ্রহণসময়ে প্রাড্‌বিবাক ও সভ্যগণ সাক্ষীর নিকট সত্যের প্রশংসা ও মিথ্যার দোষ প্রখ্যাপন করিতেন। সাক্ষীকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রশ্ন করা হইত। কেহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আভাস দ্বারা সাক্ষীকে সহায়তা করিতেন না, অথবা বারংবার এককথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। সাক্ষী সত্য সাক্ষ্য দিলে স্বর্গে গমন করে, এবং ইহ জগতে অতিশয় যশঃ লাভ করে। কিন্তু মিথ্যাবাদী সাক্ষীর বড়ই দুর্দ্দশা; সর্পপাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে শত জন্ম কষ্ট পাইতে হয়। আত্মা সকলের কর্ম্মসাক্ষী। তিনি সকলি দেখিতে পান। পাপীরা মনে করে, আমাদের কৃত কার্য্য কেহ দেখিতে পায় না। সেটী তাহাদের ভ্রম।

কাহার সাক্ষী কে, ইহা তোমাকে বলি নাই। প্রিয়দর্শন, তুমি নিশ্চয় জানিবে, জাতি, বয়স, ধর্ম্ম, ব্যবসায়, শ্রেণী, কুল ও মর্য্যাদা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কার্য্যবিশেষে সাক্ষি-যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

পাষণ্ড, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অপোগণ্ড বালক, ছলকারী,

মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
তাংস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ ॥ ৮৫ ॥ মনু। ৮ অ।

স্বভাবোক্তং বচস্তেষাং গ্রাহ্যং যদ্দোষবর্জ্জিতম্।
উক্তেঽপি সাক্ষিণো রাজ্ঞা ন প্রষ্টব্যাঃ পুনঃপুনঃ ॥ নারদসংহিতা।

জটাধারী, ছদ্মবেশী লোক, স্ত্রীজাতি, ধূর্ত্ত, ক্লীব, অঙ্গহীন প্রভৃতি যাবতীয় মন্দসংসর্গী ব্যক্তি, মহাপথিক, অযাজ্যযাজী, নট, নটী, সন্ন্যাসী, একস্থানস্থায়ী, শত্রু, মিত্র, ও অবিভক্ত ভ্রাতা প্রভৃতি সংসহায় বা অসহায় ব্যক্তিবর্গ ঋণদানাদিরূপ স্থিরতর কার্য্যে সাক্ষী হইতে পারে না। কিন্তু চৌর্য্য, হত্যাদি রূপ সাহসিক বিবাদে সকল ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারে। অন্যরূপ বিবাদে স্নেহ, ঔদাসীন্য ও শত্রুতাদি রূপ হেতু বশতঃ মিথ্যা-কথন সম্ভব বলিয়া আত্মীয় ব্যক্তি, তপস্বিজন ও শত্রুকে সাক্ষী হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে।

শাস্ত্রানুসারে ঋষিগণ, রাজা, সন্ন্যাসী, বিদ্বান্ ও অতিবৃদ্ধবর্গ সাক্ষ্যদান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন; কেহ সাক্ষী মানিলে ইহাঁদিগকে সাক্ষী হইতে হইত না। এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে কাহাকেও কেহ সাক্ষী মানিলে সাক্ষ্যদানবিরহে সাক্ষীর ভৎ'সনা ও নিগ্রহ হইত। (১৫) ইহা দণ্ডবিধির প্রকরণে দেখান যাইবে।

প্রিয়দর্শন, এখন তুমি কহিতে পার, কেমন বিবাদে কোন্ ব্যক্তি কাহার সাক্ষী হইত তাহা বল। আমি অগ্রে তাহাই কহিব, তৎপরে সাক্ষীর লক্ষণাদি শুনিবে। সাক্ষিপ্রকরণ অত্যন্ত

---

(১৫) দাসো নৈকৃতিকোঽশ্রাদ্ধবৃদ্ধস্ত্রীবালচক্রিকাঃ।
মত্তোন্মত্তপ্রমত্তার্ত্তকিতবা গ্রামযাজকাঃ॥
মহাপথিকসামুদ্রবাণপ্রব্রজিতাতুরাঃ।
বার্দ্ধিকশ্রোত্রিয়াচারহীনক্লীবকুশীলবাঃ।
নাস্তিকব্রাত্যদারাগ্নিত্যাগিনোঽযাজ্যযাজকাঃ।
একস্থানী সহাচারী ন চৈবৈতে সনাভয়ঃ॥ নারদসংহিতা।

বিস্তৃত, এক স্থানে বলিলে তোমাদিগের মনস্তুষ্টি হইবে না; পাঠ করিতেও ক্লেশ বোধ হইবে। অতএব ক্রমে ক্রমে বিষয়ান্তরের বিরামস্থলে সমুদায় কহিব। এস্থলে সমাজসংস্কার উপনীত করিতে বাঞ্ছা করি।

সমাজের ক্ষমতা।

প্রাচীন রাজর্ষিবর্গ দোষ-সংশোধনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইহাঁরা সমাজ-বন্ধনের বল বুঝিয়াছিলেন। সমাজের কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। যদি কোন ব্যক্তি দোষী বলিয়া পরিগণিত হইত, রাজা তাহার সে দোষ সংশোধন নিমিত্ত যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিতেন এবং সমাজের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে সংস্থাপন করিতেন। এইরূপে আর্য্যসমাজের বল বিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎকালে উন্মার্গ-প্রস্থিত, কুলচ্যুত, শ্রেণীভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গও বিনীত-ভাবে রাজার নিকট আসিয়া নিজ দোষের দণ্ড গ্রহণ করিলে রাজা যথাযোগ্য দণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক সমাজের নিকট উহার আত্ম-শুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেন। সে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিয়া সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে তৎকুলে ও সমাজের পথে প্রবেশ করিতে অধিকার দিতে পারিতেন। যে রাজা এইরূপ লোক-হিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি লোকসমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশোলাভ করিতেন। এবং শাস্ত্রকারদিগের মতে

এমন রাজার স্বর্গগমনপথ সদাই উদ্ঘাটিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি চিরকাল স্বর্গে বাস করিবার যোগ্য। যখন তিনি স্বর্গগামী হন তখন দেবলোকেরাও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া বিরত থাকিতে পারেন না। প্রিয়দর্শন, এখন ক্রমেই সমাজের বল খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে, দুর্দ্দশারও এক শেষ; এখন একবার সর্ব্বজনহিতকারী মুনি বা দেবের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক। (১৬)

উপাধি ও সম্মান।

হে সভ্য, তুমি মনে করিয়াছ আমি তোমাকে ভুলাইবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছি, তুমি একবার ভ্রমে বা স্বপ্নেও সেপ্রকার চিন্তা করিও না। আমি অপ্রমাণ কোন কথা তোমার নিকট বলিব না। তুমি একবার প্রমাণপ্রয়োগগুলি অন্য ব্যক্তির নিকট মিলাইয়া দেখ, ঠিক মিলে যায় কি না। হে সভ্য! তোমাদিগকে নমস্কার, তোমরা যেমন পুরাতন জিনিষ ঘসে মেজে নূতন বলিয়া বাহির কর, এ জাতির মধ্যে সে-প্রকার পাইবে না। ইহাদিগের পুরাতন দ্রব্যজাত যাহা আছে, সেগুলির যদি কেহ একবার পর্দ্দা ঝাড়িয়া বাহির করে, তবে তোমার প্রদর্শিত পরিপাটি নূতন দ্রব্যগুলি প্রাচীন আর্য্য-

---

(১৬) যস্ত্বব্যক্তমার্গাণি কুলানি রাজা শ্রেণীশ্চ জাতীশ্চ গুণাংশ্চ লোকান্।
স্থানীয় মার্গে বিদধাতি ধর্ম্মান্ নাকেঽপি গীর্ব্বাণগণৈঃ প্রশস্যঃ॥
বৃহৎপরাশরসংহিতা, ৫ অধ্যায়, আচারপ্রকরণ, ৮৫ শ্লোক।

জাতির নিকট পুরাতন ও কীটাকুলিত অথবা জর্জরিত বলিয়া বোধ হইবে।

সভ্যজাতিরা ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণকে, সামন্ত রাজাদিগকে, করদ ভূপতিবর্গকে ও মিত্র সম্রাট্‌সমূহকে সম্মান করিয়া থাকেন, স্থলবিশেষে উপাধি দিয়া থাকেন, বিদ্বন্মণ্ডলীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রদান করেন; কার্য্যকুশল লোকদিগকে কেবল বাহবা দিয়া তাহাদিগের প্রতি নিজ আকারগত বাহ্যভাব গুপ্ত রাখিয়া লোকরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন বটে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মনের প্রফুল্লতা দিতে বাধ্য নহেন। আর্য্যেরা অন্ধকে পদ্মলোচন কহিতেন না। যদি কহিতেন, অবশ্য তাহার দর্শনঃশক্তি দিতেন। ইহাঁরা যাহাকে সম্মান বা উপাধি দিতেন, তাহার আন্তরিক বল ও উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কেবল উপাধি পাইয়া তাহাকে অন্নসংস্থান জন্য অন্য লোকের উপাসনা করিতে হইত না। সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভরণপোষণের শক্তি প্রদানকরা হইত। তাহার উন্নতির দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকিত। সে সাধ্যসত্ত্বে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারিত।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল পান; তদ্রূপ যে শরণাগত প্রতিপালনপূর্ব্বক গুণিগণের, বৃদ্ধজনের, সাধুশীলের, সামন্ত ভূপতি প্রভৃতির ও মণ্ডলদিগের সম্মান করেন, তিনিও সমস্ত যজ্ঞফলের অধিকারী, এবং যে রাজা এবংবিধ ব্যক্তির অসম্মানহেতু মনঃপীড়া জন্মান, তিনি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হন। (১৭)

---

(১৭) দণ্ড্যেষু দণ্ড্যেষু কুর্ব্বাণো রাজা যজ্ঞফলং লভেৎ।

সাক্ষি-বিষয়াদি।

স্থলবিশেষে সাক্ষীর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, স্থলবিশেষে পরীক্ষা না করিয়াই সাক্ষ্য গ্রহণ করা বিধেয়; সাক্ষী পরীক্ষিত হউক আর নাই হউক, সাক্ষী উপস্থিত হইলেই কালক্ষয় না করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। কালবিলম্বে সাক্ষীর দোষ হইলে বিচারক পাতকী হইবেন। (১)

বিচার নিষ্পাদন সময়ে যেথানে সাক্ষীর আগমন সম্ভাবনা ও সামর্থ্য না থাকে, তথায় তল্লিখিত পত্রাদি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ হয়। সেই লেখ্য তাহার কি না, তদ্বিষয়ের সন্দেহ নিরাস জন্য তদীয় অন্য লেখ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা রীতি, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। (২)

বৃদ্ধান্ সাধূন্ দ্বিজান্ মৌলান্ যো ন সম্মানয়েন্নৃপঃ।
পীড়াং করোতি চামীষাং রাজ্য শীঘ্রং ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥

পরাশরসংহিতা ২২ শ্লো। ১০ অধ্যায়।

(১) ন কালহরণং কার্য্যং রাজ্ঞা সাক্ষিপ্রভাষণে।
মহান্ দোষো ভবেৎ কালাদধর্ম্মবৃত্তিলক্ষণঃ ॥ কাত্যায়ন ॥
অন্তর্বেশ্মনি রাত্রৌ চ বহির্গ্রামাচ্চ যন্তবেৎ।
এতস্মিন্নভিযোগে তু পরীক্ষা নাত্র সাক্ষিণাম্ ॥ নারদ।
অদৃষ্টভাবি তু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্।
অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে ॥ ৬৯ ॥
সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥ ৭২ ॥ মনু ৮ অ।

(২) অশক্য আগমো যত্র বিদেশপ্রতিবাসিনাম্।
ত্রৈবিদ্যপ্রেষিতং তত্র লেখ্যং সাক্ষ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ কাত্যায়ন।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণকে ঋষিগণ কেন সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করেন নাই, তাহা শুন। অজ্ঞতা হেতু শিশুজন, স্ত্রীলোকের মিথ্যাকথন অস্বাভাবিক নহে, এই কারণে কামিনীকুল,(৩) জালকারী ব্যক্তিদিগের পাপকার্য্যে অভ্যাস আছে, সুতরাং তৎকথিত সত্য বাক্যকে লোকে কূট সাক্ষ্য জ্ঞান করে, তন্নিবন্ধন জালকারী, বন্ধুজনেরা স্নেহপ্রযুক্ত অসত্য কহিতে সম্মত হইতে পারেন, তদ্ধেতু সুহৃজ্জন, শক্রব্যক্তি পূর্ব্বাচরিত বৈরনির্য্যাতনের প্রতিশোধবুদ্ধিতে বিপরীত কহিতে পারে, অতএব ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে।

এইরূপ বিচার শাস্তিজনক কার্য্যেই প্রচলিত; সাহসিক কার্য্যাদিতে ইহাদের সাক্ষ্যও গ্রাহ্য হয়। (৪)

পাঠক, তোমাকে যাহা বলিতেছি তদ্বিষয়ে তোমার মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা, অতএব তুমি যেখানে যেখানে শাস্তিকার্য্যের নাম শুনিবে তাহাকে দেওয়ানী ও যেখানে যেখানে সাহসিক কার্য্য এই শব্দ শুনিবে তাহাকে ফৌজদারি বিচার মনে করিবে, তাহা হইলে তোমার মনে কোন দ্বিধা জন্মিবে না। পাঠক,তুমি

---

(৩) বালোঽজ্ঞানাদসত্যাৎ স্ত্রী পাপাভ্যাসাচ্চ কূটকৃৎ।
বিক্রয়াদ্বান্ধবঃ স্নেহাদ্বৈরনির্য্যাতনাদরিঃ॥ কাত্যায়ন।

(৪) দাসোঽন্ধো বধিরঃ কুষ্ঠী স্ত্রীবালস্থবিরাদয়ঃ।
এতে অনভিসম্বন্ধাঃ সাহসে সাক্ষিণো মতাঃ॥ উশনা।
স্ত্রীনামসম্ভবে কার্য্যং বালেন স্থবিরেণ বা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা॥ ৭০॥ মনু ৮ অ।
ব্যাঘাতাচ্চ নৃপাজ্ঞায়াং সংগ্রহে সাহসেষু চ।
স্তেয়পারুষ্যয়োশ্চৈব ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ॥ নারদ।

এখন নিশ্চয় বুঝিলে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, ভয়, মৈত্র্য, রাগ, দ্বেষ ও অজ্ঞানাদি হেতু বশতঃ মিথ্যা বলিবার সম্ভাবনা, ইহা বিবেচনা করিয়াই ঋষিগণ সাক্ষিবিষয়ে অমুক্ত-হস্ত হইয়া রহিয়াছেন। (৫)

সাক্ষ্যকার্য্যে কামিনীজনের বিবাদে কামিনীকুল, দ্বিজাতির বিবাদে তৎসদৃশ দ্বিজাতি, শূদ্রগণের বিষয়ে শূদ্র ব্যক্তি, অন্ত্যজ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্যে অন্ত্যজ মনুষ্যই সাক্ষী হইবে; সদৃশ সাক্ষী না হইলে শাস্তিকার্য্যে গ্রাহ্য হয় না। (৬)

উভয় পক্ষের সাক্ষ্যে জনসংখ্যার তুল্যতা থাকিলে সদ্-গুণাদিসম্বন্ধ ব্যক্তির কথা বিশিষ্ট প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে। (৭) সাক্ষীর বিষয় এখানে এই পর্য্যন্ত রাখা গেল, ইহা ক্রমে ক্রমে বলিব, নতুবা পাঠকের বিরক্তি ও অরুচি জন্মিতে পারে।

---

(৫) অসাক্ষ্যপি হি শাস্ত্রেষু দৃষ্টঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।
বচনাদ্ দোষতো ভেদাৎ স্বয়মুক্তির্মৃতান্তরঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

(৬) স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশদ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তি শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ॥ মনু ৮ শ্লো ৬৮ অ।

(৭) দ্বৈধে বহূনাং বচনং সমে তু গুণিনাং বচঃ।
গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তরাঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

সম্ভূয়সমুত্থান ।

অনেকেই কহিয়া থাকেন, আর্য্যজাতির প্রবৃত্তি বাণিজ্য-বিষয়ে বিস্তৃত ছিল না বলিয়া সম্মিলিত সম্প্রদায়-পরিভুক্ত বাণিজ্যের গুণ জানিতে পারেন নাই। যদি তাহা অবগত হইতে পারিতেন, তবে কি আমাদের ভাবনা থাকিত ?

পাঠক, তুমি লেখকের কথাগুলি শুনিয়া যথার্থ মীমাংসা করিবে। তুমি জান আর্য্যজাতির বাণিজ্যকার্য্যের ভার বৈশ্যগণের প্রতি অর্পিত ছিল। তাহারা যে সম্মিলিত-সম্প্রদায়-পরিভুক্ত বাণিজ্য জানিত না, তাহা কি বিশ্বাস কর ? যদি কর তবে তোমার ভ্রমপ্রমাদ নিরাস করাই অগ্রে উচিত। সিংহলদ্বীপে, যবদ্বীপে ও পূর্ব্ব উপদ্বীপের কতিপয় স্থলে ও চীনের লোকের সঙ্গে যে বাণিজ্য চলিত, তাহার প্রমাণ অনেক শুনিয়াছ। এক্ষণে তুমি কেবল এই কথার প্রমাণ চাও যে যদি সম্মিলিত-সম্প্রদায়-পরিভুক্ত বাণিজ্য থাকিত তাহা হইলে তাহার কোন নাম (৮) অবশ্য আর্য্যগণের ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে উল্লেখ থাকিত। তদনুসারে তোমাকে সম্ভূয়সমুত্থানের কথা বলিতেছি। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জনগণের মধ্যে যদি কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পরের অর্থ ও কায়িক শ্রম বিনিয়োগপুরঃসর ক্ষতি বৃদ্ধির অনুমানিক সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে

---

(৮) সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ (কর্ণধারস্তু নাবিকঃ।)

অমরকোষ পাতালবর্গ।

বাণিজ্য করে, তবে ঐ কার্য্যকে তদবস্থায় সম্ভূয়সমুত্থান কহা যায়। (৯)

পাঠক, যে দিন অবধি সম্ভূয়সমুত্থান কার্য্য স্থগিত হইয়াছে সেই দিন অবধি ভারতের দুর্দ্দশার প্রাথমিক সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে। কোন্ সময়ে এই যে জাতিসাধারণহিতকর কার্য্যের পথে কণ্টক পড়িয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। তবে এইমাত্র বোধ হয় যে কলিকালের আদি ভাগেই উহার লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ, অন্য তিন যুগে যে সকল কার্য্য মানবগণের হিতজনক ও সুসাধ্য ছিল তাহার কতকগুলি কলিকালে মনুষ্যজাতির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক ও অকীর্ত্তিকর ও অসাধ্যসাধন ভাবিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষিগণ শাস্ত্রে "মাত্তার দিব্বি" দিয়া(১০) সেগুলি কলিতে অধর্ম্মজনক ও নরকপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতের

---

(৯) সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথাদ্রব্যং যথা বা সম্বিদাকৃতৌ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ব্যবহারকাণ্ড ২৬২ শ্লো।

সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা॥ মনু ৮ অ, শ্লো ২১১।

(১০) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥

ব্যাসপ্রশ্নঃ, পরাশরসংহিতা, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্; বিষ্ণুপুরাণে।

যত্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যঃ কলৌ যুগে।
পাপপ্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নরাস্তথা॥ আদিপুরাণে।

আর্য্যগণের মন সর্ব্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত। সুতরাং অস্বর্গ্য কার্য্যে তাঁহাদিগের মন কেন যাইবে? কাযেই সমুদ্রযাত্রা রহিত হইল। এইটিই সম্ভূয়সমুত্থানের অন্তরায় বলিয়া অনুমিত হয়। বিদেশীয়দিগের সঙ্গে সংস্রব না থাকিলে বাণিজ্য বিস্তার হয় না।

সম্ভূয়সমুত্থান-বিবাদে কত দূর দণ্ডের পরিমাণ তাহা যখন শাস্ত্রে আছে, তখন অবশ্যই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগণিত। লেখক বলিতে পারে স্থলপথে বাণিজ্য সহজ নহে। দ্রব্যাদির আসার প্রসার অনায়াস-সাধ্য না হইলে বাণিজ্যে লাভ হয় না। এই কারণেই প্রথমাবধি স্থলপথের বাণিজ্যে লোকের তাদৃশ আস্থা দেখা যায় নাই। অবশেষে যখন সমুদ্রযাত্রা (১১) রহিত হইয়া গেল, তখন আর্য্যজাতির পতনের উন্মেষকাল, তৎকালে লোকের প্রতিভা লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে মাত্র। বিশেষতঃ তৎকালে ইহাদিগের গৃহ-বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। যখন আত্মীয়গণের সঙ্গে প্রণয়

(১১) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয়বচন।

নাই, তখন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপে পরিচয় হইতে পারে? সেই অন্তর্বিচ্ছেদকালে প্রজাগণ প্রাণরক্ষার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় কি কোন ব্যক্তির স্বদেশানুরাগ প্রবল থাকে? তখন কেবল আত্মরক্ষার চিন্তা। সুতরাং সম্ভূয়সমুত্থান রহিত হইল।

পূর্ত্তকার্য্য (PUBLIC WORKS)।

আমাদিগের সভ্যজাতিরা বলিবেন ভারতবর্ষীয়দিগকে তাঁহারা পূর্ত্তকার্য্যের ফল শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ না পাইলে অথবা আদর্শ না দেখিলে ভারতের আর্য্যগণ কদাচ পূর্ত্তকার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। বৈদেশিক পরিব্রাজক! তুমি একবার ভারত পরিভ্রমণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ও কাব্য পাঠ কর, অবশ্য নানাস্থলে পূর্ত্তকার্য্য দেখিতে পাইবে। যদি তোমার নারদ, মার্কণ্ডেয় মুনি, ভূষণ্ডী কাক অথবা কোন ভারতীয় উপন্যাস-বক্তা বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে অবশ্য পূর্ত্ত কার্য্যের অনেক সমাচার পাইবে। নারদ ও যুধিষ্ঠির সংবাদেও ঐরূপ কথাবার্ত্তা দেখা যায়। মহাভারত সভাপর্ব্ব দেখ।

পাঠক, তুমি কাশী চল; জ্ঞানবাপী ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি তীর্থ দেখ। যদি বৃন্দাবন যাও, তবে সেখানেও বনরাজী দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। তুমি কি অক্ষয় বটের কথা শুন নাই? অক্ষয় বটের এত মহাত্ম্য কেন। ছায়াদান দ্বারা তিনি ক্লান্ত জনগণের শ্রান্তি অপনয়নপূর্ব্বক

স্বস্তি ও শান্তি প্রদান করেন। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র দর্শন কর। নরেন্দ্র-হ্রদ, চক্রতীর্থ, মার্কণ্ডেয়-হ্রদ, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, শ্বেতগঙ্গা প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পূর্ত্তকার্য্য।

অক্ষয় বটের কথা শুনিয়াছ, সর্ব্বস্থানে তাঁহার পূজা হয়।

রাম ভরতকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে কি কি বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন? (১২) পাঠক, তুমি রামায়ণ পড়; প্রজাদিগের জন্য রাম কত ব্যস্ত হইয়া ভরতকে কহিলেন, ভ্রাতঃ, তুমি প্রজাদিগের সঙ্গে সমদুঃখসুখী কি না? তুমি প্রজাদিগকে স্থলবিশেষে বীজ, ভোজ্য ও ঋণ দিয়া থাক কি না? মরুদেশ ও অল্পতোয়-বিশিষ্ট প্রদেশ সকলে বৃহৎ বৃহৎ তড়াগাদি করিয়া দিয়াছ কি না? প্রজাগণ দেবমাতৃক বলিয়া কৃষির নিমিত্ত যে খেদ করিত, তাহাদের সে খেদ নিবৃত্তি করিয়াছ কি না? এখন সমুদায় রাজ্যকে অদেবমাতৃক বলিতে পারি কি না? বৈদেশিক, তুমি বলিতে পার যদি ইহাঁদিগের প্রকৃত সে বুদ্ধিই ছিল, তবে প্রশস্ত রাজবর্ত্মের কথা শ্রবণ করা যায় না কেন? তুমি মনে করিয়াছ ইহাদিগের ইতিহাস নাই, তুমি যাহা বলিবে তাহার উত্তর দিতে পারিব না। মহাভারত ও রামায়ণকে কি পদার্থ জ্ঞান কর? তাহাতে প্রশস্ত রাজপথের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। রাজমার্গ অপ-

---

(১২) কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥ ৭৮॥
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, অধ্যায় ৫।

রিষ্কৃত করিলে সাপরাধ ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয় ও স্থলবিশেষে তিরস্কার হইয়া থাকে তাহা তোমাকে দেখাইয়াছি। (মনু—৯ অ। ২৮২।২৮৩—শ্লোক।) যদি বল বাঁধা রাস্তার ধারে সারি বাঁধা গাছ নাই। তাহার প্রমাণ জন্য আমি দিলীপ রাজার বশিষ্ঠের আশ্রমগমন ও রঘুরাজার দিগ্বিজয় যাত্রার কথা উল্লেখ করিব। দিলীপ যে সময়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইতেছেন তখন তাঁহার দর্শনলালসায় বৃদ্ধ গোপগণ সদ্যোজাত নবনীত উপহার সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠাশ্রমাভিমুখের রাজমার্গে উপস্থিত আছে। রাজা সেই সকল বৃদ্ধদিগকে রাজবর্ত্মস্থিত বৃক্ষশ্রেণীগত বনজ বৃক্ষগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বশিষ্ঠ আশ্রমে চলিলেন। রঘু যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন শরৎকাল। অগাধজলবিশিষ্ট নদীগুলি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নিঃসারণপূর্ব্বক সুখতার্য্য ও অল্পজলা করিয়াছিলেন। যে সকল নদী নাব্য ছিল সেগুলি সেতুবন্ধন দ্বারা অনায়াসতার্য্য করিয়াছিলেন। রঘু যুদ্ধযাত্রা কালে যে স্থান মহারণ্য দেখিয়াছিলেন তাহার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন সে স্থল সুগম্য, সুপরিষ্কৃত ও অনাবৃত স্থল হয়। (১৩)

---

(১৩) হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥ রঘু ১ সর্গ।
সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈ প্রেরয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥ ৪র্থ ২৪ শ্লো ঐ।
মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ।
বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্ত্বাচ্চকার সঃ॥ রঘুবংশ, ঐ ৩১ শ্লো।

এখন পাঠক, তুমি শাস্ত্রের আদেশ চাও; পূর্ত্তকার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রশংসা শুনিতে মানস করিয়াছ; তুমি প্রাচীন ঋষিদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ কর। দ্বিজগণ সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্তে ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য সমাধা করিবেন। ইষ্টকার্য্য দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। পূর্ত্তকার্য্যই মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ। যে ব্যক্তি দিনেকের নিমিত্তে ভূমি খনন করিয়া সুস্বাদু বারি প্রদান করেন, তদীয় জলাশয়ে অন্য প্রাণিবর্গের জলপানের সম্ভাবনা না থাকিলেও তৃষ্ণার্ত্ত একমাত্র গোধনের তৃপ্তি-সাধনেই তাঁহার জলাশয়-করণের সম্পূর্ণ ফল জন্মে। (১৪) সেই বারিক্ষেত্রই তাঁহার সপ্তকুল উদ্ধারের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

যাঁহার প্ররোপিত তরুরাজীর সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া জীবগণ ক্লান্তি দূর করে, তাঁহার পক্ষে সেই পাদপশ্রেণীই ভূমিদাতা ও গোদানকর্ত্তার সহিত তুল্যফলপ্রদ সালোক্য-প্রদানের সোপানস্বরূপ হয়। যে ধর্ম্মমতি পরকীয় বাপী কূপ তড়াগাদি দেবমন্দিরাদির যথাসম্ভব পঙ্কোদ্ধার ও জীর্ণসংস্কার করেন, তিনিও পূর্ব্বোক্তরূপে স্বর্গফলভাগী হন। জীর্ণ সংস্কারাদিও অভিনব পূর্ত্তকার্য্যের সদৃশ গণ্য। ইষ্ট ও পূর্ত্ত-কার্য্যে দ্বিজাতিত্রয়েরই সমান অধিকার। শূদ্রগণের কেবল

(১৪) ইষ্টাপূর্ত্তে তু কর্ত্তব্যে ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
একাহমপি কর্ত্তব্যং ভূমিষ্ঠমুদকং শুভম্।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌর্বিতৃষী ভবেৎ॥ লিখিতসংহিতা।

পূর্ত্তকার্য্যে অধিকার দেখা যায়। বেদবিহিত একমাত্র পূর্ত্তকার্য্যের ফল দ্বারা শূদ্রগণ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়েন। ইষ্ট-কার্য্যে শূদ্রগণ নিতান্ত অনধিকারী হইলেও তাহাদিগের পরমার্থের হানি হয় নাই। (১৫)

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যপালন, নাস্তিক হইতে বেদের রক্ষা, আতিথ্য, বৈশ্বদেবের পূজা এই কয়েকটি কার্য্যের নাম ইষ্ট। (১৬)

জলাশয়-দান, বৃক্ষরোপণ, প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ, পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য ও জীর্ণসংস্কার, পান্থনিবাস, বাঁধাঘাট ও দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্য পূর্ত্তমধ্যে গণ্য। কুল্যাদির বিষয় ইংরাজী দেখ। তথায় ঋক্‌বেদের বচন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল।

Vide Muir's Sanskrit Texts, Vol. V.

R. V. IV. 57, is a Hymn in which the ক্ষেত্রস্য পতিঃ, **or deity who is the protector of the soil or**

(১৫) ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ।
তাঁল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পাদপানাং প্ররোপণে॥
বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে॥ লিখিতসংহিতা।

(১৬) অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মেণ বৈদিকে॥ লিখিতসংহিতা।

of a husbandry, is addressed and a blessing is invoked on field operations. and their instruments, and on the Cultivators (কীনাস). Compare X. 117,7 উর্ব্বরা, Cultivated and fertile land, is mentioned in various places. Watercourses (কুল্যা), which may or may not have been artificial, are alluded to in III. 45, 3 and X. 43,7 (সমক্ষরন্ সোমাসঃ ইন্দ্রম্ কুল্যাঃ ইব হ্রদম্), as bending to ponds or lakes ; and waters which are expressly referred to as following in channels which had been dug up for them are mentioned in VII. 49, 9 "যাঃ আপো দিব্যা উক্তবা শ্রবন্তি খনিত্রিমাঃ উক্তবা যাঃ স্বয়ঙ্গাঃ।" And from this it is not unreasonable to infer that then Irrigation of lands under cultivations may have been practised (page 465).

ব্যবসায়-বিভাগ।

অনেকের মুখেই শুনা যায় যে ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন, নিজের স্বত্ব বিলক্ষণ বুঝিতেন, অন্য জাতির প্রতি সমদুঃখসুখী ছিলেন না। প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি কি বিবেচনা কর ইহাঁরা নিস্পৃহ ছিলেন না, ইহাঁদিগের সহানুভূতি ছিল না? আমি বিবেচনা করি আর্য্যজাতির ব্যবসায়, শ্রেণীগত বৃত্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথার ইতরবিশেষ দেখিয়াই তোমার সে ভ্রম জন্মিয়াছে। তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রেণীগত বৃত্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথা আমূল পর্য্যালোচনা কর, তোমার সে ভ্রম অনেকাংশে দূর হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি তোমার ভ্রম-

প্রমাদ নিরাস জন্যই আর্য্যজাতির শ্রেণীগত বৃত্তি (ব্যবসায়-বিভাগ) ও বিবাহ লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণেরা ষট্‌কর্ম্মশালী ছিলেন। এই ছয়টীর নাম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ছয়টী বৃত্তির আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ। অনাপৎকালে এতদ্ব্যতীত বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে দ্বিজবরেরা পতিত হইতেন। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য লোপ পাইত। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন। দেখ দেখি ইহাঁরা কি নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন? আপৎকাল-ব্যতিরিক্তস্থলে ইহাঁরা ক্ষত্রিয়-বৃত্তিও অবলম্বনে সমর্থ ছিলেন না। মনু (৭৪-৮০ শ্লো। অ ১০)।

ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপ্রতিপালন, দান, যজ্ঞ ও অধ্যয়ন এই চারিটী বৃত্তির অনুসরণপুরঃসর আত্মজীবিকা নির্ব্বাহে অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ অবিরত বিষয়বাসনায় প্রতিষিদ্ধ হইলেন। রাজন্যগণ স্পৃহাপরিশূন্য হইয়া নিরন্তর বিষয়বাসনাতে কালাতিপাত করিলেও শাস্ত্রানুসারে পতিত বা অশ্রদ্ধেয় হইবেন না, শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে তাঁহারা এককালে যাবতীয় সাংসারিক সুখভোগের অধিকারী থাকিলেন। ব্রাহ্মণগণ যদি নিতান্ত স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে কি ইহাঁরা এ অধিকারটী আপনাদিগের আয়ত্ত ও নিজস্ব করিতে পারিতেন না? মনু (শ্লো ৮১-২২৯। অ ১০ম)।

বৈশ্যজাতির প্রতি পশুরক্ষার ভার, দান, কৃষি, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য ও কুসীদ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের আদেশ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পশুরক্ষা, বাণিজ্য

অথবা কুসীদ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে হেয় এবং সমাজ-বহিষ্কৃত হইতেন। বাণিজ্য লাভকর কার্য্য, স্বার্থপর ব্যক্তিরা কি লাভের বস্তুটীকে স্বকীয় বৃত্তিমধ্যে রাখিতে যোগ্য হইতেন না। অন্যের বৃত্তি বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন কেন? মনু (শ্লো ৯১। অ ৩য়)।

শূদ্রগণ অসূয়াপরিশূন্য হইয়া দ্বিজাতিদিগের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের বৃত্তি। মনু (শ্লো ৯৯-১০০। অ ১০ম)।

ভবিষ্যপুরাণে অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রগণের বিশেষ অধিকার থাকিল। অগ্রে বিদ্যা না হইলে পুরাণাদি পাঠ ও বিচারে কি প্রকারে ক্ষমতা জন্মিতে পারে? ব্রাহ্মণগণ অনেক সময়ে শূদ্রের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়াছেন; তৎসমস্ত শূদ্রকৃত্য-বিচারস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইবে। অদ্য শূদ্রের পুরাণাদি শাস্ত্রে অধিকার দেখান গেল। শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনেও প্রতিষিদ্ধ নন। (১)

(১) চতুর্ণামপি বর্ণানাং যানি প্রোক্তানি বেধসা।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি রাজেন্দ্র শৃণু তানি নৃপোত্তম॥
বিশেষতস্তু শূদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ।
অষ্টাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্য চ।
রামস্য কুরুশার্দ্দূল ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেণ ধীমতা।
বেদার্থং সকলং যানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চ প্রভো॥
ভবিষ্যপুরাণীয় বচন (শূদ্রকৃত্যবিচারণাতত্ত্ব)।

দ্বিজগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার থাকায় তাঁহারা অনায়াসে ব্রহ্মনির্ণয়ে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। অধ্যাপনার ভার কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই বর্ত্তিল। এখানে দেখা যাইতেছে যে. যে ব্যক্তি আত্মনিগ্রহ ও তপস্যাদি দ্বারা ব্রহ্মনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন, কালক্রমে তিনিও ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুল হইতে, প্রস্কণ্ বৈশ্যবংশ হইতে, শূদ্রক শূদ্রজাতি হইতে এবং যবন ঋষি ম্লেচ্ছ-গোষ্ঠী হইতে প্রথমে ঋষিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তৎপরে ব্রাহ্মণ্য অধিকার করিয়া বিপ্রগণমধ্যে পরিগণিত হন।

প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি সদাচার সৎক্রিয়ান্বিত, আত্মমনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে জাতিগত বড় ইতর-বিশেষ দেখিতে পাইবে না। (২)

দ্বিজাতিত্ব।

আর্য্যসন্তানগণ জন্মমাত্রেই দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হন না। প্রসূতির গর্ভে জন্মযোগ্যকালে তাঁহাদিগের গর্ভাধান ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকরণ হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশন-ক্রিয়ার সঙ্গে অথবা কুলাচার

---

(২) শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ,
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥ পরাশরবচন।

অনুযায়ী অন্নাশনের পূর্ব্বেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে নামকরণ সমাধা হয়। তৎপরে চূড়াকরণ। এটী স্থলবিশেষে উপনয়নের পূর্ব্বে স্থলবিশেষে সমকালেও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদিত্রিক কেবল উপনয়ন দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন না। উপনয়নের পূর্ব্বে গর্ভাধানাদি পঞ্চ মহাসংস্কার যথাবিধানে ও যথাকালে সমাহিত না হইলে দ্বিজাতি-পদের অযোগ্য হন। উপনীত হইলেই ইহাঁদিগকে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রত, হোম, উপবাস এবং অন্যান্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ শব্দের যোগ্য হন। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। মনু (শ্লো ২৭।২৮। অধ্যায় ২)।

উপনীত হইলেই ইহাঁদিগের দ্বিভোজন রহিত হয়। যাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্যে থাকেন তাবৎকাল ইহাঁদিগকে একাহারে থাকিতে হয়। সমাবর্ত্তনবিধি-সমাপ্তির পর রাত্রিকালে আহার করিতে নিষিদ্ধ নন বটে, কিন্তু কোন ব্রত নিয়মের অধীন হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইতে হইলে ইহাঁদিগকে পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয় ও একাহারী থাকা বিধি। ক্রিয়া-সমাপ্তির প্রাক্কালে আর জলগ্রহণেও অধিকারী নন। শূদ্রাদি বিষয়বাসনা-পরিশূন্য হইয়া এরূপ কঠোর ব্রতে কয় দিন সুস্থমনে দিনযাপন করিতে সমর্থ হন? নিস্পৃহতা কাহার নাম জান? বিষয়াভিলাষপরিত্যাগের নাম নিস্পৃহতা।

কেহ কেহ বলেন, কেবল শূদ্রজাতির প্রতিই ব্রাহ্মণগণের দৌরাত্ম্য ছিল। লেখক সে কথা কহে না। লেখক বলে,

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র অথবা স্ত্রীজাতি ইহাঁদিগের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মনির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী স্থির করা হইয়াছে। জড়, মূক, বধির, স্ত্রী ও শূদ্র ইহাদিগকে বেদে অনধিকারী করিবার তাৎপর্য্য কি বিচার করিয়া দেখ, ঋষিগণকে স্বার্থপর বলিয়া বোধ হইবে না। মনু (শ্লো ৫২। অ ২)।

ভোজ্য দ্রব্য।

ব্রাহ্মণেতর জাতি যত্র তত্র বাস করিতে পারে। তাহারা অপেয় পান, অখাদ্য ভোজন করিলেও এককালে শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অপেয় পান ও অভোজ্য ভোজন করিলেই পতিত ও ব্রাহ্মণ্য হইতে রহিত হন। ইহাঁদিগের পরিশুদ্ধ ভোজ্য দ্রব্য মধ্যে অতি অল্প সামগ্রী দেখা যায়। যথা

প্রথম কল্প—যব, তিল, তণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধ,(১) দধি, সৈন্ধব-লবণ। দ্বিতীয় কল্প বা অপকর্ষ—গুড়,দাড়িম, বিল্বফল, আম্র,মধু, পনস, কদলী(২)। মটর, নোয়াল, জীরক, হরীতকী, তিন্তিড়ী,

(১) গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গা যবাস্তিলাঃ।
সামুদ্রং সৈন্ধবঞ্চৈব অক্ষারলবণং মতং॥
রত্নাকরধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচন।

(২) হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা॥

বিভীতকী, ইক্ষু, আমলকী প্রভৃতি কয়েকটী হবিষ্যান্ন দ্রব্য। শাকের মধ্যে রক্তশাক নিষিদ্ধ। ওল, পটল, নারিকেল ও গুবাক প্রভৃতি মূল ও ফল নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু পলাণ্ডু, লশুন, গৃঞ্জন, ছত্রাক ও অপবিত্রস্থানজ দ্রব্য অতিনিষিদ্ধ ও অভক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত সমস্ত ফলমূল নিরামিষ বলিয়া গণ্য। বেতোশাক, হ্যালাঞ্চা ও কালশাক হবিষ্যান্ন মধ্যে পরিগণিত। মূলের মধ্যে কেঁইমূল পরিত্যাজ্য।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মকর্ম্ম যিনি দেখিয়াছেন, তিনি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য শ্রাদ্ধপাত্রে অথবা পূজার নৈবেদ্য ও অন্ন মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না।

যাঁহারা আমিষভোজনের যোগ্য অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের বা দেব-যজ্ঞের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে মৎস্য মাংস ভোজন করান যাইতে পারে। শশক, শল্লকী, গোধা, কূর্ম্ম, গণ্ডার, ছাগ, মেষ ও হরিণ। অধুনা সভ্য লোকদিগের মধ্যে গোধিকা ভোজন দেখা যায় না। ইতর লোকের মধ্যে গোধিকা-ভক্ষণ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণের ফুল্লরা ও কালকেতুর মাংসবিক্রয় দেখ।

যাষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পণসাম্রহরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঞ্চৈব পিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥

একাদশীতত্ত্ব।

মৎস্যের মধ্যে পাঠীন, রোহিত, মদ্‌গুরাদি কয়েকটী পবিত্র। অন্যগুলির মধ্যে একবিধ দুইটীর এক এক জাতি পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। খাদ্যবিচারে সমুদায় বিবৃত হইবে।

দুগ্ধ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ছাগ, মেষ, মহিষ ও গোদুগ্ধ দুগ্ধমধ্যে গণ্য। গাভী-দুগ্ধই পবিত্র। অন্যগুলির মধ্যে মহিষীর দুগ্ধ অপবিত্র নহে। কিন্তু হবিষ্যান্ন মধ্যে গণ্য নহে। হবিষ্যান্ন ব্যতীত কতকগুলি দ্রব্য নিরামিষ ও কতকগুলি আমিষ। মৎস্য মাংস ও পূতিকাদি আমিষ দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়। হবিষ্যান্নের অনুকল্প নিরামিষবস্তু। আমিষ ভোজন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য হয় না। ব্রহ্মচর্য্যই ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য। অক্ষম ব্যক্তি হবিষ্যান্ন ভোজনে অপারগ হইলে নিরামিষ ভোজন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারে।

মর্য্যাদা।

আর্য্যেরা শূদ্রদিগকেও কার্য্যবিশেষে ও সময় অনুসারে মর্য্যাদার সহিত স্থান দান করিতেন। শূদ্র ব্যক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলেই বৃদ্ধ বলিয়া সভায় সম্মান পাইত। বিধানসংহিতায় অস্ত্রধারী ব্যক্তি, দশমীদশাগ্রস্ত জন, রুগ্নশরীরী, ভারবাহী, ক্লান্তজন, স্ত্রীজাতি, স্নাতক ব্রাহ্মণ, রাজা এবং বিবাহসময়ে বর সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সমাদর ও সম্মান না করিতে পারিলেও অসম্মানিত বা ঘৃণিত হয়েন না। এ সকল ব্যক্তি কালবিশেষে, স্থলবিশেষে, অগ্রগামী অথবা

উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলে দোষী হন না, বরং অনেক সময়ে সম্মানপ্রাপ্তিবিষয়ে ইহাঁদিগকে অগ্রসর করিতে হয়, এবং ইহাঁদিগের জন্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। এ সকল স্থলে জাতিগত ইতর-বিশেষ নাই। এবং যে স্থলে ইহাঁদিগের সকলের সমাবেশ হয় তথায় স্নাতক, দ্বিজবর ও রাজা সর্ব্বাগ্রে মান্য। রাজা ও স্নাতকের মধ্যে স্নাতক নৃপকেই অগ্রসর করা বিধেয়। কিন্তু অস্নাতক রাজা ও স্নাতক ব্রাহ্মণের মধ্যে স্নাতক অগ্রগণ্য। (৩)

জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব।

পাঠক, তুমি কহিতে পার, যে ব্যক্তির বয়ঃক্রম অধিক, সেই ব্যক্তিই মান্য। আর্য্যজাতিরা মান্য গণ্য ব্যক্তিবর্গকে সে-প্রকারে গণনা করিতেন না। ইহাঁরা সমবেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সংজ্ঞা দিতেন। ব্রাহ্মণগণ বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি জ্ঞানা-

---

(৩) পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ॥ ১৩৭॥
চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥ ১৩৮॥
তেষান্তু সমবেতানাং মানেী স্নাতকপার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপ মানভাক্॥ ১৩৯॥ মনু। ২য় অ।
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥ ১৫৪॥ ঐ।

পন্ন হইতেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা তথাকার শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়গণ শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরাক্রান্ত হইলেই জ্যেষ্ঠ। বৈশ্যগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই জ্যেষ্ঠ। শূদ্রব্যক্তি জন্ম অনুসারে বৃদ্ধ হইলেই জ্যেষ্ঠ। কেবল বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন সভামধ্যেই জ্যেষ্ঠত্ব, কিন্তু সমাজমধ্যে জাতি অনুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয় না। জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা অনেক পৃথক্ জানিতে হইবে। কেবল বয়ঃক্রম অথবা পক্ক কেশ ও শরীরের বলিত ও পলিতাদি দ্বারা মান্য হয় না—জ্ঞান-ধনের দ্বারা যিনি মান্য, তিনিই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধের লক্ষণ তোমরা যাহা মনে কর তাহা নহে। (৪)

বিবাহ।

দ্বিজাতিরা বেদপাঠ-সমাপ্তির পর গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহপুরঃসর গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে অধিকারী। নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি ব্যতীত ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষের অধিককাল গুরুকুলে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত না। মধ্যবিধরূপ বুদ্ধিমান্ হইলে অষ্টাদশ বর্ষ, তদপেক্ষা বুদ্ধিমত্তর হইলে নববর্ষ পর্য্যন্ত থাকিতে হইত। কুশাগ্রবুদ্ধি হইলে বেদের মর্ম্মগ্রহ মাত্রেই তিনি গুরুগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। তিনি তৎকালেই গুরুর

(৪) বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাম্ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ১৫৫॥
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাঽপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ ১৫৬॥
মনু। ২য় অ।

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ ও সংসার আশ্রমের দ্বারস্বরূপ ভার্য্যাগ্রহণের অধিকারী হইতেন। মনু (শ্লো ১২। অ ৩)।

প্রিয়দর্শন পাঠক! তুমি কহিবে বড় কঠোর নিয়ম ছিল, কালের গতি অনুসারে সংসারের স্রোত ফিরিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যে দিন উপনয়ন হয় সেই দিন হইতেই সাবিত্রীগ্রহণে অধিকারী। কিন্তু অধুনা অনেক স্থলে দেখিবে, ঐ দিনেই সমুদয় ব্রহ্মচর্য্য আদ্যন্ত সমাপ্ত হয়। কোথাও বা ত্রিরাত্রি মাত্র ব্রহ্মচর্য্য, কোথাও বা একাদশাহ কাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য। তৎকালমধ্যে যতদূর সম্ভবপর, ততদূরই বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের সীমা। ঐ দিবসেই সমাবর্ত্তনবিধি সমাহিত হয়। সমাবর্ত্তনের পরেই তিনি বিবাহের যোগ্য, সুতরাং এক্ষণে বিপ্রগণ সাত বৎসর পরেই দারপরিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপত্র পান। পূর্ব্বকাল ও বর্ত্তমানকালের কি ইতরবিশেষ, তাহা দেখ।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে দ্বিজগণ অসবর্ণা কন্যা গ্রহণে অধিকারী ছিলেন। তথাপি দ্বিজগণ সর্ব্বাগ্রে সজাতীয়া ও সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণেই অধিকারী। মনু (শ্লো ৪। অ ৩)।

মাতামহকুলে কুলগন্ধে যাহার সহিত সপ্তমপুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, যে স্থলে কন্যা ও পাত্রের সঙ্গে উভয় কুলের গোত্রের বা প্রবরের ঐক্য না থাকে, পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধুদিগের সঙ্গে রক্তসংস্রবে পঞ্চমপুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে সেই কুলের সুলক্ষণা কন্যা পাণিগ্রহণকার্য্যে প্রশস্তা। মনু (শ্লো ৫। অ ৩)।

শূদ্রের বিষয়ে এ সকল কঠোর নিয়ম দেখা যায় না এবং মিথ্যা সাক্ষ্যে জাতিগত পার্থক্য ছিল না।

মিথ্যা সাক্ষ্য।

আর্য্যজাতিরা কোন কোন স্থলে কোন কোন সাক্ষীকে স্বভাবতঃ বিধানসংহিতার নিয়মানুসারে মিথ্যা জ্ঞান করেন, তাহা প্রদর্শন করা গেল। যথা—

লোভহেতু যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়,—যে ব্যক্তি বন্ধুতার অনুরোধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়—সাক্ষ্য দিয়া আমি যদি অমুকের এই কার্য্যটী সিদ্ধ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার কামনা চরিতার্থ হইতে পারে—পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট কৃতাপরাধ আছে, এখন সময় পাইয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধমানসে ক্রোধহেতু যথায় সাক্ষ্য দেয়,—অজ্ঞানবশতঃ যথায় সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত হয়,—এবং যে স্থলে বালকত্বনিবন্ধন বা চাপল্যহেতু সাক্ষ্য দেয়, তৎসমস্ত মিথ্যাজ্ঞান করা বিধেয়। (৫) ইহা সাধারণ বিধি।

দণ্ডের পরিমাণ।

অর্থপ্রাপ্তির লালসাস্থলে ন্যূনকল্পে সহস্রতোলকপরিমিত রৌপ্যের দণ্ড হইত। মোহহেতু প্রথমসাহস পরিমিত দণ্ড, ভয়হেতু মধ্যমসাহস, বন্ধুতাহেতু সাহসদণ্ডের চতুর্গুণপরি-

---

(৫) লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
অজ্ঞানাৎ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥ ১১৮ ॥
লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্ ॥ ১২০ ॥ মনু ৮ অ।

মিত দণ্ড নির্দ্ধারিত ছিল। এই দণ্ডগুলি ঋণদান ও ঋণ-পরিশোধ বিষয়ে। অন্য স্থলে অন্য সাক্ষীর অন্যপ্রকার দণ্ড জানিবে। কামহেতু সাহসদণ্ডের দশগুণ পরিমাণ দণ্ড হয়। ক্রোধহেতু সাহসদণ্ডের ত্রিগুণ, অজ্ঞানহেতু দুইশত মুদ্রা, বালস্বভাবসুলভ অজ্ঞতাহেতু একশত মুদ্রা দণ্ড হয়। (৬)

জালকারীর দণ্ড।

আর্য্যজাতিরা জালকারী ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, ইহাঁরা মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা শপথ, মিথ্যা ভাষণকে গুরুতর পাপ বলিয়া জানেন। জালকারী ও কূট সাক্ষীকে মনুষ্য-সমাজের কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঋষিরা কূট সাক্ষীর কত নিন্দা করিয়াছেন! তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছেন। মহাপাতকীর যে দণ্ড, সে দণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজা ইহাকে কারাগারে স্থানদানেও শঙ্কিত হইতেন। বিচারকেরাও ইহাকে অশ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এবং যে ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ইহারা পক্ষ সমর্থন করে, তিনিও কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে তাহাকে কি আর কদাচ বিশ্বাস করেন? সে যখন রাজ-দ্বারে দণ্ডিত হয়, তদবধি তাহার আত্মীয়, স্বজন ও পরি-বারবর্গ তাহাকে কি আর সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়?

(৬) কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু॥ ১২১॥ মনু। ৮ম অ।

সেই ব্যক্তিই কি আপনাকে আপনি ধিক্কার দেয় না? তাহার অন্তরাত্মা কি তাহাকে কোন দিন অনুতাপে দগ্ধ করেন না? অবশ্য করিতে পারেন। এইগুলি বিবেচনা করিয়া ঋষিগণ কূট সাক্ষীর দণ্ড অতি ভয়ানক করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে উচিত দণ্ড বিধানপূর্ব্বক স্বদেশবহিষ্কৃত করা হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবল নির্ব্বাসন দণ্ড ছিল। দশবিধ পাপকর্ম্মের সাক্ষীর দশবিধ দণ্ড ছিল। উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, নাসা, কর্ণ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ, ইহার যে বিষয়ের সঙ্গে সংস্রব হেতু যে বিষয়ে কূট সাক্ষ্য হইত, কূটকারীর (জালকারীর) সেই সেই অঙ্গের শাস্তি বিধানপূর্ব্বক নির্ব্বাসন করা প্রসিদ্ধ আছে। (৭)

বিবাহ-বিধি।

শূদ্র জাতি কেবল শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্যা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্যা। ব্রাহ্মণ জাতি চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিজাতিগণ

---

(৭) এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্মনীষিভিঃ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্ম্মনিয়মায় চ ॥ ১২২ ॥
কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাংস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ ॥ ১২৩ ॥
দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥ ১২৪ ॥
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ ॥ ১২৫ মনু। ৮ অ।

অগ্রে সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কামবশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে ক্রমে অসবর্ণা কন্যাও বিবাহ করিতে সমর্থ হয়েন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণকন্যা, তৎপরে ক্ষত্রিয়া, তৎপরে বৈশ্যা ও অবশেষে শূদ্রা কন্যাকেও গ্রহণ করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর তিন বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠক্রমে বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ নহেন। বৈশ্যজাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহ করিতেন। অগ্রে বৈশ্যা পরে শূদ্রা ভার্য্যা স্বীকারে নিন্দনীয় হইতেন না। (১)

ব্রাহ্মণের শূদ্রা ভার্য্যায় নিষেধ না থাকিলেও শূদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদনে ও শূদ্রার সহবাসে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় বলিয়া ইহাঁরা আপৎকালেও কদাচ শূদ্রা ভার্য্যা স্বীকার করেন নাই। মোহবশতঃ যদি দ্বিজাতিগণ অপকৃষ্ট বর্ণের কন্যা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দ্বিজগণ ও তৎসন্ততি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (২)

---

(১) শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ মনু। ৩ অ। ১৩॥
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাম্ প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩ অ। ১২॥

(২) শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ মনু। ৩ অ। ১৭॥
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥ মনু। ৩ অ। ১৪॥
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ১৫॥

বিবাহ অষ্টবিধ। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। (৩)

আটপ্রকার বিবাহের লক্ষণ। ব্রাহ্ম বিবাহ—যে বিবাহে দানকর্ত্তা স্বয়ং বরকে আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহার বরণপুরঃসর সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা দান করেন, সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ কহা যায়। (৪)

দৈব বিবাহ—অতিবিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক (পুরোহিতকে) যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত তদীয় করে সালঙ্কারা কন্যা দানকরার নাম দৈব বিবাহ।

আর্ষ বিবাহ।—ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত এক ধেনু, এক

---

(৩) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ২১ ॥

(৪) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ ২৮ ॥
একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ২৯ ॥
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচোঽনুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৩১ ॥ মনু। ৩য় অ।

বৃষ. অথবা গোমিথুনদ্বয় বরপক্ষ হইতে লইয়া যথাবিধানে সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা দান করার নাম আর্ষ।

প্রাজাপত্য বিবাহ।—এই বিবাহে কন্যাদাতা বরকে ও কন্যাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বলেন, তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর, অদ্যাবধি তোমাদিগের দাম্পত্য চিরসুখদায়ক হউক।

আসুর বিবাহ।—কন্যার পিত্রাদি এবং কন্যাকে যথাশক্তি পণ দিয়া বর আপনি যে স্থলে কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করে, তথায় আসুর বিবাহ কহা যায়।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ।—বর ও কন্যা উভয়ে ইচ্ছানুসারে পরস্পর আত্মসমর্পণপূর্ব্বক যে বিবাহ করে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বলা যায়।

রাক্ষস।—ইহাতে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। কন্যা হরণ কালে কন্যার পিতৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাদিও ঘটে, তাহাতে কখন কন্যাপক্ষেরা হত ও আহত হয়। কন্যাও হা তাত হা মাতঃ বলিয়া রোদন করিতে থাকে।

পৈশাচ।—এ অতি অপকৃষ্ট বিবাহ। সুষুপ্তা, প্রমত্তা, অথবা অনবধানশীলা কন্যাকে নির্জ্জনে পত্নীরূপে ব্যবহার করাকে পৈশাচ বিবাহ বলা যায়। (৫)

---

(৫) ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩ অ। ৩২॥
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩ অ। ৩৩॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩ অ। ৩৪॥ মনু।

আর্য্যেরা অনিন্দিত বিবাহোৎপন্ন সন্তানকেই বংশধর জ্ঞান করিতেন। নিন্দিতবিবাহসম্ভব সন্তানকে বংশের অকীর্ত্তিকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের মতে পশ্চাদ্বর্ণিত পরিণয়গুলি নিন্দনীয়। তাঁহারা উদ্বাহবিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। (৬)

অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার বিপ্রজাতির পক্ষে ধর্ম্ম্য। ক্ষত্রিয়জাতির পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম ও দৈব ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটী ধর্ম্ম্য। বৈশ্য ও শূদ্রের সম্বন্ধে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ এই তিনটী ধর্ম্মজনক বলিয়া ব্যবস্থাপিত আছে।

পূর্ব্বকথিত বিবাহের মধ্যে আর্ষ বিবাহে বরপক্ষ হইতে গোমিথুন লইবার ব্যবস্থা থাকায় ও রাক্ষস বিবাহে বিবাদ বিসংবাদ সহকারে কন্যাহরণরূপ অপকার্য্যনিবন্ধন এবং পৈশাচবিবাহে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নীচাশয়তার কার্য্য বিদ্যমান বশতঃ এই তিনপ্রকার বিবাহ সকল জাতির পক্ষেই অকর্ত্তব্য।

ক্ষত্রিয় জাতি রাজ্যশাসন করিতেন, তাঁহাদিগের বাহুবল ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে কন্যা হরণপূর্ব্বক বিবাহ করা অসম্ভব হইত না, এইনিমিত্ত রাক্ষস বিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে সুসঙ্গত।

বৈশ্য জাতি বণিক্‌বৃত্তি করিত, শূদ্র জাতি সেবাতৎপর ছিল, বরপক্ষে অথবা কন্যাপক্ষে শুল্ক দিয়া বিবাহ করা ইহা-

---

(৬) ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।

দিগের পক্ষে অকীর্ত্তিকর ছিল না। সুসাধ্য বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে উহাই প্রশস্ত। (৭)

আর্য্যজাতি কিরূপ পাত্রে কিরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ সুলক্ষণ জ্ঞান করিতেন, তাহা নির্ণয় করা যাউক।

বিবাহযোগ্যা কন্যা।

যে কন্যা রোগবিহীনা, যাহার অঙ্গবৈকল্য অথবা কোন অবয়বের ন্যূনাধিক্য নাই, যাহার অঙ্গ অধিক লোমে আচ্ছাদিত অথবা একবারেই লোমশূন্য নহে, যাহার বাক্‌চাপল্য নাই, যাহার নয়নদ্বয় বিড়ালের নয়নতুল্য নহে এবং বর্ণ ও কেশ কটা বলিয়া প্রতীতি না হয়, সেই কন্যাই সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিবাহবিষয়ে আর্য্যজাতিদিগের বড় কড়াকড়ী। ইহাঁরা কন্যাগ্রহণ সময়ে অত্যন্ত সাবধানতা দেখান। ইহাঁদিগের মতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও সদাচার-সম্পন্ন না হইলে তদীয় কন্যা পাণিগ্রহণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে। যাহাদিগের কন্যা বিবাহ-কার্য্যে নিন্দিত, তন্মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী দশটী কুল অবশ্য পরিত্যাজ্য বলিয়া পরিগণিত আছে।

---

(৭) চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈবমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥ ৩ অ। ২৪॥
পঞ্চানাস্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন॥ ৩ অ। ২৫॥ মনু।

১ম। যে বংশে ক্ষয়রোগ (অর্শ, রাজযক্ষ্মা, বহুমূত্র প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগ), অপস্মার (মৃগীনাড়া), শ্বিত্র (ধবল), কুষ্ঠ কুনখ, অথবা কোন পৈতৃক পীড়া সংক্রান্ত হইয়া থাকে কিংবা উদরাময়াদি অলক্ষিত পীড়া আছে, সে বংশের কন্যা কদাচ বিবাহ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

২য়। যে বংশের লোকেরা সৎক্রিয়াপরিশূন্য এবং প্রায়ই কোন ব্যক্তির ভাগ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের সংস্রব হয় নাই, সে কুলও প্রার্থনীয় নয়।

৩য়। নিষ্পুরুষ কুলও পরিত্যাজ্য। তাহার কারণ এই, যে বংশে কেবলমাত্র কন্যা জন্মে, সে কুলের কন্যাগ্রহণ করিলে পুত্র সন্তান জন্মিবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। যদি বা পুত্র জন্মে, অনেক সময়ে মাতামহগণ দৌহিত্রকে পুত্রিকাপুত্র করিতেন বলিয়া সহসা সকলে সে বিবাহকে প্রশস্ত মনে করিতেন না। (৮)

---

(৮) মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬॥ ৩ অ।
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥ ৭॥ ৩ অ।
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥ ৮॥ ৩ অ। মনু।

বিবাদ-বিষয়।

আর্য্যজাতির শাসনপ্রণালী অনুসারে বিবাদ অষ্টাদশপ্রকার। ঋষিগণ ঐ অষ্টাদশবিধ বিবাদের নিষ্পত্তিবিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

যে বিবাদের নিষ্পত্তিবিষয়ে যে নিবন্ধকে প্রমাণ জ্ঞান করেন, সে বিবাদ সেই নিবন্ধের যুক্তি অনুসারে বিবেচিত হয়। অষ্টাদশ বিবাদের নাম যথা—ঋণগ্রহণ। নিক্ষেপ। অস্বামি-বিক্রয়। সম্ভূয়সমুত্থান। দত্তাপ্রাদানিক। ভৃত্যবেতনদান-কালশৈথিল্য। সংবিদ্ব্যতিক্রম। ক্রয়বিক্রয়ানুশয়। স্বামিপাল-বিবাদ। সীমাবিবাদ। বাক্‌পারুষ্য। দণ্ডপারুষ্য। স্তেয় বা চৌর্য্য। সাহস (ডাকাতী)। স্ত্রীসংগ্রহ। বিভাগ। দ্যূত। এবং আহ্বয়। (১)

---

(১) অষ্টাদশ বিবাদপদ যথা—

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩ ॥
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥ ৪ ॥
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ ৫ ॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥ ৬ ॥
স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতানি হ ॥ ৭ ॥ মনু। ৮ অ।

১ম ঋণগ্রহণ—১

ইহা আবার ছয়প্রকারে বিভক্ত।

১ম—কোন ঋণ অবশ্যপরিশোধের যোগ্য। ২য়—সুরাপায়ী বা উন্মত্ত কিংবা বেশ্যাসক্ত পিতার কৃত ঋণ পুত্রের পরিশোধ্য নহে। ৩য়—অপ্রাপ্তব্যবহারকালে পুত্র পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধের অযোগ্য। ৪র্থ—প্রাপ্তব্যবহার পুত্রের অগোচরে পিতৃকৃত ঋণ পুত্রের দেয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। ৫ম—প্রোষিত বা অনুদ্দিষ্ট পিতৃকৃত ঋণ বিংশতি বর্ষ পরে পুত্রের অবশ্য দেয় বলিয়া পরিগণিত। ৬ষ্ঠ—বৃদ্ধি (কুসীদ) দিবার প্রতিজ্ঞা থাকিলে সুদ সহিত মূল ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য।

নিক্ষেপ—২

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণে যে আদান প্রদান হয়, তাহার নাম নিক্ষেপ। ইহাও ছয়প্রকার, উহা যথাস্থানে দেখান যাইবে।

অস্বামিবিক্রয়—৩

যে বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই, সেইব্যক্তিকৃত তদ্বস্তুবিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় কহা যায়।

সম্ভূয়সমুত্থান—৪

ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

দত্তাপ্রাদানিক—৫

প্রচলিত কথায় যাহাকে দত্তাপহার কহা যায়।

নারদবচন—

ঋণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথা চ যৎ।

দানগ্রহণধর্ম্মাশ্চ তদৃণাদানমুচ্যতে॥ কুল্লুকভট্টধৃত মনুটীকা

ভৃত্যবেতনাদান—৬

যথাকালে ভৃত্যদিগকে বেতন না দেওয়াকে ভৃত্যবেতনাদান কহা যায়।

সংবিদ্ব্যতিক্রম—৭

কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি অমুক দিন অথবা অমুক পণে এই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত বা প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় অথবা পণ করে, কিংবা লেখ্য দেয় এবং যথাকালে উহা সম্পন্ন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সংবিদ্ব্যতিক্রম বা চুক্তিভঙ্গ কহা যায়।

ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—৮

কোন বস্তু ক্রয় করিয়া তৎকালে বিক্রয় করিয়া যদি কোন ব্যক্তি পরিতাপ করে এবং বস্তুটী মূল্যবান্ বা প্রিয় বলিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ব্ব মূল্যে প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে ও অকৃতার্থ হইলে অনুতাপ করে, তবে এই অনুতাপকে ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় কহা যায়।

স্বামিপালবিবাদ—৯

পশুপালক (রাখাল) ও পশুর অধিকারীর (গৃহস্থের) সঙ্গে যে বিবাদ হয়, তাহার নাম স্বামিপালবিবাদ বলা যায়।

সীমাবিবাদ—১০

ইহা সকল লোকেই জানেন।

বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য—১১

কলহ (গালাগালি) কিংবা মুখবিকৃতাদির নাম বাক্পারুষ্য। কেশাকেশি (চুলোচুলি), মুষ্টামুষ্টি (কিলোকিলি), দণ্ডাদণ্ডি (লাঠা-লাঠি) প্রভৃতির নাম দণ্ডপারুষ্য।

স্তেয় (চৌর্য্য)—১২

চুরির নাম স্তেয়।

সাহস—১৩

বলপূর্ব্বক অন্যের ধনগ্রহণ অর্থাৎ ডাকাতি প্রভৃতি সাহসিক দস্যুকার্য্যকে সাহস কহা যায়।

স্ত্রীসংগ্রহ—১৪

পরস্ত্রীতে রতিকামনায় সম্ভাষণ ও আকার ইঙ্গিতাদি দ্বারা অভিলাষাদি জ্ঞাপন ও দূতীপ্রেরণাদিকে স্ত্রীসংগ্রহ কহা যায়।

স্ত্রীপুংধর্ম্ম—১৫

দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের কর্ত্তব্যবোধে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা হয়, তাহাকে স্ত্রীপুংধর্ম্ম কহা যায়।

বিভাগ—১৬

সহোদরাদি অথবা অন্য দায়াদের সহিত পৈতৃক বিত্ত অংশ করাকে বিভাগ বলা যায়।

দ্যূত—১৭

অক্ষক্রীড়াদিকে দ্যূত কহা যায়।

আহ্বয়—১৮

যে স্থলে ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর সহিত অপর ব্যক্তির শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর যুদ্ধ হয়, এবং ঐ সকল পশুপালকেরা ঐ উপলক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রদর্শনস্থলে পশু-পক্ষ্যাদির যুদ্ধনৈপুণ্যের পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উহাদিগের জয় পরাজয়কে আত্মকৃত জয় বা পরাজয় জ্ঞান করে, তাহার নাম আহ্বয় কহা যায়।

হলসামগ্রীকথন।

পাঠকমাত্রেরই হল দেখা আছে। যদি না থাকে সেটী লেখকের দোষ নহে। যাঁহারা ধান্যবৃক্ষের গাছ চেনেন না তাঁহাদিগের নিমিত্ত হল-চিত্র (লাঙ্গলের ছবি) দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা হল দেখিবার নিতান্ত অভিলাষী ও চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক মাঠে অথবা সুবিধা হইলে কলিকাতার জাদুঘরে যাইয়া দেখিতে পারেন। যিনি নিতান্ত অলস, তিনি যেন সেকেলে শিশুবোধের ক — করাৎ, খ — খরা, গ — গোরু, ঘ — ঘোড়া, ঙ — লাঙ্গল চিত্র দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার বুভুৎসা চরিতার্থ হইতে পারিবে।

আর্য্যগণ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন এমন বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ। আমরা যাহাকে এক্ষণে অতিসামান্য মনে করি, তাহার জন্য কোন চিন্তা করি না পূর্ব্বতন ঋষিগণ সেই সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলার জন্য আপনাদিগের মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেরূপ সহায়তা না পাইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না।

কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, দেখ দেখি পরাশর ঋষির সময়ে আমাদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতিজন্য যতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, অদ্য পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কোন অংশে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, বরং অনেকাংশে অপকর্ষ দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ কৃষকগণকে ও ক্ষেত্রস্বামীদিগকে সর্ব্ব-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, পিতা যতদূর কৃষিকার্য্য জানেন ও তাহাতে যতদূর পারগতা দেখান, পুত্র তদপেক্ষা ন্যূনতা ব্যতীত আধিক্য দেখাইতে পারেন না। কোন্ মেঘে কেমন জল, কোন্ বায়ুতে কিরূপ মেঘ, উৎপন্ন হয় ঋষিগণ তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ ছিলেন। বাহন-লক্ষণ বুঝিতেন, গোশালার দোষ বুঝিতে পারিতেন, বীজের গুণাগুণ নির্দ্ধারণে সমর্থ ছিলেন, বপন ও রোপণ প্রকরণ উত্তম জানিতেন, মৃত্তিকাখনন ও সার দেওয়ার সময়ের রীতি বিশেষ অবগত ছিলেন, কোন্ সময়ে জলসেক ও কোন্ সময়ে জলাগম করা আবশ্যক, তৎসমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে পারিতেন, ক্ষেত্রে জলরক্ষণ ও তাহা হইতে জলমোচন প্রকরণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। আমরা সভ্য, ভদ্র লোক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাকি; আমরা যদি কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে অন্যে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে পারে, সেই ভয়ে ভদ্র-আখ্যাধারী কেহই কৃষিবিষয়ে কোন সন্ধান লয়েন না। এমন কি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে হইলে কি সামগ্রীর আবশ্যক হয়, তাহাও অনেকে জানেন না। যে ভদ্রসন্তান ঐ সকল বস্তুর নাম জানেন বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, হয় ত আমাদিগের পাঠকবর্গের কেহ কেহ তাহাকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া উপহাস করিবেন। এ প্রস্তাব উপহাসরসিক পাঠকের জন্য নহে। তাঁহাদিগের জন্য রসাল রসাল প্রবন্ধ আছে। তাঁহারা ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য বিষয় পাঠ করিতে পারেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি দেখ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অতিক্রান্ত হইতে চলিল, তখনও কৃষিকার্য্যের যাদৃশী অবস্থা ছিল অধুনা তাহার বিন্দুবিসর্গও বৃদ্ধি হয় নাই।

পাঠক, তুমি রাখালের নিকট, কৃষাণের মুখে ও গাড়োয়ানের ঋষভস্বরে, পাঁচনীর নাম শুনিয়াছ ও একহস্তপরিমিত একথানি পশুশাসনদণ্ড দেখিয়াছ। সংস্কৃতে উহার নাম পাচ্চনিকা। সুসভ্য ইংরাজ জাতি ইহার সুসংস্কার করিয়া রুল নাম দিয়াছেন, এবং পুলিষের কনেষ্টবলের করে সমর্পণ করিয়াছেন। উহা তাঁহাদিগের শাসনদণ্ড।

পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত যে একখানি সাপলেজা তালকাষ্ঠ হলের সঙ্গে যোজিত থাকে, তাহার নাম ঈশ (বাঙ্গালা ভাষাতেও উহা লাঙ্গলের ঈশ নামে বিখ্যাত।)

লাঙ্গলে যোজিত বৃষভদ্বয়ের স্কন্ধে যে কাষ্ঠফলক সংস্থাপিত হয়, তাহার নাম যুগ। সংস্কৃত কাব্যকারেরা যাহার সহিত প্রশস্ত বাহুর উপমা দিয়া থাকেন। ইহার নাম যোঁয়াল।

লাঙ্গলের মুড়া যাহাকে বলে, সংস্কৃতে তাহারই নাম স্থাণু।

যাহাকে মুট কহা যায়, সেই বস্তুই নির্যোল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা যুগের ফলের সঙ্গে সমান হইবে।

যুগের পার্শ্বে যে যষ্টি দ্বারা বৃষদ্বয় পরিবদ্ধ থাকে, তাহাকে আড়া বা খিল কহা যায়—সংস্কৃতে তাহার নাম অড্ড, শোয়াল বা সোঁয়াজী।

যাহা ক্ষেত্রের তৃণাদি ভেদ করিয়া মৃত্তিকাবিদ্ধ করিয়া দেয় তাহার নাম বিদা বা বিদাকাঠী। ইহারই নাম শল্য।

আমরা যাহাকে বাঁশুই বা মৈ কহি, তাহার খিলগুলিকে পাশিকা বলা যায়। উহার সংখ্যা একবিংশতি। (১০)

এই অষ্টবিধ দ্রব্য লইয়া পুরাকালে কৃষিকার্য্য হইত, এখনও হইয়া থাকে। তৎকালে পরস্পর শিক্ষা করিত, এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বয়ং সিদ্ধ। প্রমাণ প্রয়োজন আবশ্যক করে না, পূর্ব্বকালে পুঁতি পত্র ছিল, এক্ষণে সেই পুরাণ তুলটের পুঁতি হইতে যাহা পাওয়া গেল, তাই লিখিত হইল। ফালক-পরিমাণ এক হাত পাঁচ অঙ্গুলি। উহার আকার আকন্দ পত্রের সদৃশ করা উচিত; ও চারি হস্ত পরিমিত যুগ করিবার নিয়ম। লাঙ্গলের মুড়া দেড় হাত করা রীতি।

---

(১০) ঈশো যুগো হলস্থাণুঃ নির্যোলস্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শল্যশ্চ পাচ্চনীয়হলাষ্টকম্‌॥
পঞ্চহস্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চবিতস্তিকঃ।
সার্দ্ধহস্তস্তু নির্যোলো যুগঃ কর্ণসমানকঃ।
নির্যোলঃ পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈব চ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানো হি শোলো রত্নিপ্রমাণকঃ॥
সার্দ্ধদ্বাদশমুষ্টির্ব্বা কার্য্যা বা নবমুষ্টিকা।
দৃঢ়া পাচ্চনিকা জ্ঞেয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা॥
আন্ধরো মণ্ডলাকারঃ স্মৃতঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ।
যোত্রং হস্তশ্চতুষ্টঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চকরাত্মিকা॥
পঞ্চাঙ্গুলাধিকো হস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ।
অর্কস্য পত্রসদৃশী পর্শিকা চ নবাঙ্গুলা॥
একবিংশতিশৈলাস্তু বিন্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নবহস্তা তু মদিকা প্রশস্তা কৃষিকর্ম্মসু॥

নিজান (মুট) কর্ণের পরিমাণ দ্বাদশ বা নবমুষ্টি। পাশিকা বা বাশুঁয়ের খিল নয় অঙ্গুলের অধিক করা আবশ্যক ছিল না।

শল্য (বিদা) এক প্রাদেশ উন এক হাত (মুটুস হাত) করা হইত।

রাসরজ্জু বৃষভের নাসিকা হইতে হলচালকের হস্ত পর্য্যন্ত শিথিলভাবে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেক দিকে চারি হস্তের অধিক হইবে না।

পরিবারবর্গের সহিত বিবাদ অযৌক্তিক।

পাঠক, আজি আমরা সভ্য হইয়াছি। সহোদরের সঙ্গে একত্র বাস করিতে সম্মত নহি। নিজ নিজ পুত্র কলত্র-দিগকে বসন ভূষণে পরিশোভিত করিয়া যাদৃশ সুখানুভব করি, সচরাচর ভ্রাতৃভার্য্যাকে তাদৃশ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিতে আন্তরিক অভিলাষ রাখি না—নিরুপায় ভগিনী ও তদীয় পরি-জনদিগকে গলগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি কত কটু-বাক্য ও কত ভর্ৎসনা করিতে থাকি, এবং স্থলবিশেষে কোন কোন ব্যক্তিও সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপা স্নেহময়ী জননীকেও পিতার পরিবার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হন।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদিগের পূর্ব্বতন আর্য্যসন্তানগণ কেমনভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসি-

---

ইয়ং হি হলসামগ্রী পরাশরমুনেস্মতা।
সুদৃঢ়া কর্ষকৈঃ কার্য্যা শুভদা সর্ব্বকর্ম্মণি ॥
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্য চ।
বিঘ্নং পদে পদে কুর্য্যাৎ সর্ব্বকালে ন সংশয়ঃ ॥ পরাশরসংহিতা।

য়াছেন। উপরি-কথিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা যে পরম ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের মতদ্বৈধ ছিল না। তাঁহারা ইহাঁদিগকে এতাদৃশ আন্তরিক ভাল বাসিতেন যে, ইহাঁদিগের সঙ্গে বিবাদেও আপনাদিগের অনিষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত পরকালে নরকদর্শনের ভয়ে ভীত থাকিতেন। সেই ভয়টী ছিল বলিয়াই আমাদিগের পরিবারের প্রতি এত স্নেহ। সুতরাং পরিবারদিগের সঙ্গে বিবাদে সম্মত নহি, ইহাঁদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিতে পারিলে পরম সুখ জ্ঞান করি। যেস্থলে পরিবারগণ ক্লেশনিবন্ধন অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথায় অচিরে সে কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতি স্নেহের পাত্রগণ ও ভৃত্যবর্গের সহিত প্রকৃত জ্ঞানী আর্য্যসন্তানগণ কদাচ নিষ্কারণে বিবাদ করিতেন না এবং এখনও করেন না। ইহাঁরা জানিতেন যে ইহাঁদিগের সহিত বিবাদ না করিয়া যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা ইহাঁদিগের মত খণ্ডনপূর্ব্বক নিরস্ত করিতে পারিলে জগজ্জয়ী হওয়া যায়; এইটী ইহাঁদিগের স্থিরতর সংস্কার। (১)

ইহাঁরা মনে করেন আচার্যকে স্বকীয় মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিলে ব্রহ্মলোক জয় করা যায়। সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পিতাকে

(১) ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯ ॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামিভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥ ১৮০ ॥ মনু, ৪ অ।

অনুরক্ত করিতে পারিলে প্রাজাপত্য লোক জয় করা হয়। ইন্দ্রলোক-জয়াভিলাষী হইলে অতিথির প্রতি সদয় হওয়া উচিত। দেবলোক-দর্শন-বাসনা থাকিলে গুরুপুরোহিতাদির সম্মান ব্যতিক্রম না করাই কর্ত্তব্য। ভ্রাতা, জায়া ও ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গকে অনুরক্ত রাখিতে পারিলে অপ্সরো-লোকাধিকারের ফলভাগী হওয়া যায়। সখার সঙ্গে সখ্য চিরস্থায়ী রাখিতে পারিলে বৈশ্বদেবের সহিত সালোক্যপ্রাপ্তি বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। রসাতলের প্রভুত্ব লাভ করিতে বাসনা করিলে আত্মীয়, স্বজন ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বিবাদ না করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই মর্ত্ত্যভূমিতে চিরসুখী হইতে ইচ্ছা করিলে মাতা এবং মাতুলের সম্মান রক্ষাপূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে তাঁহা-দিগের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পারি-লেই ইহলোকে সুখভাগী ও জয়ী বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়। (২)

---

(২) এতৈর্বিবাদং সন্ত্যজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জ্জিতৈশ্চ জয়তি সর্ব্বান্ লোকানিমান্ গৃহী॥ ১৮১॥
আচার্য্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ।
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশো দেবলোকস্য চর্ত্বিজঃ॥ ১৮২॥
যাময়োঽপ্সরসাং লোকে বৈশ্বদেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনো হ্যপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ॥ ১৮৩॥
আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ॥ ১৮৪॥

মনু। ৪র্থ অ।

নির্দ্ধন, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তিদিগকে সদয়ভাবে তাহাদিগের বাঞ্ছা পরিপূরণপূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে তাহাদিগের সহিত কাল হরণ করিতে পারিলেই দ্যুলোক জয়ের ফলপ্রাপ্তি হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ মান্য ও পূজ্য। ভার্য্যা ও পুত্র স্বকীয় শরীর হইতে ভিন্ন নহে। পত্নী পতির দেহের অর্দ্ধাঙ্গ, পুত্র আত্মস্বরূপ। কন্যা প্রভৃতি সন্ততিবর্গ স্বীয় দেহের অন্যান্য অবয়ব। অনুজীবী, সেবক ও দাসবর্গ ছায়াস্বরূপ। ইহাদিগের সহিত বিবদমান হইয়া তিরস্কার করিলে ইহারা মনঃ-ক্ষুণ্ণ ভাবে অবমাননা সহ্য করে বটে,কিন্তু তদ্দ্বারা কুল নষ্ট হয়। এজন্য মুনিগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা বস্ত্রালঙ্কারে সুখে রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। (৩)

আর্য্যসন্তানগণ কেবল যে স্বীয় ভার্য্যাকে ভরণ পোষণ করিয়া ভর্ত্তা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিলেই ইহ সংসারে কৃতার্থম্মন্য হইতেন, তাহা কদাচ জ্ঞান করা যায় না। কি পতি, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি দেবর, ইহাদিগের মধ্যে যিনিই সংসারের শান্তি-কামনা করেন, তিনিই অবশ্য নিজের বিভব অনুসারে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় স্ত্রী

(৩) পিতৃভিভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ৫৫॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৫৬॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৫৭॥ মনু, ৩ অ।

ও পরিজনদিগকে উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিবেন। (৪)

ইঁহাদিগের মতে যে পরিবারের স্ত্রীপরিজন সর্ব্বদা সম্প্রীতির সহিত কাল হরণ করে, সে কুলে দেবতাগণ পরিতুষ্ট থাকেন। স্ত্রীজাতি বসন ভূষণাদি দ্বারা বিভূষিত হইলেই সন্তোষ লাভ করে; যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীজাতিরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত না হয়, সে কুলের স্ত্রীজনেরা সর্ব্বদা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক শোক করে। তাহাদিগের ক্ষোভ-নিবন্ধন পরিবারমধ্যে অনিষ্ট-বীজ রোপিত হয়। সেই অপ্রীতি-জনক বিচ্ছেদ-বীজ বদ্ধমূল হইলেই সুখময় সংসার-তরু নিষ্ফল ও সংসারী ব্যক্তির ক্রিয়া পণ্ড হয় এবং অতি শীঘ্র বংশলোপ হইয়া আইসে, পরিজনদিগের সম্প্রীতি দ্বারা বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ভগিনী, পুত্রবধূ, পত্নী, কন্যা প্রভৃতির অভিশাপ দ্বারা কুলের ধ্বংস হয়। যে কুলে ভার্য্যা ও ভর্ত্তার প্রণয় না থাকে, সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর আন্তরিক প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়, তথায় কুলদেবতা পরিতুষ্ট থাকেন; তন্নিবন্ধন সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্থিরী-কৃত হয়। (৫)

---

(৪) জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৫৮॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ ৫৯॥

(৫) সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥৬০॥ মনু। ৩ অ।

বিবাহবিষয়ক আচার।

পাঠকগণের প্রায় অনেকেই আর্য্যজাতির বিবাহ দর্শন করিয়াছেন। বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে অন্যান্য ইতি-কর্ত্তব্যতা যাহা আছে, তাহার সকলগুলি সর্ব্বজাতির পক্ষে সমানরূপে ব্যবহৃত হয় না। যেগুলি সচরাচর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারই কতকগুলি অদ্য লিখিত হইল। বিচারক-গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ঐগুলি কি জন্য কৌলিক আচারের অনুশাসনে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেদীপ্যমান আছে। বোধ হয় ইহাতে অবশ্য কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইজন্যই এতকাল ঐগুলিই আর্য্যসমাজে সমান আদরে আচরিত হইয়া আসিতেছে।

আর্য্যজাতির সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যেই হরিদ্রামার্জ্জন করা চির প্রথা, ইহা সকলেই জানেন। বিবাহেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন লক্ষিত হইবে? বিবাহের প্রাক্কালে বর ও কন্যার হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয়, তাহার নাম কৌতুকসূত্র। ঐ সূত্র দ্বারা বর ও কন্যাকে অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়। কৌলিক আচার ব্যবহার পরে দেখান যাইবে। এক্ষণে ইহাই যুক্তি দ্বারা ও শাস্ত্রের বচন দ্বারা প্রমাণ করা যাউক যে, কিজন্য পরস্পর হস্তধারণ করে ও কি জন্য উভয়ের উত্তরীয় বস্ত্র বন্ধন দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয়।

এক্ষণে আমরা যত বিবাহ দেখিতে পাই তৎসমস্তই সবর্ণা-বিবাহ, সুতরাং বিবাহের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাণিগ্রহণই দেখিতে পাই। বস্ত্রের দশা (ছিলা) গ্রহণও তৎসঙ্গে সঙ্গেই

থাকে এবং মাল্যবদলরূপ পরস্পরের অনুরাগ ও শুভদৃষ্টিও দেখিতে পাই। অপর কয়েকটী বিষয় অসবর্ণাবিবাহ নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে।

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়-কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইতেন, তৎকালে ঐ কন্যা বরের ধৃত শরের (বাণের) প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিণী, উক্ত ব্রাহ্মণরূপ বরের করগ্রহণযোগ্যা নহে। অর্থাৎ তদীয় পিতৃকুল বরের সমকক্ষ নহে, তাহাই দেখান হয়।

বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বরে অভিলাষিণী হইলে সেই কন্যা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বরের করস্পর্শাধিকারিণী হয় না। বিবাহকালে উক্ত জাতিদ্বয়ের বরের হস্তস্থিত পাচনী অর্থাৎ গোতাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত। (৬)

বিচারমার্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহাই স্পষ্ট লক্ষিত হয় যে, যে স্থলে সবর্ণা-বিবাহ হয়, তথায় পরস্পর পাণিগ্রহণকরা শাস্ত্রসিদ্ধ। তদনুসারে বরের বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কন্যার দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিগৃহীত হয়। যাবৎ বিবাহকার্য্য সমাধা না হয়, তাবৎকাল উভয়ের করে উভয়ের কর সংলগ্ন থাকে, এবং উভয়ের উত্তরীয়-বস্ত্র-প্রান্তের গ্রন্থি দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে। সজাতীয়া ও সমানবর্ণা কন্যা-

---

(৬) পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৪০ ॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥ ৪১ ॥ মনু। ৩ অ।

গ্রহণস্থলে ঋষিগণ বস্ত্রের দশা-(ছিলা)-গ্রহণ বিধান করেন নাই। যে স্থলে শূদ্রকন্যা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের গলে মাল্য-দান অভিলাষ করেন, তথায় বরের করগ্রহণের ব্যবস্থা (পাণি-পীড়ন) লিখেন নাই। অর্থাৎ ঐ কন্যার পিতৃকুল বরের নিকট করস্পর্শযোগ্য নহেন। ঐ কন্যা পাণিগ্রহণ-মন্ত্র দ্বারা বরের কুলে পরিগৃহীত হইলে সেই কন্যা পাণিপীড়নযোগ্যা হয়। গান্ধর্ব-বিধানে বিবাহ-সিদ্ধি স্থলেই মাল্যবদলের ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদিগের সমাজে অগ্রে মাল্যবদল, তৎপরে শুভদৃষ্টি, তৎপরে বস্ত্রের প্রান্তে প্রান্ত বন্ধন, তৎপরে পাণিপীড়ন দেখা যায়।

ব্যবহার-বিষয়।

পাঠক, তুমি মনে করিয়াছ আর্য্যজাতির বিচারকেরা কিরূপ অভিযোগে কিরূপ ব্যবহার অনুসারে সময় ক্ষেপণ করিতেন, তাহার ব্যবস্থাগুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে, সর্ব্ববিষয়েরই সুনিয়ম ও সুরীতি ছিল।

চুরি, ডাকাতি, পারদারিক কার্য্য, নরহত্যা ও মৃত্যু বিষয়ে, অভিচারাদি অসদ্ব্যবহার, গোধনের অনিষ্ট-সম্বন্ধে, কুলস্ত্রীর অপ-বাদ বিষয়ে এবং পরপরিবাদ স্থলে সময়ক্ষেপ করিবার বিধি নাই, এবংবিধ কার্য্য জন্যও সাহসিক কার্য্যের বিবাদ স্থলে, সদ্যঃ বিচার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। শান্তিকার্য্যের বিবাদ স্থলে, উপযুক্তরূপে সময় দেওয়ার রীতি আছে; তবে পূর্ব্বোক্ত-কার্য্যঘটিত সমস্ত বিবাদ স্থলেই যে অভিযোগ উপস্থিত হইবা-

মাত্র তাহার নিষ্পত্তি হয়, তাহা নহে। কার্য্যের লাঘব গৌরব, ব্যক্তিবিশেষের পীড়া, ক্ষতি ও বৃদ্ধির তারতম্য বিবেচনায় নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমও ঘটে। অভিযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাতে সংখ্যাপাত হয়। উপস্থিতির পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনায় যথাক্রমে বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কখন কখন প্রয়োজন অনুসারে নিষ্পত্তির অগ্রবর্ত্তিতা ও পশ্চাদ্বর্ত্তিতাও ঘটে (৭)। আবশ্যক হইলে সদ্য সদ্যই বিচার নিষ্পত্তির বাধা থাকে না।

---

(৭) সাহসস্তেয়পারুষ্যো গোঽভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াম্।
বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ॥ বৃহস্পতিসংহিতা।
সদ্যঃকৃতেষু কার্য্যেষু সদ্য এব বিবাদয়েৎ।
কালাতীতেষু বা কালং দদ্যাৎ প্রত্যর্থিনে প্রভুঃ॥
ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদসংহিতার বচন।

পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলম্।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেতদুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ॥
মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্ন্যায়শ্চোত্তরা প্রোক্তাশ্চত্বারোঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ॥
অভিযুক্তোঽভিযোগস্য যদি কুর্য্যাদপহ্নবম্।
মিথ্যা তত্তু বিজানীয়াদুত্তরং ব্যবহারতঃ॥
শ্রুত্বাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তৎ প্রতিপদ্যতে।
সা তু সম্প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ শাস্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতা॥
অর্থিনাভিহিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা।
প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ॥
আচারে নাবসন্নোঽপি পুনর্লেখয়তে যদি।
সোঽভিধেয়ো জিতঃ পূর্ব্বং প্রাঙ্ন্যায়স্তু স উচ্যতে॥
বৃহস্পতিবচন। ব্যবহারতত্ত্ব।

সাক্ষ্য প্রকরণে অভিযোগের বিষয়, পূর্ব্বপক্ষ ও লেখ্য প্রভৃতির কতক অংশ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে অভিযোগের উত্তর পক্ষ অবতারণা করা গেল। পূর্ব্বে "পক্ষ"-বিষয় দেখান গিয়াছে, তাহার সহিত মিলন কর।

অভিযোগের উত্তর শব্দে কি বুঝায়? যে বাক্য পূর্ব্বপক্ষকে নিরাস করিতে সমর্থ, প্রকৃত বিষয়োপযোগী ও বিষয়ান্তরে সংক্রান্ত না হয়, যে বাক্য অসন্দিগ্ধ বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মে, পূর্ব্বাপর বাক্যের কোনপ্রকারে বাধক না হয়, নিরাকুল এবং সকলের বোধগম্য হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা উত্তর শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন ঋষির মতে যদ্দ্বারা বাদ-বাক্য খণ্ডন করা যায়, তাহারই নাম উত্তর। কোন কোন ঋষির মতে প্রতিপক্ষের বাক্যমাত্রকে উত্তর স্থলে গণনা করা যায়।

উত্তর চতুর্ব্বিধ—যথা, মিথ্যা, সম্প্রতিপত্তি, প্রত্যবস্কন্দন এবং প্রত্যঙ্‌ন্যায়।

বাদীর অভিযোগে যে সাধ্য লিখিত থাকে, প্রতিবাদী যদি তাহার অপহ্নব করে, তাহা হইলে ঐ উত্তরকে মিথ্যা জ্ঞান করা যায়। যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহার নাম সত্যোত্তর। স্বীকারবাক্যের কোন কোন স্থলে উত্তরগুলিতে আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা থাকে। বিচারকগণের নিকট মিথ্যাবাক্য প্রধানতঃ সাধ্যনির্দ্দেশাদি দ্বারা ধৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার।

আর্য্যজাতিরা খাদ্য বস্তুমাত্রকেই অন্নশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তণ্ডুল ও যবে অন্নশব্দের মুখ্যার্থ দেখা যায়। আম ও পক্ক ভেদে অন্ন দুইপ্রকার। যাহা অগ্নিসংযোগে সিন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ করা হয়, তাহার নাম পক্ক, এবং যাহাতে অগ্নি সংযুক্ত হয় না, তাহার নাম অপক্ক। আমান্ন শব্দে অপক্ক তণ্ডুলকে নির্দ্দেশ করেন, পক্ক তণ্ডুলে সিদ্ধান্নের ব্যবহার দেখা যায়, অন্নশব্দে সামান্যাকারে এইমাত্র অর্থ-প্রাপ্তি হইতেছে— কিন্তু ব্রাহ্মণজাতির যাচ্ঞানিবৃত্তি-মানসে জাতিবিশেষের প্রদত্ত অন্নের অর্থ কোথাও এমন সঙ্কোচ এবং কোনস্থলে তাহার এরূপ প্রশংসাপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণজাতির ভিক্ষা-বিষয়ে ইচ্ছার নিবৃত্তি ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষেত্রস্বামিগণ নিঃশেষরূপে ধান্যাদি সংগ্রহপুরঃসর ক্ষেত্রত্যাগ করিলে তথায় স্থানে স্থানে যে দুই একটি ধান্যাদি পতিত থাকে, তাহার সংগ্রহের নাম উঞ্ছবৃত্তি। পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে যে সকল শস্য পতিত থাকে, কেবল তাহার অগ্রভাগ মাত্র গ্রহণের নাম শিলবৃত্তি। প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহা উপস্থিত হয় তাহার নাম "অমৃত"। যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর নাম মৃত। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজহস্তে কর্ষণলব্ধ বস্তুর নাম প্রমৃত।

ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রথমে শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলে অযাচিত-লব্ধ বস্তু দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দূষ্য নহে, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া

যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর নিন্দা করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষেত্র-কর্ষণ অতি নিন্দিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ দুইটী বৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে এককালে প্রতিষিদ্ধ করা হইল।

যদিও যতি, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ভিক্ষা নিন্দনীয় নহে, তথাপি স্বয়ং যাচ্ঞা করা অপকর্ষ ও নিন্দনীয় বৃত্তির মধ্যে গণ্য। ইহাঁদিগের মতে ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণদিগকে যাচ্ঞা না করিতে যে আমান্ন দেন, তাহার নাম অমৃত। ক্ষত্রিয়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণমাত্রকে যে সমস্ত অযাচিত আম তণ্ডুলাদি দেন, তাহার নাম পায়স, অর্থাৎ ঐ তণ্ডুলাদি ক্ষীরসদৃশ। ঐ বস্তু ভক্ষণে শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যাধান হইতে পারে। বৈশ্যদত্ত অযাচিত আম তণ্ডুলের তাদৃশ প্রশংসা বা অপ্রশংসা নাই। উহা প্রকৃত খাদ্যবস্তুরূপেই গণ্য হয়। ইহার গ্রহণ ও ভক্ষণে মনঃ সঙ্কুচিত বা পাপস্পর্শ হয় না। শূদ্রদত্ত আমান্ন শোণিতসদৃশ অপবিত্র, অর্থাৎ ঐ তণ্ডুলাদি ভক্ষণে শরীর ও মনে পাপ স্পর্শ করে ও আত্মা সঙ্কুচিত হয়।

সামান্যতঃ এইমাত্র ব্যবস্থা দেখা যায় যে, শূদ্রের প্রদত্ত অপক্ব বস্তুমাত্র অন্নশব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রকর্ত্তৃক পক্ব দ্রব্য-গুলি উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এই হেতুবশতঃ শূদ্রের দত্ত বস্তু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সামান্যাকারে নিষেধ দেখা যায়। তবে স্থলবিশেষে, কালবিশেষে, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত দানস্বীকারে পুরাকালে দোষ ছিল না। অধুনা কলিকালের প্রারম্ভে কতিপয় স্থল ব্যতীত নিষেধ দেখা যায়।

গৃহী ব্যক্তিবর্গ অতিথি-সৎকারাদি পিতৃযজ্ঞের বিধানবাসনায় সচ্ছূদ্রের প্রদত্ত ভিক্ষাস্বরূপ অযাচিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন।

যে শূদ্র বিশুদ্ধবংশসম্ভূত, দ্বিজভক্ত, হবিষ্যাশী এবং বৈশ্য-বৃত্তি দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরাশর মুনি সচ্ছূদ্র শব্দে পরিগণিত করিয়াছেন। (৮)

খাদ্য ও দান গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা ক্রমশঃ দেখান যাইবে।

চিত্রনৈপুণ্য।

পাঠক, তুমি বিলাতীয় চিত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ। তুমি মনে কর, আর্য্যজাতি এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি সেপ্রকার জ্ঞান করেন তাঁহার সেটী ভ্রম। অবনীমণ্ডলে যত জাতি আছেন, তন্মধ্যে ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ মনস্তত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পথ-

---

(৮) ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥ ৫॥ মনু। ৪ অ।
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য স্বন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতম্॥ ৩॥
আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্কঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জয়েৎ॥ ৪॥
কণভিক্ষাং নিরাকুর্য্যাদ্যদি কুর্য্যাদবৃত্তকঃ।
সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্ব্বন্ন তদ্দোষেণ লিপ্যতে॥ ৫॥
বিশুদ্ধান্বয়সম্ভূতো নিবৃত্তো মদ্যমাংসতঃ।
দ্বিজভক্তো বণিগ্বৃত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৬॥
পরাশরসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

প্রদর্শক, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। ঐ মনস্তত্ত্বে আত্মার বিচার আছে। আত্মার উপমানস্থলে চিত্রের চারি প্রকার অবস্থা অবতারণা করা হইয়াছে। যে বিষয়টী আপামর সাধারণের বোধগম্য হয়, তাহারই সহিত জ্ঞানকাণ্ডের উপমা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপদেশ-পথ পরিষ্কৃত করা গিয়া থাকে। উপমান ও উপমেয় পরস্পর সমান অবস্থায় না থাকিলে তুলনা সুসিদ্ধ হয় না। ভারতীয় চিত্রনৈপুণ্যের এতাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, যে আত্মার অবস্থাভেদ বুঝাইবার জন্য চিত্রের অবস্থাগত ভেদের সহিত আত্মার অবস্থান্তর-সাদৃশ্য দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের চিত্রবিষয়ে নৈপুণ্য ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ চিত্রকর্ম্মের বাহুল্য বা প্রশংসা ছিল না। তাহার প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য আমাকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যকৃত পঞ্চদশী দেখ, চিত্রবিষয়ক অবস্থান্তর দেখিতে পাইবে। (৯)

---

(৯) যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
তৎ পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়স্তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্যামিসূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে॥
স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ॥
স্বতশ্চিদন্তর্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈষ বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ॥

বেদান্তদর্শন। পঞ্চদশীতত্ত্ব।

আমাদের পাঠকবর্গের কেহ কেহ কহিতে পারেন সে অবস্থাগত সচরাচর সাধারণ চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল না। চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল কি না সেটী পরে বিচার্য্য। অগ্রে ইহাই প্রদর্শন করা উচিত যে, চিত্রকার্য্যে সকলেরই উৎসাহ ছিল, নৈপুণ্য ছিল, অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক অভ্যাস করিত। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির গ্রন্থ দেখ, তাঁহাদিগের সময়েও কারু-কার্য্যের ও চিত্রনৈপুণ্যের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইবে।

শ্রীহর্ষ অতি প্রাচীন, খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাঁহার রত্নাবলীতে সাগ-রিকা কর্ত্তৃক বৎসরাজের চিত্র দেখ। যদি বল, রাজকন্যার পক্ষে চিত্রশিক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি সামান্য স্ত্রীলোক ও সামান্য মনুষ্যমাত্রের নৈপুণ্য দেখা যায়, তবে ঐ বিষয়ের বাহুল্য-প্রচার ও সকলেরই ঐ বিষয়ের রসাস্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য ছিল, ইহা একপ্রকার স্বীকার করিতে হয়।

সাগরিকাকৃত রাজার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সাগরিকার সখী সুসঙ্গতা-নাম্নী দাসী ঐ ছবির বামভাগে সাগরিকার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে। উহা দেখিয়া রাজা মোহিত হইয়াছিলেন(১০)।

---

(১০) সুসঙ্গতা। উপবিশ্য ফলকং গৃহীত্বা দৃষ্ট্বা চ। সহি কো এসো তুএ আলিহিদো?

সাগরিকা। পউত্তমহূসবো ভঅবং অণঙ্গো।

সুসঙ্গতা। সস্মিতম্। অহো দে ণিউণত্তনং! কিং উন সুউণং বিঅ

মহাকবি কালিদাসও খৃষ্টের জন্মের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের কৃত চিত্রনৈপুণ্যের বিষয় পাঠ কর, দেখিবে তৎকালপর্য্যন্তও চিত্রকর্ম্মের সারগ্রাহিতা ছিল। কবিরাও চিত্রের ভাল মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতে নিপুণ ছিলেন। (১১)

চিত্তং পড়িভাদি, তা অহং পি আলিহিঅ রইসনাহং করিস্সং। বর্ত্তিকাং গৃহীত্বা নাট্যেন রতিব্যপদেশেন সাগরিকামালিখতি।

সাগরিকা। বিলোক্য সক্রোধম্। সহি সুসঙ্গদে, কীস তুএ অহং এত্থ আলিহিদা?

সুসঙ্গতা। বিহস্য। সহি, কিং অআরণে কুপ্পসি? জাদিসো তুএ কামদেবো আলিহিদো, তাদিসী মএ রই আলিহিদেত্তি, তা অন্নহাসংভাবিণি, কিং তুএ এদিনা আলবিদেণ, কহেহি সব্বং বুত্তন্তং।

* * * *

রাজা। ফলকং নির্ব্বর্ণ্য।

কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য, সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে,
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ,
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥

রত্নাবলী। দ্বিতীয়াঙ্ক।

(১১) মিশ্রকেশী। অহ্মো এসা রাএসিণো বত্তিআলেহণিউণদা, জাণে পিঅসহী মে অগ্গদো বট্টদিত্তি।

* * * *

রাজা। তথাহি।

মহাকবি ভবভূতিও কালিদাসের সমকক্ষ কবি, তিনি তাঁহার সীতাকে যে চিত্রপট প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে চিত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য আছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির কৌমার, কৈশোর ও যৌবনাদিভেদে নানা অবস্থা ও নানাবিধ রূপ ঘটিয়াছে। একখানি চিত্রপটে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবিধ অবস্থাগত চিত্র কেমন বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রের বর্ণন দ্বারা অবস্থান্তর পর্য্যন্ত কেমন স্মরণ করা-

---

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং, নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা,
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং,
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব, স্মেরা চ বক্তীব মাম্॥

* * * *

বিদু। ভো তিন্নিআ আইদিও দীসন্তি, সব্বাও জ্জেব্ব দংসণীআও, তা কদমা এত্থ তত্থভোদী সউন্তলা।

* * * *

রাজা। ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি?

বিদু। নির্বর্ণ্য। তক্কেমি জা এসা সিঢিলকেসবন্ধণুব্বন্তকুসুমেণ কেসহত্থেণ বন্ধসেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ণমিদসাহাহিং বাহুলদাহিং উস্‌সসিদণীবিণা বসণেণ অ ঈসী পরিস্‌সন্তা বিঅ অবিসে অসিণিদ্ধদর-পল্লবস্‌স বালচূঅরুক্‌খস্‌স পাস্‌সে আলিহিদা, এসা তত্থভোদী সউন্তলা, ইদরাও সহীওত্তি।

রাজা। নিপুণো ভবান্, অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহ্নম্।
স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশাদ্রেখা প্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনা।
অশ্রু চ কপোলপতিতং লক্ষ্যমিদং বর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তল। ষষ্ঠাঙ্ক।

ইয়া দিতেছে, অধিক প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যকতা নাই, একটি দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। (১২)

লক্ষ্মণ কহিলেন, এই অযোধ্যার প্রতিকৃতি। রাম অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সখেদে কহিলেন, ভাই! সমুদায় স্মরণ হইতেছে। পিতা যে সময়ে জীবিত ছিলেন, আমরা প্রথম বয়সে নূতন দার-পরিগ্রহ করিয়াছি, জননীবর্গ আমাদিগকে সস্নেহনয়নে দৃষ্টি-পূর্ব্বক আমাদিগের চিত্তবিনোদনে পরম প্রীতি লাভ করিতে-ছেন। আমাদিগের সে সকল অমৃতায়মান ও পরমানন্দের দিন একেবারে গত হইয়াছে। তেমন সুখকর দিন আর আসিবে না।

সহৃদয় পাঠকগণ! অপর চিত্রগুলি নিজে পাঠ করিয়া দেখ। বুঝিতে পারিবে।

---

(১২) রামঃ। সাক্ষেপম্। বৎস! বহুতরং দ্রষ্টব্যমন্যতো দর্শয়।

সীতা। সস্নেহবহুমানং নির্ব্বর্ণ্য। সুট্ঠু সোহদি অজ্জউত্ত, এদিণা বিণঅমাহপ্পেন।

লক্ষ্মণঃ। এতে বয়মযোধ্যাং প্রাপ্তাঃ।

রামঃ। সাস্রম্। স্মরামি হন্ত স্মরামি।

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।

মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥

ইয়মপি তদা জানকী।

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-

র্দশনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।

ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-

রকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতুহলমঙ্গকৈঃ॥

উত্তররামচরিত। প্রথমাঙ্ক।

আশ্রম।

ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণকে একদিনের জন্যও অনা-শ্রমী থাকিবার আদেশ নাই, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে আশ্রমাবলম্বন ব্যতীত ইহলোকে ধর্ম্মকার্য্য সমাধা করিবার উপায়ান্তর দেখা যায় না।

আশ্রম চারিপ্রকার। যথা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও ভৈক্ষ্য। ভৈক্ষ্য ব্যতীত অপর তিনটীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার দেখা যায়। বৈশ্যের পক্ষে শেষ দুই আশ্রম নাই। শূদ্রজাতি একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রম দ্বারাই অন্য তিন আশ্রমের ফলাধি-কারী হয়েন। ব্রাহ্মণের পক্ষে চারি আশ্রমেরই অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব ও অবশ্যকরণীয়তা দৃষ্ট হয়। (১)

উপনয়ন সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার জন্মে। বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃত হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার হয়। উপ-যুক্ত পুত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া বয়ঃক্রমের তৃতীয় ভাগে বনবাসী হওয়ার নাম বানপ্রস্থ্য। শেষাবস্থায় কামনা-শূন্য হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করার নাম ভৈক্ষ্য বা যতি-ধর্ম্ম।

---

(১) চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥ বামনপুরাণ।

উপনয়নের কাল।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইলে সাবিত্রী-মন্ত্র গ্রহণ ভিন্ন উপনয়ন-সংস্কার সিদ্ধ হয় না।

উপনয়ন-সংস্কারসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্ভাষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গর্ভৈকাদশ বর্ষ, বৈশ্যের বিষয়ে গর্ভদ্বাদশ বর্ষ প্রশস্ত কাল। ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌণ কাল গর্ভসময়সমেত আষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয় জাতির উপনয়নের গৌণ কাল দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত। গর্ভ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বৈশ্যজাতির সাবিত্রীগ্রহণের গৌণ কাল ধরা গিয়া থাকে। (২) এই কালমধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্যের উপনয়ন না হইলে ইহাঁরা সকলেই ব্রাত্য অর্থাৎ শূদ্রভাবাপন্ন ও পতিত হয়েন।

পুরুষজাতির পক্ষে এই বিধান নির্ণীত হইয়াছে। এই কল্পে অর্থাৎ বরাহকল্পের স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার-কালে স্ত্রী-জাতির উপনয়ন-সংস্কার দেখা যায় না। শূদ্রজাতির ন্যায় নারীগণ বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা হইলেই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে অধি-কারিণী হয়েন। যদিও পূর্ব্বকালে স্ত্রী, শূদ্র, ও দ্বিজাভাষ-দিগের বেদাধ্যয়ন, বেদের অধ্যাপনা এবং সাবিত্রী-গ্রহণে অধি-কার ছিল, তথাপি অধুনা স্ত্রীজাতির উপনয়নাদি দেখা যায় না। ইহাঁরা তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে ঈশ্বরোপাসনার কার্য্যে সম্যক্‌রূপে অধিকারী হয়েন না।

---

(২) গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৭ ॥
আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতেবিশঃ ॥ ৩৮ ॥ মনু। ২ অ।

উপনয়ন-সংস্কার-দিনাবধি দ্বিজসন্তানগণকে গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। সাঙ্গোপাঙ্গ বেদে অধিকার না জন্মিলে গুরুকুলেই অবস্থান করিতে দেখা যাইত। দ্বিজগণ কৃতোপনীত, কৃতকৃত্য, অন্ততঃ বেদত্রয়ের কোন এক বেদে পারদর্শী না হইলে গুরুর নিকট গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না। কৃতবিদ্য হইলে কৃতস্নাত হইয়া সমাবর্ত্তন-ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক গার্হপত্য অগ্নির আরাধনার সহিত দারপরিগ্রহ করিতেন (৩)।

শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণগণকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু প্রধানতঃ দ্বিজমাত্রকেই উদ্দেশ করিয়া বিধিবাক্য বলাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। যে জাতির যে বিষয়ে অনধিকার, তাহার তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠান অকরণীয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে অনেক পুরুষ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁহারা চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, দারপরিগ্রহ করিতেন না (৪)। স্ত্রীজাতির মধ্যেও চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বনে

---

(৩) বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ ॥ ২ ॥
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ৪ ॥ মনু। ৩ অ।
অথাগ্ন্যোর্গৃহ্যযোগাৎ সপত্নীভেদজাতয়োঃ।
সহাধিকারসিদ্ধ্যর্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥

(৪) যস্তূপনয়নাদেতদামৃত্যোর্ব্রতমাচরেৎ।
স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ব্যাসসংহিতা।১ম অ।

কাহাকেও না দেখা যাইত, এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা গৃহের বাহিরে অবস্থান করিতেন না। স্বগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্ম-চর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। স্বগৃহে যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন। ব্রহ্মচারিণীগণও ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় শিষ্যগণকে বেদের শিক্ষা দিতে সমর্থ ছিলেন।

পূর্ব্বকালে দ্বিজাতির ললনাগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক ভাগ ব্রহ্মচারিণী বা ব্রহ্মবাদিনী, অন্য ভাগ সদ্যোবধূ নামে বিশেষ বিখ্যাত। উভয়েরই উপনয়ন-সংস্কার হওয়ার বিধি দেখা যায়। সদ্যোবধূগণের উপনয়ন হইবামাত্র বিবাহ-সংস্কার হইবার বিধান ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু উপনয়ন সংস্কার পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ পাদ্ম কল্পে ছিল বলিয়া বিবেচিত হয় (৫)। এখন বরাহ কল্প চলিতেছে। বর্ত্তমান কল্পে স্ত্রীজাতির উপ-নয়ন নাই, সাবিত্রীগ্রহণে অধিকার নাই। এইখানে শাস্ত্রের বিধি সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এবং শিষ্টাচার-ক্রমে তান্ত্রিক মন্ত্রই সার হইয়াছে। পুরুষের বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রে সমান অধিকার, সুতরাং এ কল্পে স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সং-স্কারের পরিবর্ত্তে কোন নূতন সংস্কার দেখা যায় না। বিবাহ

---

(৫) যত্তু হারীতঃ। দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মচারিণ্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মচারিণীনাং ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভৈক্ষ্যচর্য্যা। সদ্যোবধূনামুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্য ইতি। তত্তু যুগান্তরবিষয়ম্।

পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥

অস্মিন্ কল্পে অন্যশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রাপ্তম্।

ও পুনঃসংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে স্ত্রীজাতি তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। তৎকাল হইতে শিষ্যগণকে তৎকুলের কুলাচার অনুসারে তান্ত্রিক ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ ললনা পতি ও পুত্র বিহীনা হয়েন, কিংবা শিষ্যের বয়ঃকনিষ্ঠারূপে অবধারিত হয়েন, তদবস্থায় ঐ নারী শিষ্যকে মন্ত্র দিতে সমর্থ হয়েন না।

দ্বিজাতিগণকে এক দিনও আশ্রমবিহীন হইয়া থাকিবার বিধি নাই। চারি আশ্রমের গ্রহণ-বিষয়ে গার্হস্থ্য অবলম্বনের পর ক্রমে অন্য দুই আশ্রমে অধিকার হয় (৬)। কিন্তু বিষয়োপভোগে ইচ্ছা না থাকিলে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ ব্যতিরেকেও ব্রহ্মচর্য্য হইতে এককালে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধা দেখা যায় না (৭)।

---

(৬) অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥
দক্ষসংহিতা। ১ম অ।

(৭) সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজেদকৃতোদ্বাহঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥
প্রব্রজেদ্ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রব্রজেচ্চ গৃহাদপি।
বনাদ্বা প্রব্রজেদ্বিদ্বানাতুরো বাথ দুঃখিতঃ॥
পরাশরভাষ্যধৃত অগ্নিপুরাণ।

গার্হস্থ্য আশ্রম।

সংসারের সারভূত, অন্য তিন আশ্রমের হেতুভূত, সর্ব্ব-প্রাণীর উপজীব্যস্বরূপ যে আশ্রম, তাহার নাম গার্হস্থ্যাশ্রম। এই আশ্রমের মূল কোথা প্রোথিত আছে, এবং কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া আছে, এই আশ্রমের ফলই বা কি, এবং তদবলম্বনে সুখই বা কি হয়, তাহার নির্দ্ধারণ করা উচিত।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখা গেল যে, গৃহই গার্হস্থ্যাশ্রমের মূল। এক্ষণে দেখা যাউক, যে, গৃহ শব্দে কি বুঝায়? শাস্ত্রকারেরা গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহিণীবর্জ্জিত গৃহকে বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (৮)। গৃহিণীশব্দে যথাবিধি বিবাহিতা সবর্ণা পত্নীকে অভিহিত করে। পত্নীর একটী নাম দার। দারক্রিয়া বলিলে বিবাহরূপ সংস্কার বুঝিতে হয়। বিবাহ-সংস্কার দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মে। পতি-পত্নীত্ব-বোধক সংস্কারের নাম বিবাহ। বিবাহক্রিয়া দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ একাঙ্গ, একপ্রাণ, একমন ও অভিন্নপ্রকৃতি হইয়া যান। তৎকালে পরস্পর পরস্পরের শুভ-চিন্তায় রত হয়েন। কেহ কাহারও ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। উভয়ের মন, প্রাণ ও দেহ এক হইলে পরস্পরের মধ্যে এক

---

(৮) ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্ ॥ বৃহৎপরাশরসংহিতা।

অপূর্ব্ব সুখসংবেদ্য মধুর ভাব জন্মে। সেই মধুর ভাব হইতে সৃষ্টিমূলক পুত্রোৎপত্তি হয়। পুত্রজনন দ্বারা সংসারের স্থিতি, কুলসন্ততির বৃদ্ধি, ও পুন্নাম-নরক নিস্তার হইয়া থাকে (৯)।

আর্য্যজাতির সমস্ত ক্রিয়াই ধর্ম্মমূলক, সুতরাং পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রস্বরূপ দারপরিগ্রহ কার্য্য কেন ধর্ম্মের অননুমোদিত হইবে? গৃহস্থের নিকট সকল আশ্রমেরই লোক প্রত্যাশাপন্ন থাকেন। অতএব এই আশ্রমের বিশুদ্ধি-সম্পাদন করা অতীব আবশ্যক। এই আশ্রমকে পবিত্র রাখিতে হইলে পাণিপীড়ন-বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে দারগ্রহণ-কার্য্যের বিশুদ্ধি না থাকিলে, দৈব পৈত্র্যাদি কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না (১০)।

স্ত্রী ও পুরুষের দুইটী শরীর লইয়া একটী পূর্ণ শরীর হয়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; সুতরাং পত্নী ও পুরুষ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমাংশভাগী। স্বজাতির কন্যাই দারক্রিয়ায় ধর্ম্মপত্নীরূপে

---

(৯) পুন্নামনরকাৎ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥ পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড। ৩ অ।

(১০) দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥
মদনপারিজাতধৃত কাশ্যপবচন।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥ মনু।

অভিহিত হইয়া থাকেন; ভিন্নজাতীয়া পত্নীগণকে কামপত্নী বলে (১১)।

আর্য্যগণ পাপ, পুণ্য ও পরলোক স্বীকার করিয়া থাকেন। পাপের ফল নরক-ভোগ (দুঃখ), পুণ্যের ফল স্বর্গ-(সুখ)-প্রাপ্তি। যতপ্রকার নরক আছে, তন্মধ্যে পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার না পাইলে মনুষ্যগণ সুখভোগে অধিকারী হয়েন না। এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিতে পারিলে স্বর্গ-ভোগের উপায়ান্তর নাই, সুতরাং পুন্নাম-নরক-নিস্তার-বিষয়ে পুত্রই একমাত্র সাধক। এই কারণে পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। পুন্নাম-নরক-নিস্তার-বিষয়ে সজাতীয়া পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রই শ্রেষ্ঠ। বিবাহিতা সজাতীয়া পত্নীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত সন্তানের নাম ঔরস। নিজের আত্মা ভার্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মে, এইনিমিত্ত পত্নীর নাম জায়া এবং পুত্রকে আত্মজ বলে (১২)।

---

(১১) আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।
যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য তিষ্ঠতি॥ যাজ্ঞবল্ক্যবচন।
অর্দ্ধো বা এষ আত্মা পত্নীতি। শ্রুতি।
পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তবিবেক। শূলপাণি।
সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী তু সা স্মৃতা।
অসবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা॥
মৎস্যসূক্ত। একবিংশ পটল।

(১২) পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥ মনু। ৮ অ। ৯।

অতএব পত্নী পতির অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ, পুত্রই দম্পতির আত্মা বলিয়া বিবেচিত হয়। পতির মৃত্যু ঘটিলে পত্নীর জীবদ্দশায় পতির অর্দ্ধ শরীর জীবিত থাকে; পত্নীর অর্দ্ধাঙ্গ মৃত হয়। পতিই স্ত্রীর দেবতা, বন্ধু ও একমাত্র গুরু। পতি-শুশ্রূষা ও সতীত্ব-রক্ষা দ্বারা স্ত্রীজাতি অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করেন। পতি-শুশ্রূষা ও ধর্ম্মাচরণবিষয়ে ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী ধর্ম্মপত্নীরূপে গণনীয়া হয় না।

বিবাহ না করিলে পুরুষ বা স্ত্রীজাতির প্রত্যবায় ঘটে কি না? লোক-ব্যবহারে দেখা গেল যে, গার্হস্থ্য আশ্রম-বন্ধনের নিয়মে পুরুষ ও প্রকৃতি এক সূত্রে আবদ্ধ না থাকিলে লোকস্থিতি ও সৃষ্টিরক্ষা হয় না। লোকসৃষ্টি ও লোকস্থিতির মূল ধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ-গণ জাতমাত্রেই দৈব, পৈত্র্য ও ঋষি ঋণে ঋণী হয়েন। ঐ সমুদয় ধর্ম্ম্য ঋণ পরিশোধের জন্য ব্রাহ্মণগণকে পুত্রজনন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন দ্বারা ঋষিঋণ, এবং যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয় (১৩)। নচেৎ তিনি পাতকী থাকেন। অতএব পুত্রোৎপাদন অত্যাবশ্যক। পুত্রজনন জন্যই ভার্য্যাগ্রহণ; পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্পণ ও কুলসন্ততির বিস্তার নিমিত্তই পুত্রের প্রয়োজন। দারপরিগ্রহ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরোপা-সনায় রত থাকেন। তাঁহাদিগের গৃহ্য-ধর্ম্ম ও গৃহ্য-কর্ম্ম সমুদায়ই

---

(১৩) জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋ'ণৈঋ'ণবান্ জায়তে—ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্য এব বা অনৃণো যঃ পুত্রী, যজ্বা, ব্রহ্মচর্য্যেণ। পরাশরভাষ্যধৃত শ্রুতি।

পত্নী দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব পত্নীর সুলক্ষণ ও আভিজাত্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

আশ্রম-গ্রহণের ক্রম।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের আয়ুষ্কাল চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগ ন্যূনকল্পে চতুর্বিংশতি বর্ষ, ঊর্দ্ধসংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের সীমা। এই কালের পরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনের ব্যবস্থা। পঞ্চাশৎ-বর্ষ-বয়স্ক হইলেই তৃতীয়াশ্রম গ্রহণ করিবার রীতি, কিন্তু যাবৎ পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ না করিতে পারে, তাবৎকাল গার্হস্থ্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। পরে যোগ্য পুত্রে সাংসারিক ভার অর্পণ করিয়া বনবাসী হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র জন্মিয়াছে, ত্বক্ শিথিল হইয়াছে, এবং বার্দ্ধক্য হেতু কেশ শুভ্র হইয়াছে, সে ব্যক্তি পঞ্চাশৎ বর্ষের পূর্ব্বেও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন (১৪)। এইরূপে জীবনকালের তৃতীয় ভাগ উত্তীর্ণ হইলে চতুর্থ ভাগে একেবারে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করেন। তখন জীবনধারণ জন্য দিনান্তে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা প্রাণধারণ করিবার রীতি। এই কালে চতুর্থাশ্রমীকে যোগসাধন দ্বারা ঈশ্বরে মন ও প্রাণ অভিনিবেশ করিয়া তনুত্যাগ করিতে

---

(১৪) গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ মনু ৬ অ। ২।

দেখা যায় (১৫)। কিন্তু যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞ করেন নাই, তাঁহার ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ পরিশোধ হয় নাই, তন্নিবন্ধন সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। এরূপ অকৃতার্থ ব্যক্তির অধোগতি হয়।

বহুপত্নীর বিষয়।

এক ব্যক্তির বহু পত্নী থাকিলেও এক স্ত্রীতে পুত্রসন্তান জন্মিলেই সেই পুত্র দ্বারা সকল পত্নীই পুত্রবতী হয়। তদ্দ্বারাই সকলে পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১৬)।

সৎশূদ্রেরাও দ্বিজাতিসমুচিত সদাচরণ করিয়া থাকেন। স্থলবিশেষে যেমন পুরুষে স্ত্রীর মৃত্যু, চির-রোগ, দুষ্ক্রিয়া, পাপাচরণ, ধূর্ত্ততা, বন্ধ্যাত্ব, অর্থনাশকারিতা, কন্যামাত্রের জননত্ব, স্বামীর অনিষ্টকারিত্ব ও কটুভাষিত্বাদি দোষ হেতু পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অধিকারী, সেইরূপ স্ত্রীজাতি পুরুষের

(১৫) ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥ মনু। ৬ অ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
ক্রমেণৈবাশ্রমঃ প্রোক্তঃ কারণাদন্যথা ভবেৎ ॥ বামনপুরাণ।

(১৬) সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ ॥ মনু। ৯ অ। ১৮৩।

ঐ সকল দোষে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে অধিকারিণী নহেন। স্থলবিশেষে বিধবার বিবাহ আছে বটে, কিন্তু উহা নীচজাতীয় শূদ্রের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু ঐ বিধবার সন্তান অপাংক্তেয়ই থাকে। দুই তিন পুরুষ গত হইলে তৎকুল তৎসমাজমধ্যে কথঞ্চিৎ পরিগৃহীত হইতে পারে।

পুরুষেরা স্ত্রীর কটুভাষিত্ব ধরিয়াই সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়া থাকেন, তদনুসারেও বহুবিবাহের আধিক্য দেখা যায়। অন্যপ্রকারেও এ প্রথার আধিক্য ছিল। এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে।

বিধবা-বিবাহ।

যে যে স্থলে বিধবার বিবাহ হইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা এই—বিবাহের সম্বন্ধাদি-নিবন্ধন উভয় কুলে আভ্যুদয়িক কার্য্য সম্পন্ন, অথবা কেবল বাগ্দানমাত্র, কিংবা শুভকৌতুক-সূত্রবন্ধন (যাহাকে গায়ে হলুদ ও হাতে সূতা বাঁধা বলে) হইলে, অথবা বিবাহে যে কন্যার দানমাত্র হইয়াছে, কিন্তু সপ্তপদী-গমন ও অগ্ন্যাধান হয় নাই; তদবস্থায় যদি বরের মৃত্যু ঘটে, অমুদ্দিষ্ট হয়, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং ঐ পতি ক্লীব বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, কিংবা মহাপাতকাদি রোগগ্রস্ত ও মহাপাতকজনক পাপে পতিত হয়, তদবস্থায় অক্ষতযোনি বাগ্দত্তা কন্যা অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, এবং সেই দম্পতির পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র কহে। সে পুত্র পংক্তিপাবন

াছে। সমাজে ঐ সন্তান দিধিষূপতি-সন্তান বলিয়া নিন্দনীয়ই াকে। এইরূপ অবস্থায় ঐ সকল বাগ্দত্তার পাণিগ্রহণ চাহার দেবর দ্বারা হয়। দেবরের অপ্রাপ্তিস্থলে বরের াপিণ্ডগণের মধ্যে সম্পর্কে যাহার সহিত সমানতা আছে, চাহার সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। এইরূপে যে সমস্ত বিবাহ ়য়, তাহাই বিধবা-বিবাহের স্থল। কলিযুগে এ সমস্ত ব্যাপার াহিত হইয়াছে। সুতরাং বিধবা-বিবাহ শিষ্টাচারসম্মত নহে। বিবাহবিষয়ক মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থলে বিধবার বিবাহঘটিত মন্ত্র নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে অন্যপতি গ্রহণ হইলে ঐ স্ত্রীগুলি স্বৈরিণী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (১৭)।

(১৭) পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
পুনরক্ষতযোনীনাং বিবাহকরণং মতম্॥ বশিষ্ঠ।
অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। যাজ্ঞবল্ক্য।
পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধাস্তাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধাঃ॥
কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণদূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃসংস্কারকর্ম্মণা॥
দেশধর্ম্মানবেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা। নারদ।
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ নারদ।
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ মনু।

এরূপ অবস্থায় যদি কন্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিত, বলপূর্ব্বক তাহার বিবাহ দেওয়া হইত না; সে চিরকুমারীই থাকিত। সে কন্যা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিত।

পরিবেদন-দোষ।

আর্য্যজাতির গার্হস্থ্যধর্ম্মে জ্যেষ্ঠের অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের অগ্রে প্রথম দুই আশ্রম গ্রহণের অধিকার দেখা যায় না।

একমাতৃক পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের অগ্রে উপনয়ন ও বিবাহ। সেইরূপ স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাণিপীড়ন হয়। ব্যতিক্রম ঘটিলে পরিবেদন-দোষ ঘটে। উপনয়ন এবং ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হয়। ঐ বিবাহের সংস্পৃষ্ট যাবতীয় ব্যক্তিই পতিত হয়েন। ঐ স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করিলে আর নিস্তার থাকে না। জ্যেষ্ঠের ক্লীবত্ব, অনুদ্দিষ্টত্ব, বাতুলত্ব ও পাতিত্যাদি দোষ হেতু কনিষ্ঠের অগ্রে বিবাহে দোষ ঘটে না (১৮)।

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ বশিষ্ঠসংহিতা।

(১৮) ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেঽপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীগণ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন, অথবা পতির চিতায় দেহপাত করেন। এক্ষণে সতী-দাহ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। সাধ্বী স্ত্রীগণের ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান অবলম্বন। ইহা চির-আচরিত ও পুণ্যজনক সনাতন ধর্ম্ম। যদিও বেদে বিধবার বিবাহ বিষয়ক শ্রুতি দেখা যায়, তথাপি সাধ্বী স্ত্রীদিগের নিকট আদরণীয় নহে। (১৯)

কলিযুগের নিষিদ্ধ আচার ব্যবহার।

এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বকালে কোন্ কোন্ আচার ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কলিযুগে কি কি রহিত হইয়াছে; তদ্দৃষ্টে পুরাতন আচার ও ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপ হইয়াছে। তদনুসারে দেখা গেল যে, পূর্ব্বকালে দীর্ঘকাল ব্রহ্ম-চর্য্য ছিল, বাগ্দানাবস্থায় মৃতপতিকা অক্ষতযোনির পুনর্ব্বার বিবাহ হইত, বিবাহান্তে মৃতপতিকা দত্তা কন্যার দেবরে ও সপিণ্ডে পুনর্দান সিদ্ধ হইত, মধুপর্কে গোবধ হইত, দণ্ডগ্রহণ ছিল, বিধবা স্ত্রীতে দেবর-নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন-বিধি সিদ্ধ ছিল, দ্বাদশবিধ পুত্রের পুত্রত্ব জন্মিত, তন্নিমিত্ত তাহারা জাতিজ্যেষ্ঠ ও জন্মজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক

---

(১৯) উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তাগ্রভস্য দিধিষোস্তমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব॥
কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৬ প্র। ১ অনু। ৪৪ মন্ত্র।

ক্রিয়ায় ও ধনে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ও প্রশস্ততা অনুসারে অধিকারী হইত, গুরুর মৃত্যু ঘটিলে তৎপত্নীর নিকট শিষ্যগণ বেদাধ্যয়ন করিতে নিষিদ্ধ ছিল না। এক্ষণেও কুলগুরুর মৃত্যু ঘটিলে যদি গুরুপত্নী অপুত্রক ও বয়ঃকনিষ্ঠা না হয়েন, তবে তাঁহার নিকট তান্ত্রিক মন্ত্রগ্রহণ করা রীতি প্রচলিত দেখা যায়। অসবর্ণা-বিবাহ, দ্বিজের সমুদ্র-যাত্রা ও মহাপ্রস্থান, শূদ্র-জাতির সহিত সখ্য নিবন্ধন দ্বিজাতির পক্ষে দাসের আশ্রমে, গোপালকের, কুলমিত্রের ও অর্দ্ধসীরীর (অর্দ্ধভাগি লাঙ্গলিয়ার) ভোজ্যান্নতা দেখা যাইত, অগ্নিপ্রবেশ ও উচ্চস্থান হইতে পতনাদি দ্বারা আত্মহত্যা-করণ প্রচলিত ছিল।

সময়ে সময়ে লোকহিত ও লোকরক্ষার নিমিত্তই শিষ্ট-জনসমূহকর্ত্তৃক শাস্ত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়। যুগে যুগে আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রকারদিগের মতে আরও কয়েকটী নিষিদ্ধ বিষয় আছে যথা—

দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত অশৌচ-সংক্ষেপ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকীর সংসর্গে দোষ, শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া— মহাত্মা পণ্ডিতেরা (মহর্ষিরা) লোকরক্ষার নিমিত্ত কলির আদিতে ব্যবস্থা করিয়া এই সকল কর্ম্ম রহিত করিয়াছেন। (১)

---

(১) দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে॥

সদাচার পরম ধর্ম্ম, তদনুসারে যে যে কার্য্য সদাচার বলিয়া বিহিত, তাহাই বিধিসিদ্ধ। যে সকল বিধি সমাজের অহিত-জনক বলিয়া মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, সেগুলি নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবং যে সকল আচার ব্যবহার সমাজে অবিসংবাদিতরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। মহাজনের আচরণমাত্রই যে সদাচার, ইহা কদাপি হইতে পারে না। মহামহিমবর্গ ও তেজী-য়ান্‌গণ অনায়াসে যে ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন, নিস্তেজ জনগণ তাহা কদাচ সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং তেজীয়ান্‌গণ অগ্নিতুল্য। অর্থাৎ অগ্নি যেপ্রকার পবিত্র ও অপবিত্র সমস্ত বস্তুই ভোজন করিয়াও পাপে লিপ্ত হয়েন না,

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিপতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥ আদিত্যপুরাণ।

সর্ব্বকালই পাবন থাকেন; তদ্রূপ তেজীয়ান্‌গণ দোষ করিয়াও সামান্য জনের ন্যায় দোষে লিপ্ত হয়েন না। এই হেতু ধার্ম্মিক জনগণ দেবচরিত ও ঋষিচরিতের দোষ-কীর্ত্তন করেন না, এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত দুষ্ক্রিয়ার অনুসরণ করেন না।(১) ইহা বিবেচনা করিয়া অসদনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচরণ করা সকলেরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম-লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভোজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়ান্‌দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না সত্য, কিন্তু, সামান্য ব্যক্তি কদাচ মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না; মূঢ়তাবশতঃ অনুষ্ঠান করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষ পান করিয়াছিলেন; সামান্য লোক বিষ-পান করিলে বিনাশ অবধারিত। প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়; কোন কোন স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার উপদেশ-বাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবে। (২)

---

(১) কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
নাচরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ॥ নারদবচন।

(২) ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩০॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ৩১॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩২॥

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

ঋষিগণ স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্রতা সমাজের অনিষ্টদায়িকা ও ঘৃণাজনক জ্ঞানে স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্মই ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্ত্রীজাতির স্বৈর-বিহার পাপজনক ও অকীর্ত্তিকর বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা রহিত করিয়াছেন। (১)

আর দেখ, সৃষ্টির প্রথমে ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ হইয়াছে। তৎপরে নিতান্ত নিকটবর্ত্তী জ্ঞাতিবর্গের সহিতও বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। তৎপরে যদবধি প্রজা-বাহুল্য হয় নাই, তাবৎকালপর্য্যন্ত স্ত্রীগণের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়। কিন্তু যখন সমাজ বন্ধন হইল, অর্থাৎ যখন গোত্র ও প্রবরের সৃষ্টি হইল, তখন বিভিন্ন গোত্রে বিবাহ হইতে লাগিল। এই সময়ে স্বগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহ রহিত হয়। এই সময় হইতে বিবাহ-বন্ধনের নিয়ম দৃঢ়তর হইয়াছে।

শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমা ঋষি ব্যভিচার-দোষ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা রহিত করেন। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। এই সময় সমাজের বাল্যকাল। তখনও ভারতীয় সতী নারীর অন্তঃকরণে এই জ্ঞান ছিল যে, নারীগণ পতির অধীন এবং পতিই তাহাদিগের ভরণ, পোষণ ও ধর্ম্মরক্ষণের কর্ত্তা, পতিই স্ত্রীজাতির

(১) পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ মনু। ৩। ৯।

পরম বন্ধু, পরমাত্ম-স্বরূপ, সেই হেতুই পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গ-রূপে অভিহিত। পতি ও পত্নী পরস্পর পুণ্য, পাপ, সুখ ও দুঃখের ভাগী। দেহের কোন অংশে দোষ ঘটিলে যেমন দেহী আপনাকে দুষ্ট ও অসুখী জ্ঞান করে, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের অসদাচরণে দম্পতিরূপ দেহীর পাপস্পর্শ হয়। স্বামী ও স্ত্রী এই উভয়ে একটী পূর্ণ শরীর। দম্পতিরূপ পূর্ণ দেহের প্রাণস্বরূপ কোন্ ব্যক্তি? ও দেহই বা কে? পতিই প্রাণপদবাচ্য। পত্নী দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট। (১)

সতী, দুর্গা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, অক্ষমালা ও সীতা প্রভৃতি নারীগণ পতিপরায়ণতা গুণের একশেষ দেখাইয়াছেন। ভারতীয় আর্য্য নারীগণ চিরকাল তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। কোন স্থলে যদি কোন নারী স্খলিত-পদ হইয়া থাকেন, উহা আদর্শস্থল নহে। যখন যাঁহার পদস্খলন হইয়াছে, তাঁহাকেই সমাজের নিকট অনুশোচনা করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাকে কলঙ্ক ও পাপভোগ করিতে হইয়াছে। ব্যভিচার-দোষের প্রায়শ্চিত্ত অতি কঠিন-তর, পুরুষের পক্ষে প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্তও দেখা যায়।

(১) পাটিতো হি দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভবন্নিতি শ্রুতিঃ ॥
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে পূর্ণঃ প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ ॥

ব্যাসসংহিতা

দীর্ঘতমা ঋষি তদীয় পত্নীর উক্তিতে কুপিত ও বিরক্ত হইয়া ইহা কহেন, প্রিয়ে, মহর্ষি শ্বেতকেতু যদবধি স্ত্রীস্বাধীনতা রহিত করিয়াছেন, তদবধি স্ত্রীজাতির পতিভক্তির বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় দেখা যায় না। এক্ষণে তুমি আমাকে, অন্ধ, অক্ষম ও বৃদ্ধ বিবেচনায় ঘৃণা করিতেছ, অতএব আমি অদ্য হইতে লোকে এই মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলাম যে, স্ত্রীজাতি চিরকালই জীবন ও মরণকালের মধ্যে কদাচ মনেও পতি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে চিন্তা করিতে পারিবে না। পতিই নারীগণের দেহ মন ও আত্মার অধিকারী। এইহেতু পত্নীর স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীজাতির কোন কালেই স্বাধীনতা থাকিল না। ললনাগণ বাল্যে পিতার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে, যৌবনে ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া চলিবে, বার্দ্ধক্যে পুত্রাদির বশীভূতা হইয়া থাকাই স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর। নারীগণ কোন অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে অধিকারিণী নহেন। পতিই নারীর পরম গুরু ও পরম দেবতা। যদিও সমাজ-সংস্থাপনের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির স্বৈরবিহার নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল না, তথাপি মনুষ্যবর্গ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিলে স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্রতা রহিত হয়। শ্বেতকেতুর এই নিয়মটী শিষ্টাচারসম্মত।

হে সুমুখি চারুহাসিনি, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধা, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম, ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন; উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত

আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে জনসমাজে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি শুন। শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। সেই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা শুন। একদা উদ্দালক শ্বেত-কেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিনজনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধরিলেন এবং এস যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র এইরূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন স্বচ্ছন্দ-বিহার করে, মনুষ্যেরাও সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দ-বিহার করে। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে, আমরা শুনিয়াছি তদবধি এই নিয়ম মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণ-হত্যাসমান অশুভ-জনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক। এবং যে স্ত্রী পতি-কর্ত্তৃক পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেক, তাহারও সেই পাতক হইবেক। হে ভয়শীলে, সেই

উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু বলপূর্ব্বক পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন (১)।

---

(১) অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে॥
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মিংস্তু লোকে ন চিরান্মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু॥
বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব॥
ক্রুদ্ধং তন্তু পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ।
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ॥
ঋষিপুত্রোঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি॥

সভ্যতা।

অনেক জাতিই ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। যখন কোন দেশের লোকেই গণনা জানিত না, তখন ভারতীয় আর্য্যজাতি জ্যোতির্বিদ্যায় অদ্বিতীয়। দশটী-মাত্র সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ দ্বারা গণিতশাস্ত্ররূপ কল্পপাদপের সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে এই দেশে হয়। পাটীগণিত ও বীজগণিতরূপ মহামহীরুহ প্রথমে কোন্ দেশে জন্মিয়াছিল? যখন ধরাতলের অধিকাংশ জাতি অসভ্য ও দস্যু বলিয়া বর্ণিত, তখন ভারতীয় আর্য্যজাতি বস্ত্রবয়নপূর্ব্বক অঙ্গাবরণ করেন, ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করিতেছেন। যখন অন্যেরা যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল ও মৃগয়া দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তখন ইহাঁরা কাম-যানে অর্থাৎ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবাসুরের যুদ্ধ দেখিতেছেন।

মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
তদাপ্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্॥
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি॥
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ।
ন করিষ্যতি তস্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি॥
ইতি তেন পুরা ভীরু মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাৎ।
উদ্দালকস্য পুত্রেণ ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা॥ ৫০॥ মহাভারত।

যৎকালে অন্যে জানিত না যে অগ্নি, জল ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অন্ন প্রস্তুত হয় ও খাদ্যদ্রব্যমধ্যে কটু তিক্তাদি ছয়টী রস আছে, এবং তাহার সম্মিলনে অপূর্ব্ব-রসাস্বাদ জন্মে; তৎকালে ঋষিগণ চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি দ্বারা শারীর-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যার পরা কাষ্ঠা দেখাইতেছেন। যৎকালে ভূমণ্ডলের অধিকাংশ মনুষ্য যথেচ্ছাচারী, নিতান্ত অসভ্য ও নিতান্ত পশুবৎ ছিল, তখন ভারতবর্ষীয়েরা দম্পতি-প্রেমে আবদ্ধ সতীত্ব-ধর্ম্মের সারগ্রহণে পরম সুখী; পুত্র, কন্যা, স্বজন ও বন্ধু-জনের প্রতি সদয় ও তাঁহাদিগের মায়ায় মুগ্ধ। যে সময়ে অন্যেরা আপনাদিগের বৃদ্ধ পিতা মাতার মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া পরম সুখে ভোজন করিতেছে এবং সময়-বিশেষে তাহাদিগের জীবিত শরীর পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, সেই সময়ে ভারতসন্তানেরা (আর্য্যেরা) পিতা মাতার সেবায় একান্ত রত ও তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিতেছেন; যাবজ্জীবন সেবাশুশ্রূষা না করিলে পাপ হয়, ইহা অনুভব করিতেছেন। পিতামাতা পরলোক গমন করিলে তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য ও অক্ষয়-স্বর্গভোগ জন্য, প্রেতত্ব-পরীহার নিমিত্ত ও নিজের দেহ মন ও আত্ম-শুদ্ধির হেতু অশৌচ-ভোগ, শ্রাদ্ধ এবং নিত্য তর্পণ করিতেছেন। যে সময়ে অন্যেরা নরমাংস-লোলুপ ও অতি হিংস্র রাক্ষস বলিয়া খ্যাত, তখন ইহাঁরা "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাজন-বচন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন। কেহই যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে নাই, তখন ভারতবর্ষীয়েরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে শিক্ষা প্রচার করিতে-ছেন। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের মর্ম্ম অদ্যাপি কোন জাতি বুঝিতে

পারিয়াছেন কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। যৎকালে মনুষ্য-মণ্ডলীর অধিকাংশ ব্যক্তি গিরিগুহা ও অরণ্য আশ্রয় করিতেছেন, তখন ভারতীয় আর্য্যগণ পোত নির্ম্মাণপূর্ব্বক অন্য দ্বীপের গন্ধদ্রব্যাদি ভারতে আনয়ন করিতেছেন। অন্যজাতি যৎকালে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য হয় নাই, তৎকালে ইহাঁরা সভ্য ও সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জাতি-বিভাগ ও বর্ণ-বিভাগ দ্বারা ব্যবসায় বিভাগ হইতেছে। কুলাল, কুবিন্দ, কৈবর্ত্ত, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কারুকার, মালাকার, স্থপতি, গোপ, তৈলকার, মোদক, নাপিত, বারুজী প্রভৃতি সঙ্করবর্ণগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় অনুসারে সাংসারিক ব্যাপারে পৃথক্‌ভাবে বা সমবেত ভাবে প্রয়োজনে আসিতেছে। কুলাল ঘট, সরাব ও পাকপাত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে। সূত্রধর দ্বার, গবাক্ষ, পেটক, করণ্ডক, বস্ত্রবয়নের উপকরণ-সামগ্রী, নৌকা এবং গৃহস্থলীর কাষ্ঠময় দ্রব্য নির্ম্মাণ ও তক্ষণ করিতেছে। কুবিন্দ কার্পাস, ঊর্ণা ও অতসী হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও শাল রুমাল বয়ন করিতেছে। কর্ম্মকার লৌহ অস্ত্র ও যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে। যদি 'অত্যুক্তি মনে না কর তবে শুন, সত্য-যুগে স্বর্ণময় পাত্রে ভোজন হইত। ত্রেতা-যুগের ভোজন-পাত্র রৌপ্য-নির্ম্মিত। দ্বাপরে তাম্র-পাত্র প্রশস্ত ছিল। কলিকালে ভোজন-পাত্রের নির্ণয় নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষ অনুভূত হইবে যে, যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, আজি তাঁহাদিগের সন্তানবর্গ হীনবীর্য্য হীনসাহস ও নিষ্প্রভ হওয়ায় যথাকালে মৃণ্ময়পাত্রেও স্বচ্ছন্দে উদর পূর্ণ করিয়া আহার

করিতে সমর্থ হইতেছে না। দেখদেখি কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়! যে জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্ণপাত্রে অমৃত ও সোমরস পান করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে পরম পবিত্র ছিলেন, আজি তাঁহাদিগেরই অধস্তন সন্তান-পরম্পরা প্রবৃত্তির পরতন্ত্র! ইহা নিতান্ত কুৎসিত বৃত্তি ও পাপজনক, তেজোহীনতার পরিচায়ক, শরীর ও মনের গ্লানিকর। যে জাতি অতিতেজস্বী ছিল, আজি তাহাদিগের অধস্তন সন্তানবর্গ অশ্রদ্ধেয় ও হেয় বৃত্তির বশীভূত, নিজকরপুটে দীনভাবে অন্যের দত্ত বারি পান জন্য সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন! ইহা কি ভারতীয় আর্য্যজাতির হীনতার লক্ষণ নহে?

ভারতীয় আর্য্যগণ চিরকালই রত্নধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সময়-বিশেষে সৌখীন বেশ ধারণ করেন। তাঁহাদিগের দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব স্বর্ণময় অলঙ্কার গঠিত হইয়া থাকে। দেবদেবীর ধ্যান দেখ।

মণিকার ও স্বর্ণকার রাজমুকুট ও রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া নৃপতির শোভা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। নৃপতি মণি মুক্তা প্রবালাদির গুণানুসারে মূল্যের তারতম্য করিয়া আসিতেছেন। যাজকগণ নবরত্নধারণের প্রশংসাপর গীতধ্বনি দ্বারা রত্নধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া আসিতেছেন। কবিগণকর্ত্তৃক মণিসমূহের নাম-ভেদ হইয়া আসিতেছে। কোন মণি চন্দ্রকান্ত, কোন মণি সূর্য্যকান্ত, কোন মণি বৈদূর্য্য, কোন মণি নীলকান্ত, কোন মণি অয়স্কান্ত প্রভৃতি নাম ধারণ করিতেছে। অয়স্কান্তের গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা যে লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাঁরা তাহা কতকাল

পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। কৌস্তভাদি হীরক মণির জ্যোতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বজ্র বিনা ইহার পরিশুদ্ধি ও কর্ত্তন সম্পন্ন হয় না, তাহা ভারতীয় আর্য্যগণ বহুপূর্ব্বে বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। বজ্র শব্দে হীরাকে বুঝায়। যথা "বজ্রোঽস্ত্রী হীরকে পবৌ" ইত্যমরঃ। গোপগণ একমাত্র দুগ্ধ হইতে দধি, ঘৃত, নবনীত, তক্র, ক্ষীর আমিক্ষাপ্রভৃতি অমৃতময় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। ইহা কি আর কোন জাতি অবগত ছিল?

কারুকার ও স্থপতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে। প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণে তৎকালে ভারতবর্ষীয়েরা অদ্বিতীয়। যৎকালে মনোহর সুরম্য হর্ম্ম্যমালা-নির্ম্মাণকার্য্য ভারতীয়দিগের অনায়াসসাধ্য ছিল তৎকালে অনেকে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মর্ষিগণই এই সমস্ত কার্য্যের নেতা, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা ও আবিষ্কর্ত্তা। সেই ব্রহ্মর্ষিগণের সংহিতাতে সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ আছে। তাঁহারা লোকহিতার্থ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার সঙ্গে সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। অন্যের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে। কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতেছে, মহর্ষিগণ তাহাদিগকে কখন্ ও কিরূপে কোন্ বস্তু বপন, রোপণ, কর্ত্তন ও তুষ হইতে বীজ ও সারাংশ নিষ্কাশন করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিয়াছেন। কেবল ইহা সমাধা করিয়াই তুষ্ট ছিলেন না, অন্তঃশুদ্ধি বিধান জন্যও একান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক ভাব।

ইহাঁদিগের আধ্যাত্মিক ভাব এত উচ্চ যে, তাহার পরা কাষ্ঠা নাই। এই জগৎ ব্রহ্মময়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতেই অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বপ্রাণীতেই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সহিত একত্র বাস হয় বলিয়া আর্য্যজাতির স্বর্গে স্থান-বিভাগ আছে; যে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার তদনুসারে অক্ষয় স্বর্গভোগ ও সুস্থান ও কুস্থানে বাস হয়। পাপী লোকও পাপের ন্যূনাধিক্যবশতঃ নরকের কুস্থানের অসহ্য ক্লেশ সহ্য করে। যেমন স্বর্গে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, অমরাপুরী প্রভৃতি মনোরম স্থান আছে, নরকেও সেইরূপ রৌরব, পুন্নাম, কুম্ভীপাক প্রভৃতি নানাপ্রকার দুঃসহ ক্লেশকর স্থান আছে। সুতরাং ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই কেবল আধ্যাত্মিক সুখের অধিকারী হইয়া ঈশ্বরের সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরেই আত্ম-সমর্পণ করেন। এই ভাব ভারতীয় আর্য্যজাতির মানসপটে সনাতন ও নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া বিরাজিত আছে।

আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন থাকাতেই ভারতীয় নর ও নারী সাংসারিক যাবতীয় সুখসেব্য বিষয় বাসনা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। মুক্তিই এই জাতির প্রধান উদ্দেশ্য ও সার বস্তু। সেই প্রয়োজন-সাধন জন্যই সংসারকে নিঃসার জ্ঞান করিয়া থাকেন। অনায়াসে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিষয়, বিভব ও আত্মদেহ পর্য্যন্ত নিমেষ মধ্যে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অটল-ভাবে স্থির অন্তঃকরণে একমাত্র পরাৎপর পরমেশ্বরের ধ্যানে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ইহা নিশ্চয় জানেন

যে, সাংসারিক ব্যাপার হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিলেই পরমানন্দস্বরূপ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতীয় আর্য্য ঋষিসন্তানগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয্যায় আসীন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন যে, তাঁহারা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তাঁহারা আপনাদিগকে দেবতা ব্যতীত অন্যরূপ জ্ঞান করেন না। অর্থাৎ নারকীয় বৃত্তি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। এবং ইহাই বিবেচনা করেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ, পরমানন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং কদাচ দুঃখের ভাগী নহেন, কদাচ শোক বা তাপও ভোগ করেন না। পরমাত্ম-স্বরূপ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয় হইতে মুক্ত-পুরুষস্বরূপ।

যিনি সত্য সত্যই আপনাকে এইরূপ রাগদ্বেষাদিপরিশূন্য ভাবিতে পারেন, তিনিই যথার্থ মনুষ্য। এই ভাবেই জীবের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। নিজের স্বার্থ বিসর্জন হইয়া থাকে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের নিদানভূত, সারভূত ও বীজমন্ত্রস্বরূপ। (১)

আধ্যাত্মিক ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক ফলের অনুসন্ধান না করেন ও সমস্ত ফল তাঁহা-তেই সমর্পণ করেন, তিনি পাপপুণ্যের ফল ভোগ জন্য দুঃখ বা সুখ দ্বারা আপনাকে কখন দুঃখী বা কখন সুখী জ্ঞান করেন না। তিনি সদাই সুখী ও মুক্ত পুরুষ। তাঁহার চিত্ত

(১) অহং দেবো নৈবাস্মোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ নিত্যধর্ম্ম

সর্ব্বকাল প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে। তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বক্ষণ আপন-হৃদয়-মন্দিরে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তাঁহার চিত্তক্ষেত্র পরম পবিত্র। তাঁহার মানসপদ্ম হইতে সর্ব্বকাল অমৃত নিঃসরণ হইতে থাকে এবং উহা দ্বারা ঈশ্বরের পাদ ধৌত করিতে থাকেন। সেই চরণামৃত পান করিয়া নিজ দেহ পবিত্র করেন। ইহার অকরণে আপনাকে অপবিত্র ও পাপী জ্ঞান করেন, এইরূপে মনুষ্য জন্ম গ্রহণের সার্থকতা দৃষ্টে পরমানন্দিত হয়েন। (২)

এই ভাবটী কেবল পুরুষ-জাতির নহে, স্ত্রী-জাতিও এই ভাবে ও এই রসে আপ্লুত। তাঁহারাও জানেন যে, এ দেহ কিছুই নহে। স্থূল দেহে ঐহিক সুখ ও দুঃখ, সূক্ষ্ম দেহে পারত্রিক সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহ লোকে যদি শারীরিক সুখ জন্য বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়া ললনাগণ আধ্যাত্মিকক্রিয়া ভুলিয়া যান, তাহা হইলে পরকালেও সূক্ষ্ম শরীরে ক্লেশ পাইতে হইবে। অতএব বিচারপূর্ব্বক জীবনের সৎ উদ্দেশ্য সাধন করা কর্ত্তব্য। জীবদ্দশায় পতির আনন্দ সম্পাদন করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় সূক্ষ্ম শরীরে সুখ সম্পাদন করা সেইপ্রকার উচিত। তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হওয়াই সাধ্বী স্ত্রীগণের কার্য্য ও লক্ষণ। তাহার অকরণে পাপ জন্মে। নিষ্পাপ থাকাই কর্ত্তব্য। তজ্জন্য

(২) জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
নিত্যধর্ম্ম।

পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া নিজ দেহ অপবিত্র করা কদাপি বিধেয় নহে। চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। দ্বিতীয় পতি গ্রহণ দ্বারা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ অপবিত্র করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পতি-শুশ্রূষাই নারীগণের চরম উদ্দেশ্য। পতির সুখে সুখী, পতির দুঃখে দুঃখী, পতি বিদেশস্থ হইলে মলিনা ও কৃশা, পতির মৃত্যুতে আপনাকে জীবন্মৃতা জ্ঞান করিয়া যে জাতি পতির উদ্দেশে আত্মদেহ ও সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন করে তাহারা কি সাধ্বী নহে? ইহা কি আধ্যাত্মিক ভাব নহে? (৩)

সাধ্বী ভার্য্যা।

পূর্ব্বোল্লিখিত গুণ থাকাতেই প্রমদাগণকে গৃহের লক্ষ্মী, সংসারের সারভূতা, সকল শোভার নিদানভূতা বলা হইয়াছে। স্ত্রীই সাক্ষাৎ শ্রীস্বরূপ; স্ত্রীহীন ব্যক্তিই শোভাশূন্য ও জীবন্মৃত। (৪)

ভারতীয় সাধ্বী ললনাগণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে পতির অগ্রে শয্যা হইতে উত্থিত হয়েন। গুরু-পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তনপূর্ব্বক স্বামীর চরণযুগলে প্রণিপাতপুরঃসর গৃহস্থলীর

(৩) আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥ মনু।

(৪) প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥ মনু। ৯ অ। ২৬।

কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে গৃহ-সংস্কার, তৎপরে শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবীর পাদপদ্মে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া যথা-বিধানে প্রণামকরণানন্তর তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সঙ্গেই যথারীতি অপত্যগণের লালন ও পালন হয়। ক্রমে দেবতা, অতিথি, অভ্যাগত ও গুরুজনের পূজা ও সেবার আয়োজন হইতে থাকে। তৎপরে গৃহস্থের আহারাদি সম্পাদিত হয়। ইহার পরে ভৃত্যবর্গের ভোজ্য দ্রব্য একদিকে রক্ষাপূর্ব্বক গৃহস্বামীর ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায়। সর্ব্বশেষে (আপনি) গৃহিণী পতির চরণামৃত পানপূর্ব্বক আহার করিতে সাহসবতী হয়েন।

চিরকাল স্ত্রী এইরূপে অহোরাত্র ছায়ার ন্যায় স্বামীর মনো-রঞ্জন করিয়া থাকেন ও আপনাকে জন্মজন্মান্তরে পতিলোকে স্বর্গসুখানুভব করাইতে সমর্থ হয়েন, এই ধ্রুব জ্ঞানে নিজের ঐহিক ক্লেশকে ক্লেশ ও ঐহিক সুখকে সুখ জ্ঞান করেন না।

এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় ও স্বামীর প্রিয় কার্য্যে যে স্ত্রী অবহেলা করে, বা স্বামীর অনিষ্ট চিন্তা করে, অথবা বশবর্ত্তিনী না হয়, সে চিরকাল নরক ভোগ করে। এবং প্রত্যেক জন্মেই বিধবা হয়, ও কুক্কুর ও শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাও আধ্যাত্মিক ভাবের অন্তর্গত।

এই পরম রমণীয় ধর্ম্ম্য ভাবেই ভাবিনী হইয়া ভারতীয় কুল-কামিনীগণ ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা যদি স্বৈরিণী হইয়া বৈধব্য-দশায় দ্বিতীয় পতির জন্য উন্মাদিনী হইতেন, তাহা হইলে কি এই পবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরম জ্যোতিঃ ভারতীয় যোষিৎগণের হৃদয়-কন্দরের অন্ধকার দূর

করিতে সমর্থ হইত? অবলাগণ! তোমাদিগকে কে অবলা ও বালা বলিয়া নিন্দা করে? তোমরাই প্রকৃত সবলা ও সরলা, তোমাদিগের মনের গতি দুর্ব্বল নহে। তোমাদিগের চক্ষুতে লজ্জাদেবী বিরাজ করিতেছেন। তোমাদিগের অন্তঃকরণ দয়ায় আর্দ্র হয়। তোমরা এক মুহূর্ত্তও শ্রমে কাতর হও না। তোমরা সন্তানের লালন পালনে বা গৃহস্থের সেবা শুশ্রূষায় কাতর নহ। আতুর ব্যক্তির মলমূত্র বা ঘৃণিত ক্লেদাদির পরিষ্করণে আপনাকে অপবিত্র বা কলুষিত মনে কর না।

ভারতীয় প্রমদাগণ! তোমরা কখন দাসী, কখন নর্ম্মসখী, কখন মন্ত্রী, কখন বা গৃহের লক্ষ্মী, কখন বা কোষাধ্যক্ষ; কখন তোমরা মায়াবিনী, কখন বা চণ্ডী, কখন বা অতিসহিষ্ণু; তোমাদিগের অপত্যস্নেহ দেখিলে বসুধার ক্ষমাকে তুচ্ছ বোধ হয়। দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তি দেখিলে মুনিকন্যা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পতিপরায়ণতা দেখিলে সাক্ষাৎ সাবিত্রী ও সতী ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। দুঃশীলা ও স্বৈরিণী স্ত্রীর কথা এখানে বর্ণন করা নিতান্তই অবিধেয় ও পাপজনক।

ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে পত্নীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের শিক্ষা দিতে হয় না। তাঁহারা পিতৃগৃহে জননী, পিতামহী, পিতৃব্যপত্নী, পিতৃস্বসা, ভগিনী,—পতিগৃহে শ্বশ্রূদেবী, ননন্দা, যাতৃগণ,—মাতুলগৃহে মাতুলানী, মাতৃষ্বসা, মাতামহী প্রভৃতি, ও সর্ব্বত্র প্রতিবেশিবর্গের গৃহিণীগণের আচার ও ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রীয় বিধির শিক্ষা পান। ঐ সকল ললনাগণ স্বভাবতঃ যেরূপ সুনিয়মে চলেন, তাহা দেখিয়া শিশুগণ কার্য্য অভ্যাস করে। ইহাঁরা

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাধ্বী স্ত্রীগণের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় বচনের উপদেশ-সাপেক্ষ থাকেন না। সাধ্বী পত্নীই গৃহস্থলের আয়ব্যয়বিচারকর্ত্রী। সাধ্বী পত্নীর অন্তঃকরণে কোন কালেই বিদ্বেষভাব, ধূর্ত্ততা, চপলতা, হিংসা, অহঙ্কার, নাস্তিক্য, চৌর্য্য ও পরানুরাগ প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি স্থান পায় না। সাধু পতিও পত্নীর অসদ্ব্যবহার, বন্ধ্যাত্ব বা পীড়াদি অনুল্লঙ্ঘনীয় হেতু ব্যতীত পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। (৫)

(৫) ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্।
কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্বগুরূনভিবাদয়েৎ॥
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ॥
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ॥
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতা শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা।
ভুক্ত্বা নয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া॥
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্॥
পৈশুন্য হিংসা বিদ্বেষ মোহাহঙ্কার ধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্য সাহস স্তেয় দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ব্যাসসংহিতা।

আধ্যাত্মিকভাবে ভাবুক হইয়াই ভারতীয় আর্য্যগণ এত নিস্পৃহ ও এত তেজস্বী। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্, চিত্ত-সংযমে মহীয়ান্, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে গরীয়ান্ হইয়াই ইন্দ্রত্বও তুচ্ছ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর, ব্রাহ্মণ দেবগুরু, ব্রাহ্মণ দৈত্যগুরু, ব্রাহ্মণ যক্ষ রক্ষ কিন্নর ও অপ্সরোগণেরও গুরু। ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক বিদ্যাবলে চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় তত্ত্ব ক্ষণকালমধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। শিষ্যেরাও গুরুকে স্বীয় জনক অপেক্ষা পূজ্য জ্ঞানে তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিতেছে। গুরু শিষ্য-পরীক্ষা জন্য কহিলেন, বৎস! তুমি আজি আমার ক্ষেত্র রক্ষা কর; শিষ্য অটল ভক্তি হেতু অবিতর্কে ক্ষেত্রের আলি প্রদেশে শয়ান হইয়া ক্ষেত্রের জল-নির্গমন-পথ রুদ্ধ করিলেন। গুরু অন্য শিষ্যের দৃঢ় ভক্তি পরীক্ষা নিমিত্ত কহিলেন, বৎস! গোসমূহ পালন কর; শিষ্য অবিসংবাদে গোচারণ করিতে গেলেন। শিষ্য নানাপ্রকারে

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ বিষ্ণু।

তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্বা প্রয়াতি পরমং পদম্॥ অত্রি।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥
ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥ মনু।

ক্লেশভোগ করিতেছেন, তথাপি শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করেন না। ভাবিতে থাকেন গুরু যদি ক্ষণকাল প্রসন্ন হইয়া বর দেন যে তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হও, তাহা হইলেই অনায়াসে যোগবল ও তপস্যার প্রভাবে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ তত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে স্বয়ং সমর্থ হইবেন। (৬)

আর্য্যগণ ইহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন, জীবদ্দশায় জীব-দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ই বিদ্যমান থাকেন। জীবাত্মা সমুদয় সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা, পরমাত্মা সাক্ষীমাত্র। তিনি কিছুই ভোগ করেন না। তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদার্থ।

ভারতীয় আর্য্যগণ নিজের শুভাশুভ কর্ম্ম ও সুকৃত দুষ্কৃতের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকেন। যিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বুঝিতে পারেন নাই এবং যিনি মায়া-রূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তিনি আত্ম-সমর্পণে অধিকারী নহেন। (৭)

যে ব্যক্তি আত্ম-নিগ্রহে সমর্থ ও আত্ম-হৃদয়ে সকল দেব-দেবীকে বিরাজমান দেখিতে পান, তিনিই আত্ম-নাভিপদ্মে ব্রহ্মাকে, হৃৎপদ্মে বিষ্ণুকে, ললাটদেশে শম্ভুকে, এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মাকে, সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন, সর্ব্বশরীরে প্রকৃতি-

---

(৬) উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ মনু। ৩ অ। ১৪৬।

(৭) যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত-দুষ্কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তং করোম্যহম্॥
নিত্যপূজাক্রমে আত্মসমর্পণমন্ত্র।

পুরুষ-স্বরূপ চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকে দেখিতে পান। এবংবিধ অপ্রাকৃত মনুষ্যই আত্ম-সমর্পণে যথার্থ অধিকারী।

যোগ-সাধনের নাম আত্ম-সমর্পণ। যোগ-সাধন-কার্য্য সদ্যঃ সদ্যই হয় না, ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। মনের একাগ্রতা জন্মিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহিত যে এক অনির্ব্বচনীয় অভিন্ন ভাব ও তন্ময়তা বোধ হয়, তাহাকেই আধ্যাত্মিক ভাব বলা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক ভাবে আপনাকে সমর্থ করিতে হইলে আত্মশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, বাক্‌শুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি আবশ্যক।

যে পরমার্থপরায়ণ ব্যক্তি নিশ্চয় জানেন যে, তাঁহার কৃত মন্ত্র, ধ্যান, ধারণা ও স্তবাদি পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানে অসমর্থ, তৎকৃত অনুষ্ঠানসমূহ ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনে কদাচ যোগ্য নহে, এবং তদীয় ভক্তি-স্রোত ঈশ্বরের ত্রিসীমায় যাইতেও পারে কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল; কিন্তু সত্যস্বরূপ সেই পরমাত্মার নিকট অকৃত্রিম ভক্তিপ্রভাবে স্বকীয় অনুষ্ঠিত কার্য্যের ত্রুটি মার্জ্জিত হয়; ভক্তিভাব হেতু তৎকৃত পূজার অসম্পূর্ণতা সেই পরমাত্মপুরুষে সমর্পণ করিবামাত্র সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বাসেই স্বকৃত কার্য্যের ফল ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়া থাকে। এ জ্ঞানও আধ্যাত্মিক ভাবের অন্তর্গত। (৮)

---

(৮) মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চিতম্।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

নিত্যপূজাপ্রকরণে প্রার্থনা।

সভ্যতা—বিবাহের কাল।

ভারতীয় আর্য্যজাতির নিয়মানুসারে বর অপেক্ষা কন্যার বয়ঃক্রম ন্যূন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বকালে ত্রিংশৎ-বর্ষদেশীয় পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিতেন। চতুর্বিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইতেন না। এই বিধি দ্বারা ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, যে, চতুর্বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিতে না পারিলে অনুলঙ্ঘনীয় কারণ ব্যতীত কেহ কদাচ দারপরিগ্রহ করিত না। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় হইতে প্রায়শঃ স্ত্রী-জাতির যৌবনোদ্ভেদ হইতে আরম্ভ হয়। তৎকালে রূপলাব-ণ্যাদিও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে কন্যা মনোহারিণী, সেই কন্যাই দারক্রিয়ায় প্রশস্তা। (১)

ভগবান্ মনুর নিয়মে নির্গুণ পুরুষে কন্যা দান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তাঁহার আদেশ এই—পিতৃগৃহে কন্যা ঋতুমতী হইয়া আজীবন কাল অবিবাহিতাবস্থায় থাকুক, তাহাতেও কোন দোষ হয় না; তথাপি গুণহীন ব্যক্তির সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। স্বজাতীয়

---

(১) ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু। ৯ অ। ৯৪।

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।
গৌতমসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়।

গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। বশিষ্ঠসংহিতা ৮ম অধ্যায়।

বর বিদ্যাদি গুণে, কুলে, শীলে, ধনে, মানে উৎকৃষ্ট হইলে বরং কন্যার যৌবনোদ্ভেদরূপ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তদীয় করে কন্যা-সম্প্রদান করা যাইতে পারে, তথাপি নির্গুণ পুরুষে কন্যা দান করা কদাপি বিধেয় নহে। ভগবান্ মনুর আদেশ দেখ। (২)

বাল্যবিবাহ যে নিতান্ত অনাদরণীয় ও বিশেষ অপ্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, এরূপ বিধি দেখা যায় যে, যাবৎ কন্যাগণের যৌবনোদ্ভেদ না হয়, তাবৎ কাল মধ্যে বিবাহ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যৌবনোদ্ভেদের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। (৩)

শাস্ত্রীয় অষ্টপ্রকার বিবাহ মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ একতম। ঐ বিবাহে বর ও কন্যা পরস্পর স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব সে স্থলে নিতান্ত বালক বা নিতান্ত বালিকার বিবাহ দেখা যাইতেছে না। গান্ধর্ব্ব বিবাহে যুবক ও যুবতীর প্রণয়হেতু যুবজানিসম্বন্ধ কহিতে হয়। এই বিধিগুলি প্রকারান্তরে বাল্য-বিবাহ-নিষেধক।

---

(২) কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যাপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু। ৯ অ। ৮৯।
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥ মনু। ৯ অ। ৮৮।

(৩) যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া। অথ ঋতুমতী ভবতি, সা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি, পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে, তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যা। উদ্বাহতত্ত্ব।

ভগবান্ মনু ব্যতীত অন্যান্য মহর্ষিবর্গ বাল্যবিবাহের একান্ত সপক্ষ। তাঁহাদিগের শাসনেই বাল্যবিবাহ বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

কন্যার যৌবনোদ্ভেদ না হইতেই তাহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে হয়। কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে তদীয় পিতৃকুল চিরকাল নরকভোগ করেন ও বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকেন, এবং মহাপাতকজনক ঐ শোণিত পান করেন, ও ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপে পতিত হয়েন। অপিচ যে ব্যক্তি ঐ কন্যাকে বিবাহ করে, সেও পাতকী ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয় এবং ঐ কন্যা বৃষলী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। (৪)

সন্তানগণ পিতৃলোককে অক্ষয় স্বর্গভোগ করাইবেন; কদাচ নরকভোগ করাইবেন না। রজস্বলা কন্যা দান দ্বারা পিতৃলোকের নরকভোগ হয়। অতএব উহা অকর্ত্তব্য। যাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন হয়, পুত্রের তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য. শাস্ত্রে এইরূপ নিদেশ থাকায়, ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ ধর্ম্মলোপভয়ে একান্ত ভীত হইয়া অকালে কন্যাগণকে অসমযোগ্য বরেও সম্প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ভগবান্ মনুর নিয়মানুসারে দ্বাদশবর্ষবয়স্কা বালিকা ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক বরের, ও অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যা চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষের, করে প্রদত্ত হওয়া সুব্যবস্থা। অর্থাৎ কন্যা অপেক্ষা বর বিবাহকালে

---

(৪) পিতৃগেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যেদসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যশ্চেমাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্‌বৃষলীপতিম্॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

ত্রিগুণ বয়োঽধিক থাকিলেও, যেপ্রকার পুষ্পবতী নবীনা লতা বয়োবৃদ্ধ উন্নত তরুর সর্ব্বাবয়ব আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রী তাহার পুষ্পোদ্গমের অব্যবহিত পরেই স্বামীর সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, আর অসমযোগ্যা থাকে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাল ও বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারাই মনূক্ত নিয়মের নানাবিধ বৈষম্য ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে।

বর ও কন্যার বয়ঃক্রমের অনুপাত ধরিলে, ৮ বর্ষের ন্যূনে কন্যার বিবাহের বিধি পরিষ্কৃতরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই বলা যায়। বিভিন্ন মহর্ষিগণের নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, কন্যা রজস্বলা না হইতেই তাহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করা অতীব আবশ্যক। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ঋষিগণ নানা বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, এবং ইহাও স্থির আছে যে, কন্যার বয়ঃক্রম দশবর্ষ অতিক্রান্ত হইলেই তাহাকে রজস্বলা কহিতে হয়। সে ঐ অর্থে কন্যাপদবাচ্যা হয় না। এই সময় মধ্যে তাহার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত না হইলে তাহার পিতৃকুলের সকলেই মহাপাতকী হয়েন। মহর্ষিগণ এই হেতু অষ্টবর্ষা কন্যাকে সাক্ষাৎ গৌরী পদে অভিহিত করেন। নববর্ষা কন্যাকে রোহিণী নামে আখ্যা দেন। দশমবর্ষীয়াকে প্রকৃত কন্যা শব্দে উল্লেখ করেন। দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই স্ত্রীজাতির ঋতুকাল গণনা করা গিয়া থাকে। এই সময় হইতে তাহার যৌবনের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তদনুসারে তাহার নাম রজস্বলা হয়। (৫)

---

(৫) অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

তন্ত্রের মতে ষোড়শবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যাকেও কুমারী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনূঢ়া স্ত্রী চিরকালই কুমারী। তন্ত্রের বচনানুসারে একবর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত অনূঢ়া ললনাগণ যে যে দেবী-পদ-বাচ্যা, তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইল। যথা,—(১) সন্ধ্যা, (২) সরস্বতী, (৩) ত্রিধামূর্ত্তি, (৪) কালিকা, (৫) শুভগা বা কুমারিকা, (৬) উমা, (৭) মালিনী, (৮) কুব্জিকা, (৯) কালসংকর্ষা, (১০) অপরাজিতা, (১১) রুদ্রাণী, (১২) ভৈরবী, (১৩) মহালক্ষ্মী, (১৪) পীঠনায়িকা, (১৫) ক্ষেত্রজ্ঞা ও (১৬) অন্নদা। এই ষোড়শ কন্যা যাবৎ পুষ্পবতী না হয়, তাবৎকাল ষোড়শ মাতৃকাবৎ পূজ্যা। পুষ্পবতী হইলেও, তাহারা তাহাদিগের বৈবাহিক কার্য্যে অপূজ্যা নহে। ফলতঃ অনূঢ়া কন্যাগণ তান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রত্যেক বর্ষে বিভিন্ন-প্রকৃতিক দেবতা বিশেষ। ঐ সময়ে উঁহারা ঐ সকল দেবীর ন্যায় ফলপ্রদা হয়েন। এই হেতু যথাবিধানে কুমারীরূপে পূজনীয়া। যাঁহারা এইরূপে পূজনীয়া, তাঁহাদিগের বিবাহসম্পাদনে অবশ্য ফলাধিক্য আছে;—এই বিবেচনায় ধার্ম্মিকগণ সৎ পাত্র পাইলেই কন্যার যৌবনাদির বিষয়ে কোন অনুসন্ধান না লইয়াই শুদ্ধ কালে ও শুভ লগ্নে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া আপনাকে ভাবী অনিষ্টাপাত হইতে নির্লিপ্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিতে অপৌগণ্ড শিশুর বিবাহ হইয়া আসিতেছে। ইহাতেই বাল্য-বিবাহ দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। (৬)

---

(৬) একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা তু ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুর্বর্ষা তু কালিকা॥

বাল্য-বিবাহ।

বাল্য বিবাহের একটী বিশেষ গুণ এই যে, বধূ প্রায় শ্বশুর-কুলের একান্ত বশীভূতা হয় এবং প্রায়ই পরিজনবর্গের হৃদয়-গ্রাহিণী ও স্বামিকুলের নিতান্ত আত্মীয়া হইয়া থাকে। সেই কারণে সংসারাশ্রম বাল্য-বিবাহিতার পক্ষে সুমধুর আকার ধারণ করে। প্রথম হইতেই উঁহারা শ্বশুর-কুলের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। গুরুজনের নিকট লোকস্থিতির ও ধর্ম্ম-কার্য্যের শিক্ষা বধূভাবে পাইতে থাকে। তন্নিমিত্ত বধূগণ সলজ্জা, ভক্তিপরায়ণা ও দয়ার্দ্রহৃদয়া এবং গৃহকার্য্যে বিলক্ষণ পটু হয়েন। বয়োবৃদ্ধা কন্যার বিবাহ হইলে বালিকা-ভাব থাকে না; তাঁহারা শ্বশুর-গৃহে আসিয়াই সদ্যঃ সদ্যঃ সংসারধর্ম্ম বুঝিয়া লইতে বিশেষ আগ্রহ দেখান, এবং গুরুজন ও পরি-জনাদির প্রতি তাদৃশী ভক্তিমতী বা অনুরাগিণী হয়েন না। যুবতীগণ দম্পতিপ্রণয়ে যাদৃশী উন্মুখী ও ভোগাভিলাষে যাদৃশী

শুভগা পঞ্চবর্ষা চ ষড়্‌বর্ষা তু উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা॥
নবভিঃ কালসংকর্ষা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে তু রুদ্রাণী, দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী॥
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চান্নদা মতা॥
এবংক্রমেণ সংপূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।
পুষ্পিতাপি চ সংপূজ্যা তৎপুষ্পাদানকর্ম্মণি॥

রুদ্রযামলে কুমারিকা-পূজা-প্রকরণে বয়োভেদেন নামভেদাঃ।

প্রবণা হয়েন, বালিকা বধূগণ তাদৃশী হয় না। তাহারা কদাচ নির্লজ্জভাব ধারণ করে না। বালপরিণীতা বধূগণ প্রথম হইতেই সৎক্রিয়া, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের অভ্যাসবশতঃ দুর্দান্তা হয় না। অধিকবয়স্কা বিবাহিতা যৌবনোন্মত্তা কামিনীগণ বিবাহের পরে কেবলমাত্র পতিকে অন্তরে স্থান দেয়; সাংসারিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করে না, বা গৃহস্থালীর কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না। স্বামীরই প্রিয়া হইবার জন্য চেষ্টা করে ও তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে বিশেষযত্নবতী হয়। ইহাতে অকৃতার্থ হইলে বা কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে সংসারের স্থিতি-বিপর্য্যয় ঘটায়। ইহারা রন্ধন-পরিবেশনাদি সাংসারিক ব্যাপারে বিশেষরূপে লিপ্ত হইতেও ইচ্ছা করে না। সুতরাং সাংসারিক কার্য্যে ইহাদিগের সুখ্যাতিও হয় না।

রজস্বলা কন্যার বিবাহে দোষশ্রুতি থাকাতেই রুদ্রযামলের বচনানুসারে অধিকবয়স্ক কন্যার বিবাহ-দান-প্রথা প্রবল হইতে পারে নাই। তবে স্থলবিশেষে অথবা কোন দুরতিক্রম কারণবশতঃ যদি কন্যার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ (রজোদর্শনের কাল) অতীত হইয়া থাকে, তথায় দ্বাদশাদি-বর্ষবয়স্কার বিবাহ দেখা যায়। ইহা কুলীন মহাশয়দিগের গৃহে প্রচলিত আছে। তাঁহারা সৎপাত্রের অপ্রাপ্তি হেতু ভগবান্ মনুর মত অনুসরণপূর্ব্বক অধিকবয়স্কা কন্যার ও অন্যান্য মহর্ষির মতে শিশু কন্যার বিবাহ দিয়া আসিতেছেন। যখন যে বচনে সুবিধা জ্ঞান করেন, তখন সেই বচনটীকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক আপনাকে পাপপঙ্ক হইতে নির্লিপ্ত অথবা পরিশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে পাত্রসাৎ না হইলে ঐ কন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজে পতি অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিতে পারিত, ও তাহাতে পাপভাগিনী হইত না। দ্বাদশ-বর্ষ-বয়স্ক কন্যার বিবাহ সম্পাদন না করিতে পারিলে পিতা, ভ্রাতা ও মাতা, সকলেই নরকভাগী এবং সকলেই ঐ রজস্বলা কন্যার শোণিত পান করেন এবং ব্রহ্মহত্যা পাপে পতিত হয়েন। (৭)

এই সমস্ত শাসন সত্ত্বেও যে, অধিকবয়স্ক কন্যার বিবাহ হয় না, সে কেবল কন্যাগণের ভাগ্যবলে অথবা কোনথানে দুর-দৃষ্ট হেতু। কথন কথন পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি অভি-ভাবকবর্গের সুসময় ও অসময় নিবন্ধন কন্যাগণের সুযোগ্য কাল অথবা অযোগ্য কাল উপস্থিত হয়। অনূঢ়া স্ত্রী জাতির সাধারণ নাম কন্যা বা কুমারী। আধুনিক কুলীনগণের সমান ঘরে বর না মিলিলেই হতভাগা কন্যাগণকে চিরকৌমার্য্য-ব্রতা-বলম্বন করিতে হয়। অথবা সময়বিশেষে বর মিলিলেও হয় ত এক সঙ্গে বহু কন্যাকে এক পাত্রের পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে একজন বরকে অপোগণ্ড বালিকা হইতে নিতান্ত প্রৌঢ়াকেও বিবাহ করিতে দেখা গিয়া থাকে।

(৭) কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥ রাজমার্ত্তণ্ডে।
সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ যমঃ।

কোন পুরুষের যদি কোন-কারণ-বশতঃ তিনটী বিবাহ ঘটে, তাহাকে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চারিটী বিবাহ করিতে নিতান্তই বাধ্য হইতে হয়। তবে যাঁহারা বহুবিবাহপ্রিয় নহেন, ও দ্বিভার্য্য বা বহুপত্নীক হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর জ্ঞান করেন, তাঁহারা ঐ দোষ-পরীহার জন্য ত্রিবিবাহের পূর্ব্বে একটী কুসুম-লতাকে বিবাহ করিয়া থাকেন। ঐ লতা ঐ ব্যক্তির তৃতীয়া পত্নী রূপে গণনীয়া হয়। তৎপরে প্রকৃত তৃতীয়া পত্নীই চতুর্থ দাররূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। চতুর্থ বিবাহ না করিলে ঐ ব্যক্তি নিজের সপ্ত পুরুষকে নরক ভোগ করান, এবং আপ-নাকেও ভ্রূণহত্যার পাতকী করেন। (৮)

কন্যা-বিক্রয়-দোষ।

আর্য্যজাতির বিবাহ-প্রকরণ দেখিলে ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, ইহাঁরা বয়ঃজ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিতেন না, এবং ক্রয়ক্রীতা কন্যাও ইহাঁদিগের নিকট নিতান্ত দূষণীয়া বলিয়া পরিগণিত ছিল ও আছে। যে দ্বিজ কন্যা বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি মহাপাপী। তাহাকে পূরীষহ্রদসংজ্ঞক নরকে পতিত হইতে হয়। ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তান চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত, ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, সুতরাং তাহার দত্ত অন্ন ও পিণ্ড পিতৃ-

(৮) ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতং চরেৎ॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

গণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে বিশুদ্ধ নহে। ঐ পত্নী দাসী বলিয়া খ্যাত হয়, কদাপি পত্নী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। (৯)

কন্যা বিক্রয় না করা এবং বরপক্ষ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ না করা ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ। তবে যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, আর্ষ বিবাহে এক গোমিথুন বা দুই গোমিথুন বরপক্ষ হইতে লইয়া কন্যা সম্প্রদান হইয়া থাকে, তথায় পণ কহা যাউক, যেহেতু বস্তুর পরিমাণ অল্পই হউক, অথবা অধিকই হউক, অবশ্যই বস্তুগ্রহণমাত্রকে পণ ধরিতে হয়। কিন্তু ভগবান্ মনু আর্ষ বিবাহে বরপক্ষ হইতে যে গোমিথুন-গ্রহণের কথা বলিয়াছেন, উহা পণস্বরূপ নহে। কারণ, ঐ গোমিথুন-গ্রহণ ধর্ম্মকার্য্যার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে; কন্যার পিতৃকুলের ব্যবহার নিমিত্ত নহে। আসুর বিবাহে কন্যাকে বিবাহের অগ্রে স্ত্রীধন দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ স্ত্রীধন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বা জ্ঞাতিগণ গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করিতে পারেন, কিন্তু ঐ ধন তাঁহাদিগের নিজ ব্যবহারে আনিতে পারেন না। এ স্থলেও কন্যা-বিক্রয় কহা অকর্ত্তব্য। কারণ, এই স্ত্রীধন পিতৃকুলের

---

(৯) যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেৎ নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্॥
বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ।
স চাণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

ক্রিয়াযোগসারে উনবিংশ অধ্যায়।

ক্রয়ক্রীতা চ যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ॥

দত্তকমীমাংসাধৃত অত্রিবচন।

ব্যবহারজন্য গৃহীত হয় না। উহা কন্যার অলঙ্করণ ও পুণ্য-জনক কার্য্যেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহু কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা অবশ্যই ভামিনীগণকে নিজ নিজ বিভব অনুসারে পরিশোভিত করেন। কাজেই বরপক্ষ হইতে অগ্রে শোভা-সম্পাদনে দোষ নাই। (১০)

ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই কন্যা-বিক্রয় নিষিদ্ধ, অন্য তিন বর্ণের পক্ষে ইহা পাপজনক নহে। তবে সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সৎ পথ থাকিতে কেন অসৎ পথ আশ্রয় করিবেন? এই হেতু কন্যা-বিক্রয় সকলেরই পক্ষে দোষাবহ। অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ অন্য কোন জাতির সম্ভবিতে পারে না, সুতরাং এই দুই বিবাহ ব্রাহ্মণের নিজস্ব-স্বরূপ।

যে স্থলে কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং বেদ-বেদাঙ্গপারগ ও সদ্‌গুণশালী বিপ্রকে আহ্বানপূর্ব্বক বিশেষরূপে সম্মান ও পূজার সহিত

---

(১০) ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্লঞ্ছুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥ ৫১॥
আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্ম্মৃষৈব তৎ।
অল্পোঽপ্যেবং মহান্বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ॥ ৫৩॥
যস্মাৎ নাদদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ।
অর্হণং তৎ কুমারীণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্॥ ৫৪॥
পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ৫৫॥
স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্॥ ৫২॥

মনু। ৩অ।

বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া কন্যা-দান করেন, তথায় ব্রাহ্ম বিবাহ কহা যায়। অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ ১২৪।১২৫ পৃষ্ঠে দেখ।

বিবাহ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা ও মাতৃকুলে সপিণ্ড কন্যা নিষিদ্ধ; কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ নিয়ম তাদৃশ প্রবল নহে। তথাপি সৎশূদ্রেরা দ্বিজাতিসমুচিত সদাচার করিয়া থাকেন। (১১)

যেমন পিতার সগোত্রা ও মাতার সপিণ্ডা কন্যা দ্বিজাতির পক্ষে বিবাহ-বিষয়ে বিহিত নহে, তদ্রূপ পিতৃপক্ষের বান্ধবগণের সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা ও মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহ-যোগ্যা নহে। কারণ, পিতৃপক্ষ শব্দে বরের পিতৃকুলের কন্যার বংশের কন্যার সহিত পর্য্যায়ে যে সপ্তমী হয় তাহাকে, এবং মাতুল-কুল হইতে যে সকল কন্যা বরের সহিত পর্য্যায়ে পঞ্চমী হয় উহাদিগকে, পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের বিধি আছে। কোন কোন ঋষির মতে মাতুল-কুলে বিবাহ করা কোনক্রমেই বিহিত নয়। (১২)

---

(১১) অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ মনু। ৩ অ। ৫।

(১২) পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। বিষ্ণু-স্মৃতি।

সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥ নারদ।

গর্ভাধান।

আর্য্যগণের সমস্ত ক্রিয়াই ধর্ম্ম্য ও আদিম ; সুতরাং পুত্রোৎপাদনরূপ বৈধ গর্ভাধান-কার্য্য আদ্য ঋতুতে শুভ লগ্নে ও অনিন্দিত দিবসে পবিত্রভাবে কেন না হইবে ? ইহা বেদবিহিত হোমাদি সম্পাদনপূর্ব্বক সমাহিত হয়। মন্ত্রাত্মক-সংস্কার-সম্পন্ন না হইলে দম্পতী সহবাসজন্য নিষেকক্রিয়ারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে অধিকারী হয়েন না। বৈধ ক্রিয়া দ্বারা সৎপুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম্যভাবেই জায়া-পতির সহবাস। ইহার ফল বৈধ ধার্ম্মিক পুত্র লাভ। ধার্ম্মিক পুত্র ইহলোক ও পরলোকের সুখসাধনের হেতুভূত। অধার্ম্মিক অবৈধ পুত্র কোন কার্য্যের উপযোগী নহে। বৈধ পুত্রোৎপাদনই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিদান-স্বরূপ। বৈধ পুত্রার্থেই আর্য্যজাতির দার-পরিগ্রহ ; স্বকীয় কাম চরিতার্থ জন্য নহে। বরং পত্নীর রতি-কামনায় পত্নী সহবাস করা যাইতে পারে, তথাপি নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনার্থ অভিগমন অকর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম করা অবশ্য উচিত, তথাপি অনার্ত্তবে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অভিগমন অবিধেয়। (১)

ভার্য্যার ঋতুকালই পুত্রোৎপত্তির বৈধ ও প্রকৃত সময়। সুতরাং তৎকালে ভার্য্যা-সহবাস অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। এই সহবাসের নাম গর্ভাধান অর্থাৎ পুত্রের জননরূপ বীজ-নিষেক। এই ক্রিয়াকে ভার্য্যার দ্বিতীয় সংস্কার বা সচ-

---

(১) ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।

পর্ব্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥ মনু। ৩অ। ৪৫।

রাচর পুনর্ব্বিবাহ কহে। সুতরাং ইহা ভবিষ্য ভ্রূণের দশ সংস্কারের প্রথম সংস্কার। (২) বেদবিহিত এই সংস্কারকার্য্য যথারীতি সমন্ত্রক সমাহিত না হইলে জাত বালকের শরীর ও আত্মা পবিত্র হয় না। (৩) ঐ সংস্কারের অকরণে অন্য

(২) গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ॥
অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥
এবমেনঃ ক্ষয়ং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্॥ যাজ্ঞবল্ক্যবচন।

(৩) গর্ভাধানের মন্ত্র।
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা॥
হিরণ্ময়ী অরণীয়ং নির্ম্মন্থতো অশ্বিনা।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে॥
ঋগ্বেদসংহিতা। ১০মণ্ডল ১২ অনুবাক ১৮৪ সূক্ত ১। ২।৩ ঋক্।
প্রজায়মুৎপাদয়েদৌষধমন্ত্রসংযোগেন। বৌধায়ন।

স্ত্রী যে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য দেয়, তাহা এই—
ওঁ বিশ্বপ্সা বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥
ভবদেবভট্টের সংস্কার-পদ্ধতি, গর্ভাধান-মন্ত্র।

এইরূপ আর আটটী মন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা অর্ঘ্যদান হয়। বিধিবাক্য যথা—
অথর্ত্তুমত্যাঃ প্রাজাপত্যং ঋতৌ প্রথমে অনুকূলেঽহনি সুস্নাতয়া অমারব্ধঃ ইত্যাদি বিধান দেখ।
আশ্বলায়ন-গৃহ্য-পরিশিষ্ট। ১ অধ্যায়।

সংস্কার হইতে পায় না, সুতরাং ইহা অন্য সংস্কারের মূলস্বরূপ। ইহার অকরণে অন্য সংস্কারগুলি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় অধঃপতিত হয়।

গর্ভাধান-সংস্কার না হইলে ধর্ম্ম-বিষয়ে ঐ বালকের অধিকার জন্মে না। তজ্জন্য সে অপবিত্র ও অসংস্কৃতাবস্থায় পাপাত্মার ন্যায় থাকে। (৪) পাপাত্মা পুত্র পিতার পুন্নাম-নরক-নিস্তারক হয় না। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বৈধ ধার্ম্মিক পুত্রই পিতৃলোকের পুন্নাম-নরক-নিস্তারক ও কুল-সন্ততি-বর্দ্ধক। তদ্দ্বারা পিত্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

মনুষ্যের আয়ুষ্কাল নিতান্ত অস্থির। অতএব যথাকালে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ-পরিশোধার্থে ও গৃহস্থাশ্রম-রক্ষার্থে ভার্য্যার প্রথম ঋতুতেই যথাবিধানে গর্ভাধান করা আবশ্যক। কারণ শরীরের অনিত্যতা ও কালের কুটিলতাদি হেতু দৈবাৎ যদি পুত্রোৎপাদন না হয়, তবে অবশ্যই ঐ ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ-নিবন্ধন নিরয়গামী হইতে হয়। পত্নীর ঋতুকালে তৎসহবাস না করা মহাপাতকের কার্য্য। তাহা না

যদা ঋতুমতী ভবতি উপরতশোণিতা তদা সম্ভবকালঃ। ঋতুঃ প্রজাজননযোগ্যকালঃ। তন্নিমিত্তেন নৈমিত্তিকং গমনং কার্য্যম্ অকুর্ব্বতঃ প্রত্যবায়ান্নিয়মঃ।

গর্ভাধানপ্রকরণে সংস্কারতত্ত্বে ভবদেবভট্টধৃত গোভিলবচন।

(৪) বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥
গার্ভৈর্হোমৈর্জ্জাতকর্ম্ম-চৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকং চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে ॥ মনু। ২অ। ২৬।২৭।

করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে। (৫) ইত্যাদি বহুবিধ হেতু-বশতঃ আদ্য ঋতুতেই বেদবিহিত ধর্ম্মা-ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক গর্ভাধান আবশ্যক। কারণ, প্রথম উপস্থিতি পরিত্যাগ করিলে নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। ঋষিগণ অনিষ্টাশঙ্কায় আদ্য ঋতু-কেই গর্ভাধানের মুখ্য ও প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সংস্কার দ্বারা কেবল ভ্রূণের শরীর ও আত্মার পবিত্রতা জন্মে এরূপ নহে, ইহা দ্বারা পুত্রজননের ক্ষেত্রের সার্ব্বকালিক পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াদি পুত্র জননসময়ে আর বৈদিক-মন্ত্রাত্মক সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে না।

দশ সংস্কার।

দ্বিজাতিত্রয়ের দেহশুদ্ধি, অন্তঃশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি-বিধা-য়ক অনেকগুলি বৈদিক সংস্কার আছে, তন্মধ্যে দশটী প্রধান। যে দশটীর আরম্ভে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ (৬) ও হোমক্রিয়া সম্পাদন

---

(৫) ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৩॥
ঋতুস্নাতাং তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপসর্পতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৪॥

পরাশরসংহিতা। ৪ অধ্যায়।

(৬) বিবাহাদি কর্ম্মে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহাকেই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কহে।

যথা—কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥

করিতে হয় এবং যেগুলি বৈদিক ক্রিয়ার বিশেষ সাপেক্ষ, সেই-গুলির উদ্দেশ্য সহ নামোল্লেখ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, আর্য্যগণের বেদবিহিত দশবিধ প্রধান সংস্কার-গুলি অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা—(১) গর্ভাধান। (২) পুংসবন। (৩) সীমন্তোন্নয়ন। (৪) জাতকরণ। (৫) নামকরণ। (৬) অন্নপ্রাশন। (৭) চূড়াকরণ। (৮) উপনয়ন। (৯) সমাবর্ত্তন। ও (১০) বিবাহ।

ইহার অকরণে পাপ জন্মে। বৈদিক-ক্রিয়া লোপ হইলে দ্বিজগণের বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। ক্রমে এইরূপে জাতিভ্রংশ ঘটে। ক্রমে ম্লেচ্ছভাব দাঁড়ায়। স্ত্রীজাতির গর্ভা-ধানরূপ দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে তান্ত্রিক দীক্ষা হয় না।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই সংস্কারগুলির প্রধান উদ্দেশ্য কি, এবং ইহার করণেই বা ফল কি? এবং সংসারাশ্রমের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি? ইহলৌকিক ও পারত্রিক পবিত্রতাসম্পাদনপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনই এই সমুদয় ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সংস্কারগুলি পরস্পর-সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নহে। দ্বিজ-জাতির পক্ষে তান্ত্রিক দীক্ষাও দশ-সংস্কারের সাপেক্ষিক ক্রিয়া-

---

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥ বিষ্ণুপুরাণ।

ছন্দোগ-পরিশিষ্টেও এইরূপ লিখিত আছে—

স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডানোদ্বহনাত্তেষাং তদভাবেঽপি তৎক্রমাৎ॥

বিশেষ। অদীক্ষিত ব্যক্তির তান্ত্রিক পূজাদিতে অধিকার থাকে না। উপনীত ও দীক্ষিত ব্যক্তিরই বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্যে তুল্যাধিকার জন্মে। স্ত্রী ও শূদ্রের বৈদিক কার্য্যে অধিকার নাই। কিন্তু তান্ত্রিক কার্য্যে বিশেষ অধিকার আছে।

গর্ভাধানানুষ্ঠান।

যে সংস্কারের যাহা উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, তাহা তথায় বলা যাইবে।

গর্ভাধানের প্রয়োজনাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কুলাচার অনুসারে স্ত্রীকে পঞ্চামৃত বা পঞ্চগব্য পান করান হয়। পঞ্চগব্য পানের মন্ত্রে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, স্ত্রী জীববৎসা হইয়া সুপুত্র প্রসব করিবে। আর্য্যগণ পত্নীকে সুভগা ও কল্যাণী করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদিগের মহতী ইচ্ছা এই যে, পুত্র দীর্ঘায়ু, যশস্বী, তেজস্বী, নীরোগ ও নির্ব্বিঘ্ন হয়। গর্ভাধান কার্য্যের এই চরম উদ্দেশ্য। ইহার সহিত পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ। পত্নীর প্রীতি-সম্পাদন গৌণ অভিধেয়। (১)

(১) ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে।
অস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥

ভবদেব-ভট্ট-কৃত সংস্কার-পদ্ধতি।

গর্ভাধানে সূর্য্যার্ঘ্য দানের যে ৯টী মন্ত্র আছে, তাহারও তাৎপর্য্য ঐরূপ।

পুংসবন।

যে কার্য্য দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণকে পুরুষভাবাপন্ন করা হয়, তাহার নাম পুংসবন বা পুংসীকরণ। এই ক্রিয়া তৃতীয় মাসে সমাধা করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ ও প্রক্রিয়া এবং ঋক্‌সামাদির মন্ত্রানুসারে ঈশ্বরের নিকট পুত্র প্রদানের প্রার্থনা জানাইতে হয়। সে প্রার্থনা এই যথা—হে বধু! অগ্নি, ইন্দ্র-দেব ও বৃহস্পতি প্রভৃতি পুরুষগণ যেপ্রকার বুদ্ধি ও বিভব সম্পন্ন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমিও তদ্রূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভ কর। (২)

দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যের করণ দ্বারাই শুভাদৃষ্ট জন্মে। শুভা-দৃষ্ট, শুভকাল ও যত্ন একত্র পিণ্ডীকৃত হইয়া পুত্র উৎপাদন করিয়া দেয়। যে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তথায় পুত্র জন্মে না। প্রথম গর্ভকালেই পুংসবনের বিধি দেখা যায়। অন্য গর্ভের সময় এই কার্য্যের আর আবশ্যক দেখা যায় না।

সীমন্তোন্নয়ন।

আর্য্যগণ ইহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন যে, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীকে গর্ভদোহদ দিতে হয়। গর্ভদোহদ দ্বারা গুর্ব্বিণীকে হৃষ্টা ও পুষ্টা রাখিলে ভবিষ্য বালকের বল, বীর্য্য, বুদ্ধি ও অদৃষ্ট

(২) ওঁ পুমান্ অগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমানমু জায়তাম্॥
সামবেদীয় পুংসবন-পদ্ধতি।

সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পুত্রের শুভ সাধন ও বধূর প্রীতি সম্পাদনই এই ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ধেতুই বসন ভূষণাদি প্রদানপূর্ব্বক গর্ভদোহদরূপ সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার সম্পাদন করা অনেক কুলের কুলাচার। এই কার্য্য যথারীতি সমাধা হইলে অভিজনগণ গর্ভিণীকে শক্তি অনুসারে সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ (সাধ অর্থাৎ অভিলাষানুরূপ খাদ্য, বসন ও ভূষণ) গর্ভদোহদ দিয়া থাকেন। অভিজনবর্গ এইরূপে গর্ভিণীকে পবিত্রাবস্থায় রাখিয়া নিরন্তর তাঁহার আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন। (৩)

গর্ভদোহদের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক ক্রিয়ার নাম সীমন্তোন্নয়ন। ইহাতে গর্ভিণীর অঙ্গ ও কেশ সংস্কার পূর্ব্বক সীমন্তের উন্নয়ন করা হয়। ইহার কাল কুলাচার অনুসারে সপ্তম বা নবম মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন কুলে এই কার্য্যের পরিবর্ত্তে কেবল পঞ্চামৃত ভক্ষণ করান হয়। ইহাই পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের অনুকল্প-স্বরূপ।

---

(৩) স্বামী। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শললা্য সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তেরাকে সুমতয়ঃ সুপেশসে যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোহদ্য সুমনা উপাগাহি। সহস্রপোষং সুভগেররণা। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ। ততো বধূঃ সর্ব্বং ভবদুক্তং পশ্যামীতি বদেৎ। ওঁ অয়মূর্জ্জবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি॥

সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়ন-প্রকরণ।

প্রজাপতি কশ্যপ, দেবমাতা অদিতির সুখসাধন ও তৃপ্তি-হেতু তাঁহার সীমন্ত উন্নয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দেব-গণ প্রভাবশালী ও অন্যের অজেয়। হে বধু! তুমি অদিতির ন্যায় সুসন্তান প্রসব কর। তোমার সন্তানগণ যেন সর্ব্ব-সৌভাগ্যশালী ও দীর্ঘায়ু হয়। তুমি কল্যাণী ও বহুফলপ্রস-বিনী হও এবং স্বামীর সুখ বর্দ্ধন কর।

জাতকরণ।

আর্য্যজাতির গার্হস্থ্য আশ্রমের ফল পুত্রপ্রাপ্তি। পুত্র-জননশ্রবণে পুরাতন আর্য্যগণ যেপ্রকার আনন্দ লাভ করি-তেন, নানা বিঘ্ন ও নানা হেতু বশতঃ অধুনাতন আর্য্যগণ তাদৃশ আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন কি না, তাহা বলা কঠিন ব্যাপার। তাঁহারা, পুত্র না জন্মিলে পুত্রের প্রতিনিধি করিতেন। অর্থাৎ দত্তকাদি পুত্র গ্রহণ না করিয়া আপনাকে নিরাশ্রয় ও নিঃসন্তান রাখিতেন না। অপুত্রক থাকা তাঁহা-দিগের পক্ষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। পুত্র-জনন দ্বারা পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার হয়। পুত্রই কুলসন্ততি বিস্তারের হেতুভূত। সুতরাং তাহার জননে কেন না আনন্দ-স্রোত উদ্বেল হইবে? পিতা পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া আহ্লাদে গদ্গদস্বর ও পুলকে পূর্ণিততনু হয়েন। তখন তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে আর্দ্র হইতে থাকে। সমস্ত সদ্বৃত্তি উত্তেজিত হয়। এই কালে জনক দরিদ্রে দান, ঈশ্বরে

বিশেষ পূজা ও ধ্যান, সুহৃদ্ জনে আমোদ, গুরুজনে ভক্তি ও পূজা প্রদান করেন। (৪)

এখন ষষ্ঠ দিবসে এই ক্রিয়ার অনুকল্পস্বরূপ সূতিকা-ষষ্ঠী পূজা হয়।

জাতকরণের প্রধান উদ্দেশ্য শিশুর পবিত্রতা ও সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন। পিতৃলোকের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং দৈব ক্রিয়া-রূপ শুভ স্বস্ত্যয়ন সম্পাদন ব্যতীত অভীষ্ট-ফল-সিদ্ধি হয় না। এই কারণে পিতা পুত্রজনন শ্রবণমাত্র সপরিচ্ছদ স্নান করিয়া দানাদিপূর্ব্বক কৃত-নিত্য-ক্রিয় হইয়া দৈব হোম ও নান্দীমুখ করেন। শিশুর নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে ফল, পুষ্প ও ধান্য, দূর্ব্বা, ও কাঞ্চনাদি সংযোগপূর্ব্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা বিধি। এই কার্য্যান্তে শিশুর নাড়ীচ্ছেদ ও অভিষেক করা রীতি।

স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে স্বর্ণসংযোগে ঘৃত দ্বারা শিশুর জিহ্বার ক্লেদ দূরীকরণ ও মার্জ্জন করা হয়। (৫)

---

(৪) স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ২৮। ২। মনু।
জাতে পুত্রে পিতা শ্রুত্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।
ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্তি দত্ত্বা বালং বিলোকয়েৎ ॥
দেবল-বচন। কৃত্যচিন্তামণি।
শ্রুত্বা বালস্য বৈ জন্ম কৃত্বা বেদোদিতাঃ ক্রিয়াঃ।
অচ্ছিন্ননালং পশ্যেত্তু দত্ত্বা রুক্মং ফলান্বিতম্ ॥ গর্গসংহিতা।

(৫) ওঁ প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃ প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধামযাসিষং স্বাহা। ইতি কুমারস্য জিহ্বাং পরিমার্ষ্টি।
সামবেদীয় জাতকরণ, ভবদেব-ভট্ট

নামকরণ।

বস্তু ও ব্যক্তি মাত্রের যখন একটা সংজ্ঞা আছে, এবং সেই সংজ্ঞা না দিলে অপর বস্তু বা ব্যক্তি হইতে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না; তখন বালকের একটা নাম না দিলে তাহাকে অন্য হইতে বিশেষ করিবার উপায় থাকে না। অপিচ চেতন বস্তুর মধ্যে মনুষ্যের বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি থাকায় জ্ঞান-যোগের আরম্ভে শিশু সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, ও তাহার নাম কি, তাহাও বুঝিতে অভিলাষী হয়। অতএব অগ্রে শুভ লগ্নে শুভ নাম দেওয়া কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে, অথবা শুভলগ্নে রাশি অনুসারে নাম নির্ব্বাচন করা প্রথা ছিল। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হইয়া থাকে। বালকের অভ্যুদয় জন্য পিতৃলোকের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই কার্য্যে জন্ম-বার, জন্ম-তিথি, জন্ম-মাস, জন্ম-নক্ষত্র ও তদধিপতিগণ প্রধানরূপে পূজনীয়। তাঁহারাই মঙ্গল-বিধায়ক। তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা হয়। (৬)

(নিষ্ক্রামণ।)

এই ক্রিয়াও বেদবিহিত। ইহারও উদ্দেশ্য সৎ, মহৎ ও মঙ্গলদায়ক। জনক জননী সর্ব্বদাই পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কা করেন,

---

(৬) প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরি দদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যৈ পরিদদাতু।
ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ আছে। ভবদেবভট্ট।

তাহাকে সহসা গৃহ হইতে অনাবৃত স্থলে আনিতে হইলে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থসমূহের প্রত্যক্ষ করাইতে হইলে, অগ্রে ঈশ্বরের সৌম্য-মূর্ত্তিই দেখান উচিত। তদনুসারে পিতা মাতা উভয়ে শিশুর আনন্দ সম্পাদন জন্য সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বিশ্বের আনন্দপ্রদ ঈশ্বরের অষ্টমূর্ত্তির একতম মূর্ত্তি চন্দ্র দেখান। এই কার্য্য অতি পবিত্র ও সুমধুর সময়েই সমাধান করা রীতি।

শিশুর যখন তিনমাস বয়ঃক্রম অতীত হয়, তৎকালে শুক্ল-পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে অথবা শুভ লগ্নে প্রাতঃকালে তাহাকে স্নান করান হয়। এবং ঐ দিন সন্ধ্যাসময়ে জায়াপতি সংযমী হইয়া ঈশ্বরের নিকট শুভ প্রার্থনাপূর্ব্বক পুত্রকে চন্দ্র দেখান।

যদি কুমার তৎকালে অসুস্থ থাকে, অথবা কোন প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে ষণ্মাস মধ্যে কোন এক শুভ তিথিতে চন্দ্র-সন্দর্শন করান হয়। অথবা ষষ্ঠ মাসেও এই কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাতে হোমাদি ক্রিয়া বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কার্য্য দেখা যায় না, কিন্তু ইহা দশ সংস্কারের অন্তর্গত অবান্তর সংস্কার বিশেষ। (৭)

নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥ ৩০। ২। মনু।

(৭) ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং শ্রিতমন্তঃ প্রজাপতৌ।
বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্ম মাহং পৌত্রমঘং নিগাম্ ॥
ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্।
বেদা মৃতস্যাহং নামমহং পৌত্রমঘং রুষম্ ॥
ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী।
যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি ॥ ভবদেব।
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রামণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥ মনু। ২অ। ৩৪।

অন্নপ্রাশন।

শিশু যখন ক্রমশঃ ষষ্ঠ মাসে উপস্থিত, তখন তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে, স্থির করিতে হয়। তখন সে বড় চঞ্চল ও ভোজন জন্য সদা ইতস্ততঃ প্রধাবিত; তখন জানুসঞ্চালনে (হামাগুড়ি দিয়া) বেড়ায়, যাহা সম্মুখে দেখে, তাহাই খাইতে চেষ্টা করে। সুতরাং এ সময়ে আর তাহাকে কেবল দুগ্ধ দ্বারা শান্ত রাখা যায় না; পুষ্টিকর ভোজ্য দিবার আবশ্যক হয়।

আর্য্যগণ কোন কার্য্যই ঈশ্বরোপাসনা এবং পিতৃকৃত্য সমাধা না করিয়া আরম্ভ করেন না। বিশেষতঃ একটী বিশেষ নিয়ম-পরিবর্ত্তন-কার্য্যে ঈশ্বর ও পিতৃলোকের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিলে তদ্বিষয়ে সুমঙ্গল হয়। অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না।

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য শঙ্কাসঙ্কুলিত, অতএব কার্য্যারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশ জন্য পিতৃলোক, দেবলোক ও পরব্রহ্মের উপাসনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুর কান্তি, পুষ্টি, আয়ু, বল, বুদ্ধি, তেজ, রক্ত, মাংস ও মজ্জাদির বৃদ্ধি করণই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য; সেই প্রয়োজন-সাধন জন্য অন্নের প্রশংসা ও তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেবের স্তুতিজনক বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করাই এই কার্য্যের প্রধান অঙ্গ। মন্ত্রগুলি শিশুর স্বস্তি, শান্তি ও সৌভাগ্য সম্পাদক।

আরও কয়েকটী মন্ত্র আছে, সেগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই জানা যায় যে, শিশু পিতার আত্মা ও অঙ্গ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব সে তাহার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন।

তাহার তৃপ্তি-সাধন, কান্তি ও পুষ্টির বৃদ্ধি করণ, চিরায়ুর্ব্বনন, আরোগ্য-সম্পাদন, এবং সৌভাগ্য-প্রার্থন, পিতার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও উচিত কার্য্য।

ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই কার্য্য সমাধা করিতে হয়। অথবা কুলাচার-অনুসারে দশম মাসেও হইয়া থাকে। এই সময়-মধ্যে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে চূড়া-করণ-কালে অথবা উপনয়নের সময় অন্নাশন ও চূড়া-করণ সম্পাদন-বিধি দেখা যায়। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাত্মক মহাব্যাহৃতি হোম না করিলে এই ক্রিয়াগুলি সিদ্ধ হয় না। ক্রিয়াগুলি যথাক্রমে করিতে হয়। (৮)

চূড়াকরণ।

এই কার্য্যও দশ সংস্কারের অন্তর্গত। তৃতীয় অথবা পঞ্চম বর্ষ মধ্যে সমাধা করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য গর্ভাবাসাবস্থার কেশমুণ্ডন ও কর্ণবেধ-সম্পাদন; এবং বালকের শারীরিক শোভা সম্পাদন করাও এই কার্য্যের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন।

---

(৮) সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালাচ্চ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কুর্ব্বীত যেতুপনয়নাদথ॥ ছান্দোগপরিশিষ্টে।
ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গং সংশ্রবসি হৃদয়াদধি জায়সে,
প্রাণস্তে প্রাণেন সন্দধাসি জীব যাবদায়সং।
ওঁ অঙ্গাৎ অঙ্গং সম্ভবসি হৃদয়াদধি জায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং।
ওঁ অশ্মাভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব।
আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ সংজীব শরদঃ শতং।
ততোঽহনেন মন্ত্রেণ পিতা কুমারস্য শিরো জিঘ্রতি। গৃহ্যপরিশিষ্ট।

যাঁহার প্রসাদে সেই শরীর নির্ব্বিঘ্নে এতদিন অতিক্রম করিয়াছে ও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে ও যাহাতে আত্মা ও মনের স্ফূর্ত্তি হইতেছে. সেই পরম ব্রহ্মের ধ্যান পূজা ব্যতীত কখনই বালকের শারীরিক শোভা ও মানসিক স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অগ্রে তাঁহার আরাধনা কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের কুল-সন্ততির বিস্তৃতি জন্য ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ, তাঁহাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা অতীব প্রয়োজনীয়। অকরণে প্রত্যবায় জন্মে। পরকালে নরকগামী হইতে হয়। অতএব কেনই বা এই ক্রিয়ায় আর্য্যগণের অমনোযোগ ও অভক্তি জন্মিবে? এই ক্রিয়া পুত্রের বাল্য, যৌবন ও স্থবিরাবস্থার স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ। (৯)

উপনয়ন-সংস্কার বা সাবিত্রী-গ্রহণ।

ইহা বৈদিক অষ্টম সংস্কার। ইহার নাম মৌঞ্জীবন্ধনও বলা যায়। এই সংস্কারের প্রধান অঙ্গ সাবিত্রী-মন্ত্র গ্রহণ। সাবিত্রী-মন্ত্র-গ্রহণ দ্বারা দ্বিজত্ব জন্মে। তৎকালে বেদাধ্যয়নে অধিকার হইয়া থাকে। এই কার্য্যে দণ্ড-গ্রহণ আছে। ব্রাহ্মণ জাতি বিল্ব ও পলাশ যষ্টি; ক্ষত্রিয় জাতি বট বা খদির যষ্টি ও বৈশ্য জাতি উডুম্বর অথবা পীলু যষ্টি ধারণ করেন। বিপ্রগণের কেশান্ত পর্য্যন্ত দণ্ডের উচ্চতা করিবার নিয়ম; রাজন্যের

(৯) ওঁ যমদগ্নে স্ত্র্যায়ুষং ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং ওঁ তৎ তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং। বাল-যুব-স্থবিরত্বানি তৎত্র্যায়ুষং তে ভদ্রং তে শুভমস্তু। সামবেদীয় অন্নপ্রাশনের তিলক মন্ত্র। ভবদেব।

পক্ষে কর্ণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইলেই উপযুক্ত হইল; বৈশ্যের নাসা পর্য্যন্ত দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক।

এই সকল দণ্ড অগ্নিতে আহুতি দিয়া বংশদণ্ড ধারণ করিতে হয়। উহা সমাবর্ত্তন-কালে আপোনারায়ণে সমর্পিত হইয়া থাকে। (১০)

মৌঞ্জী মেখলা—অর্থাৎ উপবীত-ধারণ বিষয়ে এই নিয়ম দেখা যায়, যে, দ্বিজাতিমাত্রকে অগ্রে মুঞ্জাগ্রথিত অথবা কুশ-নির্ম্মিত উপবীত স্কন্ধে ধারণ করিতে হয়, তৎপরে কৃষ্ণসার মৃগের অজিন-নির্ম্মিত উপবীত গ্রহণ করা রীতি। তৎপরে সার্ব্বকালিক উপবীতের নিমিত্ত জাতীয় অধিকার অনুসারে ব্রাহ্মণের কার্পাসনির্ম্মিত নবগুণবিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী, ক্ষত্রিয় জাতির নবগুণবিশিষ্ট শণতান্তবী, ও বৈশ্যের ঊর্ণানির্ম্মিত নবগুণসম্পন্ন ত্রিগুণাত্মক ত্রিদণ্ডী ব্যবহার করিবার বিধি। (১১) কিন্তু এখন দ্বিজাতিত্রয়ই কার্পাসসূত্র নির্ম্মিত উপবীত ধারণ

---

(১০) ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবোডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥ ৪৫॥ মনু। ২।

(১১) কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণাম্।
বসীরন্নানুপূর্ব্ব্যেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥ ৪১॥ ঐ
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥ ৪২॥ ঐ
মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যা কুশাশ্মান্তকবল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥ ৪৩॥ ঐ
কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥ ৪৪॥ ঐ

করিতেছেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাক্রমে কিঞ্চিন্মাত্র শণ ও উর্ণা সংমিশ্রণপূর্ব্বক পবিত্র প্রস্তুত করিয়া লয়েন।

এই কার্য্যের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-গ্রহণ। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হয়। বিষয়-উপভোগ-বাঞ্ছার প্রতি একান্ত বিরক্তি জন্মান ও পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান-লাভই এই সংস্কারের মুখ্য প্রয়োজন ও কার্য্য। তজ্জন্য এই ব্যাপারে ভিক্ষা-বৃত্তির এত প্রশংসা। এইটী আশ্রম-চতুষ্টয়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ।

এই আশ্রমীকে ব্রহ্মচারী বলে। ব্রহ্মচারী সংযতভাবে ও নিস্পৃহরূপে সংসারে অবস্থান করে। তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি অনুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শণসূত্রনির্ম্মিত অধোবসন এবং কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের উত্তরীয় গ্রহণ করা প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষৌম অধোবসন এবং রুরুমৃগ চর্ম্মের উত্তরীয় করা ব্যবস্থা। বৈশ্য-জাতির পক্ষে ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় এবং মেষলোম নির্ম্মিত অধো-বসন ব্যবহার করা শাস্ত্রীয় আদেশ ও প্রথা। কিন্তু এক্ষণে এই সকল প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যজ্ঞোপবীতের সঙ্গে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মখণ্ড যোজিত করা হয়। বসনগ্রহণস্থলে গৈরিকরঞ্জিত কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র অথবা পট্টবসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা জাতিগত বৈষম্য দেখা যায় না।

কেহ কেহ ইহা মনে করিতে পারেন যে ভিক্ষা-বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার মর্ম্ম এই যে, যৎকালে বিদ্যা-ভ্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানে মনোনিবেশ করিতে হয়, তৎকালে ভোগ-লিপ্সা একবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কোনপ্রকারে সুখাভিলাষী হওয়া উচিত নয়। সর্ব্বপ্রকারে সংযমী হওয়

অত্যাবশ্যক। এই কারণেই গুরুকুলে অবস্থানের প্রথম ক্ষণ হইতেই সমস্ত-ভোগ-পরিত্যাগের চিহ্নস্বরূপ ভিক্ষা-বৃত্তির নির্দ্দেশ হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য উদ্দেশ্য। শিষ্টাচার ও বিনয়-শিক্ষা ইহার আনুষঙ্গিক ফল। অধিক কি, এই ব্যাপারে জননীকেই প্রথম ভিক্ষা-দাত্রী হইতে হয়, অর্থাৎ তিনি ইহা দেখান যে, অদ্য হইতে গুরুকুলে অবস্থানকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীকে নিস্পৃহ ও বিনীত হইয়া চলিতে হইবে। পিতা মাতা তদীয় শারীরিক সুখ সাধন জন্য বিব্রত হইবেন না। গুরুর প্রতি সমস্ত অর্পিত হয়।

মাতার অভাবে মাতৃস্বসা, তদভাবে নিজ ভগিনী, অথবা যে স্ত্রী ব্রহ্মচারীকে আন্তরিক স্নেহ করে, তথাবিধ ললনার নিকট ভিক্ষা করা উচিত। (১২)

গুরুকুল, জ্ঞাতিকুল, বা মাতুল-কুলের গৃহে ভিক্ষা করিতে নাই। এতদ্ব্যতীত ভিক্ষার স্থল না থাকিলে অগ্রে মাতুল-কুল

(১২) মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যাচৈনং নাবমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥ মনু। ২।
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥ ঐ
বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ম্।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্ ॥ ১৭৭ ॥ ঐ
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ১৭৮ ॥ ঐ
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥ ১৭৯ ॥ ঐ

তৎপরে জ্ঞাতি, সর্ব্বশেষে গুরুকুলেও ভিক্ষা করিতে পারে। গুরুকুলে ভিক্ষা-নিষেধের তাৎপর্য্য এই যে, ভিক্ষালব্ধ বস্তুমাত্র গুরুকে নিবেদন করিতে হয়, সুতরাং তদীয় অন্ন ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করা ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরে সম্প্রদানের ন্যায়। জ্ঞাতি ও মাতুলাদির দ্রব্যে আংশিক সংশ্রব থাকে, সুতরাং এই দুই স্থলও ভিক্ষার প্রকৃত স্থল নহে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দিবানিদ্রাদি অলসতা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যসন অতিনিষিদ্ধ। শিষ্য এই আশ্রমে গুরুর একান্ত অনুবর্ত্তী হইবেন।

যে কার্য্য দ্বারা বালককে শিক্ষার্থ গুরুকুলে উপনীত করা হয়, তাহারই নাম উপনয়ন। (১৩)

সমাবর্ত্তন।

সমাবর্ত্তনটী এক্ষণে উপনয়নের সঙ্গে অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুর অনুমতিক্রমে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশের অগ্রে বিদ্যাধ্যয়নের সম্পূর্ণতাজ্ঞাপক দণ্ডবিসর্জ্জনরূপ বৈদিক ক্রিয়ার নাম সমাবর্ত্তন।

এই সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। ইহা নবম সংস্কার। এই ক্রিয়া সমাহিত হইলে ব্রহ্মচারী দণ্ড ও কমণ্ডলু পরিত্যাগ করিয়া সুখসেব্য বস্ত্র ধারণ করিতে অধিকারী। অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া চর্ম্মপাদুকা ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করেন। ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মভঙ্গ বলে। সুতরাং এই ক্রিয়া দ্বারা

---

(১৩) গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালোপনয়নং বিদুঃ॥ স্মৃতিসারে।

ভোগাভিলাষের পুনরাবৃত্তি হয়। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রথারোহণে কতিপয় পদ আবর্ত্তন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখা যায় বলিয়া ইহার নাম সমাবর্ত্তন। ইহা দশ সংস্কারের অন্তর্গত উপনয়ন সংস্কারের সাঙ্গতাসম্পাদক সংস্কারবিশেষ। ইহা দ্বিজাতির পক্ষে সংসারাশ্রমে প্রবেশের অধিকারজ্ঞাপক। (১৪)

বিবাহ-সংস্কার।

বিবাহ-ক্রিয়া দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীর একাত্মতা সম্পাদন করা হয়। পতি এই ক্রিয়ায় বধূকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করেন যে, বিশ্বসংসারে স্বর্গ, পৃথিবী ও পর্ব্বত যেপ্রকার স্থিরা, (এই নারী) তুমি পতিকুলে তদ্রূপ স্থিরা হও। এই বাক্য স্বার্থশূন্য বা অস্বস্তিপ্রদ নহে, বরং সর্ব্বপ্রকারে আনন্দদায়ক। ইহার অকরণে ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, তদ্ধেতু নানাবিধ-পাপ-সঞ্চয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিগণ বৈবাহিক ক্রিয়ার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বিবাহ-ক্রিয়া দ্বারা সংসারের স্থিতি-সাধন হয়। নতুবা সাংসারিক ব্যাপার অমঙ্গলময় হইয়া উঠে, এবং ব্যভিচারের স্রোত বর্দ্ধিত হইয়া শান্তি বিনাশ করে।

---

(১৪) ততো ব্রহ্মচারী প্রজাপতির্ঋষিরূপানহৌ দেবতে উপানৎপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তঃ মাম্। অনেন মন্ত্রেণ চর্ম্মপাদুকাযুগলে পাদৌ নিদধ্যাৎ। গৃহ্যপরিশিষ্টে—প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো রথো দেবতা রথাবরোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বনস্পতে বীড়ঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরে গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীড়য়স্ব। ততোঽনেন মন্ত্রেণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি।
সামবেদীয় উপনয়ন-পদ্ধতি।

দ্বিজাতিত্রয় পুত্র ও কন্যা উভয়েরই জাতকরণাদি সংস্কার সম্পাদন করেন। কন্যার পক্ষে বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন সংস্কারে মন্ত্রপ্রয়োগ বা নান্দীমুখাদি করিতে হয় না। বিবাহ-সংস্কার দ্বারা স্ত্রীজাতি উপনীত-দ্বিজ-সদৃশ হয়। একমাত্র বিবাহ-সংস্কার-রূপ বৈদিক-ক্রিয়ায় স্ত্রীজাতির অধিকার দেখা যায়। স্ত্রীজাতির পক্ষে একমাত্র স্বামী-শুশ্রূষাই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন। গৃহকার্য্যই অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোম। ইহাই সিদ্ধিলাভের উপায়। উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন ব্যতীত, পুত্রের সংস্কারের ন্যায়, যথাকালে ও যথাক্রমে, কন্যার শরীরসংস্কারার্থ অমন্ত্রক সমুদায় সংস্কার করিতে হয়। (১৫)

(১৫) ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্ ॥
সামবেদীয় কুশণ্ডিকা-মন্ত্র।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাম্ সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥ ৬৭ ॥ মনু। ২।
অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥ ৬৬ ॥ মনু। ২।
নৈমিত্তিকমথো বক্ষ্যে শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থকম্।
পুত্রজন্মনি তৎ কার্য্যং জাতকর্ম্মসমং নরৈঃ ॥ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ।

জ্যোতির্বিদ্যা—ভূসংস্থান।

আধুনিক তাক্ত সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই এই কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যাদি কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা অন্যের নিকট যাবতীয় বিষয়ে ঋণী। কিন্তু পাঠকগণ যদি প্রমাণ প্রয়োগ পান যে, তাঁহারাই অগ্রে সমুদায় নির্ণয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরই নিকট হইতে অন্যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ হইলে বোধ হয় আধুনিক সভ্যদিগের কথঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে।

পৃথ্বীর গোলত্বের প্রমাণ সংস্থাপন জন্য আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে পৃথিবী ছায়া চন্দ্রে সংক্রমিত হইয়া চন্দ্রকে আচ্ছাদন করে, উহাই গ্রহণ পদবাচ্য। এই বিষয়টী ভারতীয় আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌বর্গ বি- ক্ষণ অবগত ছিলেন।

কেহ কহিবেন যে, রাহু ও কেতু ইহারাই চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করে। তাহাতেই পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ হয়। তাঁহারা আরও বলিবেন যে, ইহারা অসুরবিশেষ ঋষিবর্গ কহিতেছেন, পৃথিবীর ছায়া রাহু ও কেতু নামে খ্যা হইয়াছে। চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে পৃথ্বীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হ সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে; ইহা রাহু কেতুর গ্রাস বা গ্রহণপদবাচ্য।

এখন দেখ, পূর্ব্বাচার্য্যেরা রাহু ও কেতু শব্দে কাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছায়া অর্থাৎ তমঃ, চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছ

দন করিলেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ কহা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যেরা কহেন যে, চন্দ্রগ্রহণকালে পৃথিবীর ছায়া নিম্নদিক্ হইতে বক্রভাবে চন্দ্রকে ঊর্দ্ধে আক্রমণ করে। সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের ছায়া বক্রভাবে সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে। এখন দেখ, পৌরাণিকদিগের উক্তির সহিত এই কথাগুলির সামঞ্জস্য হয় কি না?

ব্রহ্ম-পুরাণের উক্তি পাঠ করিলে এই জানা যায় যে, কেতু নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইল যে, চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে পৃথিবীর ছায়াগামী হইয়া সে চন্দ্রকে এবং সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের ছায়াগামী হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে। এখন ব্রহ্ম-পুরাণ পাঠ কর, সূর্য্যসিদ্ধান্ত আর্য্যভট্ট প্রভৃতির জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন কর, কাব্য আলোচনা কর, শিক্ষা, কল্প শাস্ত্র অভ্যাস কর, অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, ঋষিগণ অন্যের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই। (১)

পৌরাণিকদিগের মতে রাহু নারায়ণকর্ত্তৃক দ্বিখণ্ডিত হয়। শিরোভাগের নাম রাহু ও কবন্ধভাগের নাম কেতু। রাহু ও কেতু উভয়েই এক পদার্থ।

এখন ইহা জানা আবশ্যক যে, পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের ছায়া কিপ্রকারে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যে পতিত হয়। চন্দ্রগ্রহণ সময়ে পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকে,

---

(১) পর্ব্বকালে তু সংপ্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যসি।
ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥

তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ সৈংহিকেয়ো বিধুন্তুদঃ। ইত্যমরঃ।

সুতরাং অবনিকে সূর্য্যের অধোদিকেই অবস্থান্ করিতে হয়। চন্দ্র, ক্ষৌণীদেবীর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মধ্যবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করে। অর্থাৎ এই তিনের কেহই সমসূত্রপাত ত্যাগ করে না। সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ সময়ে ভূমির ছায়া নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে প্রবেশ করেন। ইহাতেই চন্দ্র আচ্ছাদিত হয়। ঐ আচ্ছাদনকেই গ্রাস শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। কেহ কহিবেন, অবনীমণ্ডল হ্রদ, নদী, বন, উপবন, পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতি দ্বারা অসমতল হইয়া রহিয়াছে। উহা কিপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে গোল হইতে পারে? তাহার প্রমাণ-সংস্থাপন-জন্য জ্যোতির্ব্বেত্তারা কহিয়াছেন যে, কদম্বপুষ্প যেরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কেশর দ্বারা পরিবৃত ও মধ্যে মধ্যে আবৃতিশূন্য হইলেও সম্পূর্ণ গোল ব্যতীত অন্য কোন আকারেরই বোধ হয় না, তদ্রূপ মেদিনীমণ্ডল অসংখ্য পর্ব্বত, সাগর, অরণ্য ও গর্ত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও সর্ব্বতোভাবেই বর্ত্তুলাকার।(২)

---

(২) ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াপ্রমুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থো ভবেদসৌ॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।
সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমাকারঃ কেশরপ্রকরৈরিব॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।
জ্যোতির্মতে গ্রহণস্বরূপং রাহুঃ পৃথিবীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য চন্দ্রং, চন্দ্রমাশ্রিত্য রবিং, যদাচ্ছাদয়তি তৎ গ্রাসাখ্যং, কিন্তু রবিচন্দ্রয়োন গতিরোধকস্বরূপো গ্রাসঃ। ইতি জ্যোতিষে।
আধুনিক সভ্যদিগেরও মত এই—These two nodes (ছায়া) the Umbra and Penumbra. রাহু (the ascending node), কেতু (the moon's descending node)।

এবংবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ-সত্ত্বেও কেহ কেহ কহিতে পারেন যে, ক্ষিতিমণ্ডলের গোলত্বের কতক প্রমাণ হইল বটে, কিন্তু উত্তর দক্ষিণ যে কিঞ্চিৎ চাপা, সে বিষয় কি ভারতীয় আর্য্যগণ জানিতেন, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। আর্য্যগণ ইহার বিন্দু-বিসর্গও অন্যের অগ্রে অবগত হইতে একপাদও পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়েন নাই। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কপিত্থ-ফলের তুল্য, অর্থাৎ কৎবেল যেরূপ বৃন্তের নিম্নে ও ফলের অধোভাগে নাভিবিশিষ্ট, পৃথিবীও তদ্রূপ উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ নিম্নতল। (৩)

ভারতীয় আর্য্যগণ প্রথমে অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, যুগ, যুগান্তর, কল্প, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন জন্যই যে শীতাতপের পরিবর্ত্তন হয় তাহা অবগত ছিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক, অয়ন শব্দে কি বুঝায়। শব্দার্থের দ্বারা গতি বুঝাইল। উত্তরদিকে অয়ন (গতি) উত্তরায়ণ। দক্ষিণদিকে অয়ন (গতি) দক্ষিণায়ন। কাহার গমন বুঝিতে হইবে? পৃথিবীর। পৃথিবী সূর্য্যের পুরোভাগে প্রত্যহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে। ঐ আবর্ত্তন-সময়ে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থান-পূর্ব্বক সর্ব্বদাই মেরুকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে উন্নতাবনতভাবে, ঈষদ্বক্র গতিতে, তিনশত পঁয়ষট্টি দিবসে,

---

(৩) কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্। নক্ষত্রকল্প।

সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে(৪)। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতিদ্বারা মনুষ্যের এক বর্ষ হয়। বর্ষমধ্যে ঐ দুইটী অয়ন আছে। দক্ষিণায়নে বিষুবরেখার উত্তরদিকস্থ ভূভাগে দিবামানের হ্রাস, রাত্রিমানের বৃদ্ধি, ও উত্তরায়ণে দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইয়া থাকে, এবং বৎসরে দুই দিন সমদিবারাত্র হয়। উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন, দক্ষিণায়ন তাঁহাদিগের রাত্রি(৫)। দেব ও ঋষিগণ সুমেরুতে বাস করেন। পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত সুমেরু, দক্ষিণপ্রান্ত কুমেরু নামে খ্যাত। উত্তরায়ণে পৃথিবীর উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তরমেরু আলোকময় হইয়া থাকে।

---

(৪) মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্তং সূর্য্যং যে যত্র পশ্যন্তি সা চ তেষাং প্রাচী তেষাঞ্চ বামভাগে এব মেরুঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা মেরুরুত্তরতঃ এব। দক্ষিণভাগে চ লোকালোকাচলঃ। তস্মাদুত্তরস্যাং দিশি সদা রাত্রির্দক্ষিণস্যাঞ্চ সদা দিনং। জ্যোতিঃশাস্ত্রে।

দিবসস্য রবির্মধ্যে সর্ব্বকালং ব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বদ্বীপেষু মৈত্রেয় নিশার্দ্ধস্য চ সংমুখঃ॥
উদয়াস্তমনে চৈব সর্ব্বকালন্তু সম্মুখে।
দিশাস্বশেষাসু তথা মৈত্রেয় বিদিশাসু চ॥
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তময়ং রবেঃ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যোহি দর্শনাদর্শনে রবেঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ২য় অংশ। ৮ অধ্যায়।

(৫) দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥ ৬৭॥ ১। মনু।

তৎকালে দক্ষিণপ্রান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন থাকাই সম্ভব। ঐরূপ দক্ষিণায়নে পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত আলোকিত হয়। অতএব ইহা একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত যে, ঋষিগণ ইহা অবশ্যই জানিতেন, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়। সুতরাং যাঁহারা এ বিষয়টী বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কি জানিতেন না যে. পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা? নতুবা বর্ষকে রাত্রি ও দিনে বিভাগ করিবেন কেন? এবং তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই। যে স্থানে যখন সূর্য্য প্রথম দৃষ্ট হয় তখনই উদয়, ও যে স্থানে সূর্য্য অদৃষ্ট হয় সেই তাহার অস্ত।

মহর্ষিগণ এইরূপে পৃথিবীর আকার, প্রকৃতি, গতি, মাধ্যাকর্ষণাদির নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তৎসমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, আর্য্য মহর্ষিগণ কোন বিষয়েই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। আর্য্যগণের কাহারও মতে পৃথ্বী নিশ্চলা, তদনুসারেই অবনির নাম অচলা ও স্থিরা হইয়াছে।

সূর্য্য সচল পদার্থ, ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বারা এই বোঝায়, যে সরে অর্থাৎ গমন করে তাহার নাম সূর্য্য—"সরতীতি সূর্য্যঃ।" কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণের সম্প্রদায়বিশেষের মতে পৃথ্বী সচলা, সূর্য্য নিশ্চল। অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই মতের সপক্ষ। বিপক্ষেরা এই আপত্তি দেন, যদি ধরণী সচলা হইল. তবে প্রাণিগণ পড়িয়া যায় না কেন? এবং কিনিমিত্তই বা সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইতে দেখা যায়? তাহার উত্তর এই—মনুষ্যগণ যখন অতি দ্রুতগামী নৌকারোহণপূর্ব্বক নদীতে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি স্বকীয় গমন

লক্ষ্য করিতে পারেন না এবং তাঁহার সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী ও তটভাগকে অতি দ্রুতবেগে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে দেখেন। বস্তুতঃ কি নৌকার গতি দ্বারা আরোহীর গতি হইতেছে না? এবং বৃক্ষশ্রেণী কি সত্যসত্যই পশ্চাদ্দিকে গমন করিয়াছিল? অথবা স্বকীয় গমন দ্বারা স্থিতিশীল বৃক্ষাদির গতি অনুভব করিয়াছিল? ইহা কি ভ্রমাত্মক সংস্কার নয়? অবশ্যই ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি এইরূপ সামান্য গতিমাত্রে ভ্রান্তি জন্মে, তবে কেনই বা ভূমণ্ডলের অপ্রতিহত গতি দ্বারা মনুজবর্গের অন্তঃকরণে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় ও পশ্চিমদিকে সূর্য্যের অস্ত অনুভূত না হইবে? যে কারণে সচলা নৌকাকে অচলা, সেই কারণেই সচলা পৃথ্বীকেই অচলা বলিয়া বোধ হয়। (৬)

গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবীর গতিমাত্র নিরূপণ করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিও না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিও অবগত হইয়াছিলেন। তাহা যদি না জানিতেন বল, তাহা হইলে আর্য্যগণকে সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা গ্রহ ও উপগ্রহের গতি দ্বারা

(৬) আর্য্যভট্ট বলেন "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি"।

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।

নৌস্থো বিলোমগমনাদচলং যথা ন
চামস্তভে চলতি নৈব নিজভ্রমেণ।
লঙ্কাসমাপরগতি প্রচলৎ ভচক্র-
মাভাতি সুস্থিরমপীতি বদন্তি কেচিৎ॥ শ্রীপতিঃ।

সাংসারিক সকল বিষয়ের শুভাশুভ স্থির করিয়াছেন, যাঁহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের উদয় অস্ত দ্বারা অহোরাত্র, তিথি, বার, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ ও যুগাদির নিরূপণ করিয়াছেন—তাঁহারা কি জানিতেন না যে পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্রাদির মাধ্যাকর্ষণ আছে, এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বস্তু পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উহারা বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত কৌশল ও তদীয় কৃতিত্বের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক পরস্পর জগন্মণ্ডলের স্থিতি রক্ষা করিতেছে। (৭)

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি জ্যোতিস্তত্ত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন। আহ্নিক-কৃত্য ও সাংসারিক ব্যাপারের শুভাশুভ নির্ণয় উপলক্ষে চারিপ্রকার মাস গণনা করেন। যথা—সৌরমাস, চান্দ্রমাস, নাক্ষত্রমাস ও সাবনমাস। চতুর্ব্বিধ মাসের মধ্যে সৌরমাস আবার মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত হইয়াছে। সপাদ দুই নক্ষত্রের ভোগফল দ্বারা এক একটী রাশি নির্দ্ধারিত হয়। চান্দ্রমাসের সহিত মিলন করিলে সৌরমাস তুলনায় চান্দ্রমাস অপেক্ষা বর্ষমধ্যে বার দিন অধিক। এই আধিক্য দোষ পরিহার জন্য প্রতি আড়াই বৎসরে (সার্দ্ধ দ্বিবর্ষে) এক মাস পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ পরিত্যক্ত মাসকে মলমাস কহে। (৮)

(৭) আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খাস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে॥
ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক।
ভূগোলং ব্যোম্নি তিষ্ঠতি। সূর্য্যসিদ্ধান্তকৃত গোলাধ্যায়।

(৮) মলমাসকারণন্তু জ্যোতিষে—
দিবসস্য হরত্যর্কঃ ষষ্টিভাগমৃতৌ ততঃ।

দৈব পৈত্রাদি কোন কার্য্যেই মলমাস পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য নহে। সৌরমাস সাবনমাস অপেক্ষা ৫ দিন ১৫ দণ্ড অধিক। সুতরাং ত্রিংশদ্দিনে সাবনমাস গণনা করা যায়। অশ্বিনী আদি সপ্তবিংশতি এবং অভিজিৎ নামক নক্ষত্র দ্বারা যে মাস নির্ণীত হয় তাহার নাম নাক্ষত্রমাস। এইরূপে যে সকল ব্যক্তি গগনমণ্ডলের তাবদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগের আবাসগৃহস্বরূপ ভূমণ্ডলের কোন তত্ত্বানুসন্ধান লয়েন নাই, ইহা কদাচ সম্ভবিতে পারে না। (৯)

আর্য্যগণ অহোরাত্র-বিভাগ বিষয়ে এই স্থির করিয়াছেন যে, যখন লঙ্কাপুরে সূর্য্যোদয় হয়, তৎকালে যমকোটীপুরীতে (নিউজিলাণ্ডে) অর্দ্ধদিবস অর্থাৎ মধ্যাহ্নকাল, লঙ্কার অধোভাগে সিদ্ধপুরে (আমেরিকায়) অস্তকাল, এবং রোমকদেশে (ইউরোপে) রাত্রি হয়। ভদ্রাশ্ববর্ষের (অষ্ট্রেলিয়া) উপরি সূর্য্য মধ্যদিন প্রকাশ করিলে ভারতবর্ষে সূর্য্যের উদয়কাল ধরা যায়। ঐ সময়ে কেতুমালবর্ষে (ইংলণ্ডে) অর্দ্ধরাত্রি এবং কুরুবর্ষে (দক্ষিণ আমেরিকায়) সূর্য্যের অস্ত-সময়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে, অনায়াসেই একপ্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে ভারতীয়

করোত্যেকমহশ্ছেদং তথৈবৈকঞ্চ চন্দ্রমাঃ।
এবমর্দ্ধতৃতীয়ানামব্দানামধিমাসকম্॥ মলমাস-তত্ত্ব।

(৯) চান্দ্রঃ শুক্লাদিদর্শান্তং সাবনস্ত্রিংশতা দিনৈঃ।
একরাশৌ রবের্য্যাবৎ কালং মাসঃ স ভাস্করঃ।
সর্ব্বর্ক্ষপরিবর্ত্তৈস্তু নাক্ষত্রমিতি চোচ্যতে॥ ব্রহ্মসিদ্ধান্তে।
সৌরং সৌম্যং তু বিজ্ঞেয়ং নাক্ষত্রং সাবনং তথা।
বৈষ্ণবে। প্রথমাংশ।

আর্য্যগণ ভূসংস্থান-বিষয় অবশ্যই অবগত ছিলেন; পৃথিবী গোল না হইলে এক সময়ে সর্ব্বস্থলে দিন রাত্রির এরূপ ইতর-বিশেষ হইত না। কালক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চার হ্রাস বা লোপ হওয়ায় ভারতীয় আর্য্যজাতির নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। (১০)

পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কহিবেন পৌরাণিকমতে পৃথ্বী স্থিরা ও স্বশক্তিতে আকৃষ্ট হয় না। তাহাকে কূর্ম্ম, দিঙ্‌নাগবর্গ ও অনন্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এ কথা স্বীকার না করিলে নাস্তিক হইতে হয়। অতএব আস্তিকগণকে অবশ্য পুরাণ মানিতে হইবে। এস্থলে দেখ, পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যজাতির শাস্ত্রে সৃষ্টিমূলক দশবিধ বায়ু আছে। ঐ দশবিধ বায়ুর পাঁচটী প্রাণবায়ু ও পাঁচটী বাহ্যবায়ু। তাহাদিগের নাম এই—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয়। নাগ কূর্ম্মাদি বাহ্য বায়ু দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং কূর্ম্ম পৃথ্বীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিলে দোষ হইল না। যেরূপ কূর্ম্মশব্দে কচ্ছপকে না বুঝাইয়া

(১০) লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাত্তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥
সিদ্ধান্তশিরোমণি, গোলাধ্যায়।

ভদ্রাশ্বোপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেঽভ্যুদয়ং রবিঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যে কুরবেঽস্তমনং তদা॥
সূর্য্যসিদ্ধান্তে গোলাধ্যায়।

ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ স্যাদুদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাদ্বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥
১ শ্লো। বায়ুবিবরণে গোলাধ্যায়। সিদ্ধান্তশিরোমণি।

কূর্ম্মনামক বায়ুকে বুঝাইল, তদ্রূপ দিঙ্‌নাগ শব্দেও দিক্-হস্তীকে না বুঝাইয়া দশদিগের নাগ নামক বায়ুকেই বুঝিতে হইবে। অনন্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ধরিলে ইহাই বোধ হইবে যে, যাহার অন্ত নাই সেই অনন্ত। সুতরাং অনন্তশক্তি-সম্পন্ন সেই মহাশক্তির প্রভাবেই পৃথ্বী বায়ুরাশিতে আবৃত হইয়া আকাশ-মণ্ডলে আপন কক্ষায় বিঘূর্ণিত হইতেছে। এখন নাগ, কূর্ম্ম ও অনন্তের পৃথ্বী ধারণের অসম্ভাবনা কি রহিল? (১১) সুতরাং অনন্ত শব্দে বাসুকিকে না বুঝাইয়া অনন্তশক্তিসম্পন্ন মহাশক্তিকে বুঝাইল। বাসুকি বুঝাইলেও এখানে বাসুকি শব্দে সর্প নহে, বায়ুকেই বুঝায়, বসু শব্দের অর্থ বায়ু। যথা বসুনা কায়তি শব্দায়তে ইতি বাসুকিঃ। অথবা বসু রত্নং কে শিরসি যস্য সঃ বসুকঃ বায়ুঃ। তস্যাপত্যং বাসুকিঃ মহাবায়ুঃ।

(১১) নিশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্।
অপানবায়োঃ কর্ম্মৈতদ্বিণ্মূত্রাদিবিসর্জ্জনম্ ॥ ৬৬ ॥
হানোপাদানচেষ্টাদি ব্যানকর্ম্মেতি চেষ্যতে।
উদানকর্ম্ম তচ্চোক্তং দেহস্যোন্নয়নাদি যৎ ॥ ৬৭ ॥
পোষণাদি সমানস্য শরীরে কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্।
উদ্গারাদিগুণো যস্তু নাগকর্ম্ম সমীরিতম্ ॥ ৬৮ ॥
নিমীলনাদি কূর্ম্মস্য ক্ষুত্তৃষ্ণে কৃকরস্য চ।
দেবদত্তস্য বিপ্রেন্দ্র তন্দ্রাকর্ম্মেতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৯ ॥
ধনঞ্জয়স্য শোষাদি সর্ব্বকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্।
জ্ঞাত্বৈব নাড়ীসংস্থানং বায়ূনাং স্থানকর্ম্ম চ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ নাড়ীসংশোধনং কুরু ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে চতুর্থাধ্যায়ঃ

মহাবায়ুর উপরিভাগে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রহিয়াছে, সুতরাং বাসুকির মস্তকে রত্ন আছে। এই কথা কহায় অসঙ্গতি হইতেছে না। বাসুকিকে সমুদ্র-মন্থন-কালে মন্দরপর্ব্বত বন্ধনের রজ্জু করা হইয়াছিল। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু আছে। সুতরাং অনন্তের আর একটী নাম বাসুকি। অথবা পৃথক্ উপাধিধারী সর্পদ্বয় হইলেও অনন্ত অথবা বাসুকিকে সর্প না ভাবিয়া পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুরাশিকেই বুঝিতে হইবে।

মলমাস।

ঋষিগণ মনোবিজ্ঞানে যেরূপ অদ্বিতীয়, সেইরূপ পদার্থ-বিজ্ঞানেও অতুলনীয়। ইহাঁরা গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গণিতের সাহায্য ব্যতীত সংসারে এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠান ভার। গণিতের নিদানভূত ভারতের আজি কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! যে জাতি কল্পনাবলে অনন্ত ও অখণ্ড কালকে গণিতের সাহায্যে নিমেষ, ত্রুটি, অনুপল, পল, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বিপল, তিল, দণ্ড, হোরা, প্রহর, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা, উষা, প্রভাত, গোধূলি, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, অপরাহ্ণ, নিশা, মহানিশা, নিশীথ; মেষাদি দ্বাদশ লগ্ন, রবি সোমাদি বার, প্রতিপদাদি তিথি, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, বিষ্কুম্ভ আদি যোগ, বব প্রভৃতি করণ, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, বৈশাখাদি মাস, গ্রীষ্মাদি ঋতু, উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন, বর্ষ, শতাব্দ, যুগ কল্পাদি দ্বারা অতি সূক্ষ্ম ও অতি স্থূল রূপে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন; তাঁহাদিগের গণনার সহিত অদ্যাপি কাহারও

তুলনা হইতে পারে না। ভারতীয় আর্য্যজাতি নিয়মপ্রিয়, সূত্রপ্রিয় ও সত্যপ্রিয়, অপিতু অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী।

অতি সভ্য জাতিও অদ্যাপি মলমাস যে কি পদার্থ, তাহা অনুমান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যবনেরা যদিও বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যের বেলায় বিপরীতভাবে গমন করিয়াছেন।

যে মাসে দুইটী অমাবস্যা দেখা যায়, তাহাই মলমাস শব্দে খ্যাত হইয়াছে। তাহা অপবিত্র মাস। (১) ঋষিগণ মলমাসকে অধিমাস বলেন। ভারতীয় আর্য্যগণের সমস্ত কার্য্যেই শুভ লগ্ন, শুভ ক্ষণ ও শুভ দিন আবশ্যক; সুতরাং যাহা অপবিত্র, তাহা সুমঙ্গলদায়ক নহে।

ষষ্টিদণ্ডাত্মক তিথির মলাংশ হইতে সার্দ্ধ দ্বিবর্ষে মলমাসের উৎপত্তি হয়; সুতরাং ইহা অপবিত্র। তজ্জন্যই মলমাস দূষিত। এই দূষিত মাসকে সার্দ্ধদ্বিবর্ষান্তে পরিত্যাগ করা হয়। সূর্য্যের উদয়াস্ত-ভেদে প্রত্যেক ঋতুতে এক দিনের অনুসারে ছয় ঋতুতে বর্ষমধ্যে ছয় দিন বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং দিনবৃদ্ধি ও তিথির ক্ষয় হেতু বর্ষমধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি-ভেদে ছয় ঋতুতে দ্বাদশ দিন অর্থাৎ তিথি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই হেতু সার্দ্ধ দ্বিবর্ষে একমাস বর্দ্ধিত হয়। বস্তুতঃ সৌর দিন ৫ দিন ১৫ দণ্ড বৃদ্ধি দেখা যায়; অতএব এখানে দিন শব্দে তিথি বুঝিতে হইবে। এই মাস চান্দ্রমাস গণনায় ধৃত হয়। ইহা জ্ঞাত হইবার

(১) অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিতম্।
মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে॥

মলমাসতত্ত্ব।

স্পষ্ট উপায় আছে। মাসমধ্যে দুইটী অমাবস্যা হইলে সেই মাস মলমাস বলিয়া উল্লিখিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (২)

অমাবস্যায় মাস আরম্ভ না হইলে একমাসে দুইটী অমাবস্যা হইতে পারে না, সুতরাং অমাবস্যায় মাস আরম্ভ হইলে প্রত্যেক মাসেই দুইটী অমাবস্যা হইবার সম্ভাবনা। সৌরমাস গণনায় বৈশাখাদি ছয় মাসে ১৮৭ দিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাসে ১৭৮ দিন হয়, তন্নিবন্ধন বর্ষমধ্যে ৩৬৫ দিন। তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে সৌর দ্বাদশ মাস হইয়া থাকে, কিন্তু ৩৬৫ অহোরাত্রে চান্দ্রমাসের ১২ মাস ও ১২ দিন হইয়া থাকে। চান্দ্র দিন ও মাস শব্দে তিথি বুঝিতে হয়। এক এক তিথির ভোগকাল এক চান্দ্র দিন, এবং শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎতিথিভুক্ত কালকে মাস শব্দে নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। এই ত্রিংশৎ তিথির ক্ষয় ও বৃদ্ধি হেতু চান্দ্রমাস কখন ২৭, ২৮, ২৯, বা ৩০ দিনে হয়।

(২) মলমাসকারণন্তু জ্যোতিষে—

দিবসস্য হরত্যর্কঃ ষষ্টিভাগমৃতৌ ততঃ।
করোত্যেকমহশ্ছেদং তথৈবৈকঞ্চ চন্দ্রমাঃ॥
এবমর্দ্ধতৃতীয়ানামব্দানামধিমাসকম্।
গ্রীষ্মে জনয়তঃ পূর্ব্বং পঞ্চাব্দানান্তু পশ্চিমম্॥

গ্রীষ্মে মাধবাদিষট্কে পূর্ব্বং মাধবাদিত্রিকপর্য্যন্তম্। পঞ্চাব্দে তু পশ্চিমং শ্রাবণাদিত্রিকম্। মলমাসতত্ত্ব।

তিথিনৈকেন দিবসশ্চান্দ্রমানে প্রকীর্ত্তিতঃ।
অহোরাত্রেণ চৈকেন সাবনো দিবসো মতঃ॥ জ্যোতিস্তত্ত্ব।

এইকারণে প্রত্যেক সার্দ্ধ দ্বিবর্ষে অন্ততঃ কোন্ এক মাসে দুইটী অমাবস্যা নিশ্চয় ঘটিবে। কখন এক বর্ষ মধ্যে দুই মাসে যুগ্ম অমাবস্যাও হয়, সে স্থলে কোন্ মাসকে মলমাস গণনা করা যাইবে(৩), তাহার নিয়ম এই—

সৌরমাসসংক্রমণ-কালের নিয়মানুসারে মলমাস ধরিতে হয়। যখন সৌর দ্বাদশ মাসে ১৩ বা ১৪টী অমাবস্যা হয়, তখনই একটী মাস অশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

যুগ্ম-অমাবস্যা-যুক্ত মাসদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী মলমাস তাহার মীমাংসা এই—

যে বর্ষে আশ্বিন মাসের সংক্রমণ অমাবস্যায় এবং কার্ত্তিক মাসের সংক্রমণ প্রতিপদে হইয়া সূর্য্যের বক্র গতিতে অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংক্রান্তি প্রতিপদে হয়, এবং মকর, কুম্ভ, মীন সংক্রান্তি অমাবস্যায় ও মেষ সংক্রান্তি প্রতিপদে হয়, তৎকালে আশ্বিন মাস মলমাস; পৌষ মাস ক্ষয় মাস, ও চৈত্র মাস ভানুলঙ্ঘিত মাস বলিয়া উল্লিখিত হয়। (৪)

অপরন্তু—যে বর্ষে আশ্বিন মাসের সংক্রমণ অমাবস্যায়, কার্ত্তিকের সংক্রমণ প্রতিপদে, এবং অগ্রহায়ণাদি ছয় মাস

---

(৩) মেষাদীনামহর্ন্দং ষণ্ণাং সপ্তাষ্টচন্দ্রকম্।
তুলাদীনামষ্টসপ্তচন্দ্রকন্তু লিখেত্ততঃ॥

সংক্রান্তিপ্রকরণে জ্যোতিস্তত্ত্ব।

(৪) যত্র তু দর্শে কন্যাসংক্রান্তির্ভূত্বা, তুলাসংক্রান্তিস্তু প্রতিপদি এবং প্রতিপদি বৃশ্চিকধনুঃসংক্রান্তিঃ, ততশ্চ বক্রগত্যা দর্শে মকর-কুম্ভমীনসংক্রান্তয়ঃ, প্রতিপদি মেষসংক্রান্তিস্তত্র কন্যায়াং মলমাসো-ধনুষি ক্ষয়ো মীনে ভানুলঙ্ঘিতঃ। মলমাসতত্ত্ব।

অর্থাৎ বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন ও মেষ সংক্রমণ অমাবস্যায় হয়; এবং বৃষ-সংক্রান্তি অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবৃত্তি প্রতিপদে হইয়া থাকে, সে বর্ষে আশ্বিন মাস ভানুলঙ্ঘিত, কার্ত্তিক মাস ক্ষয় মাস, ও বৈশাখ মলমাস। (৫)

যে বর্ষে বৈশাখাদি আশ্বিন পর্য্যন্ত ষণ্মাসের কোন এক মাসে দুইটী অমাবস্যা হয় এবং ঐ বর্ষে কার্ত্তিকাদি চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় মাসের কোন মাসে যদি দুইটী অমাবস্যা ঘটে, তবে সে বর্ষে বৈশাখাদি প্রথম ষণ্মাসের দ্বি-অমাবস্যা-যুক্ত মাসকেই মলমাস, আর কার্ত্তিকাদির দ্বি-অমাবস্যা-যুক্ত মাসকে ভানু-লঙ্ঘিত বলা গিয়া থাকে। (৬)

দিন বৃদ্ধি হেতু বৈশাখাদি ষণ্মাসেই প্রায় মলমাস হইয়া থাকে, দিনের ক্ষয় হেতু কার্ত্তিকাদিতে প্রায় দুইটী অমাবস্যা ঘটে না। যদি এরূপ ঘটে তবে প্রায়ই মাঘমাস মলমাস হইয়া

(৫) যস্মিন্নব্দে কন্যাসংক্রান্তিরমাবস্যায়াং তুলাসংক্রান্তিস্তু প্রতিপদি, ততোঽমাবস্যায়ান্তু বৃশ্চিকসংক্রান্তিরমাবস্যায়ামেব মেষাবধি সংক্রান্তয়ো ভূতাস্ততঃ প্রতিপদি বৃষসংক্রান্তির্ভূতা, তত্রাশ্বিনো ভানুলঙ্ঘিতঃ, কার্ত্তিকঃ ক্ষয়ঃ, বৈশাখো মলমাসঃ। মলমাসতত্ত্ব।

(৬) ঘটকন্যাগতে সূর্য্যে বৃশ্চিকে বাথ ধন্বিনি।
মকরে বাথ কুম্ভে বা নাধিমাসং বিদুর্বুধাঃ॥
ইত্যেতদেকবর্ষে মাসদ্বয়ে মলমাসপাতে জ্ঞেয়ং। ঘটস্থলা।
মলমাসতত্ত্বধৃতজ্যোতিঃসিদ্ধান্তব্রহ্মসিদ্ধান্তয়োঃ।

থাকে। কার্ত্তিকাদিতে মলমাস না ঘটে এমন নয়; কিন্তু কদাচ পৌষমাস মলমাস হয় না। (৭)

ফলিত জ্যোতিষে ঋষিগণ দ্বি-অমাবস্যা-যুক্ত মাসের ফলে তদ্বর্ষের শুভাশুভ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা অনুমান করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা কেহ অযৌক্তিক বলিয়া তাচ্ছিল্য করিলেও আমরা দেখি যে, উহা সিদ্ধান্তবাক্য। দ্বি-অমাবস্যাযুক্ত জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ অশুভফলপ্রদ। চৈত্র ঐরূপ; বৈশাখ শুভাশুভ-মিশ্র-ফলদ; এতদ্ভিন্ন মাসে অমাবস্যা-দ্বয় হইলে বর্ষের ফল শুভজনক হয়। এই নিয়মে বর্ষমধ্যে সুবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি-লক্ষণ পূর্ব্বেই অনুমিত হইতে পারে। (৮)

ধর্ম্ম।

আর্য্যগণের পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে রূপকবর্ণনা, নানা গল্প ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই কথা বলিয়া আধুনিক সভ্যগণ নিন্দা করেন ও আর্য্যজাতির শাস্ত্রোপদেশগুলিকে অনর্থক, নিষ্প্রয়োজনীয় ও অসঙ্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

---

(৭) দর্শানাং ফাল্গুনাদীনাং প্রায়োমাঘস্যচ কচিৎ।
নপুংসকত্বং ভবতি ন পৌষস্য কদাচন॥
অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র মাসি মাসি প্রবর্ত্ততে।
উত্তরশ্চোত্তমো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বস্তত্র মলিম্লুচঃ॥

মলমাসতত্ত্বধৃত রাজমার্ত্তণ্ডের বচন।

(৮) প্রায়শো ন শুভঃ সৌম্যো জ্যৈষ্ঠশ্চাষাঢ়কস্তথা।
মধ্যমৌ চৈত্রবৈশাখাবধিকোঽন্যঃ সুভিক্ষকৃৎ॥

সৌম্যো মার্গশীর্ষঃ। মলমাসতত্ত্বধৃত শাণ্ডিল্যবচন।

তাঁহাদিগের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা শুনিয়া আধুনিক ভাক্ত সভ্য, অর্দ্ধশিক্ষিত, নব্য ভব্যগণ আর্য্যশাস্ত্রগুলিকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিতে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জিত হয়েন না। তাঁহাদিগের মতে ভব্যতা রক্ষা করাই সমুদয় শাস্ত্রের মূল। বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, সকল শাস্ত্রেরই মূল উদ্দেশ্যজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা করা; আনুষঙ্গিক সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সহ নিশ্রেয়স-জ্ঞান-লাভ, আত্মোৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও চরমে মোক্ষপ্রাপ্তি।

সমস্ত সৎকার্য্যের মূল ধর্ম্ম। শাস্ত্রের নিয়মপালন, সদাচারের অনুষ্ঠান এবং পরমাত্মার প্রীতিসম্পাদন দ্বারাই ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়।(১)

ভারতীয় আর্য্যগণ ঐহিক সুখকে ক্ষণিক সুখ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতে পারলৌকিক সুখ-সাধনই মনুষ্য-দেহ-ধারণের মুখ্য অভিধেয়। তৎসাধনপ্রবৃত্তি হইতে আত্মোৎকর্ষসম্পাদক বিষয়-বাসনার ত্যাগ হইয়া থাকে। সাধারণের মনোরঞ্জন বিধানপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইলে বর্ণিত বিষয় সরস করিতে হয়। সরস বাক্য রূপক ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে, সেইজন্য সর্ব্ব জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেই

(১) বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতৎ চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ মনু ১২ শ্লো।২ অ।
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ ৩৬।৬। মনু।

অত্যুক্তি ও অদ্ভুত ঘটনা লক্ষিত হয়। এক পুরাণের সহিত অপর পুরাণের যে অনৈক্য দেখা যায়, তাহাও কল্পভেদে ও মন্বন্তরে ঘটিয়াছিল বলিতে হয়। (২)

কোন ব্যক্তিরই বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা মুহূর্ত্তমাত্র বা সদ্য সদ্যই জন্মে না। শুক, সনাতন, সনন্দ, ধ্রুব ও প্রহ্লাদাদি মহাত্মাদিগের সদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষেরা সদ্যই বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদ্রূপ পরমার্থ-পরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যা লোকসমাজে অতিবিরল।

ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার দ্বারা জন্ম সার্থক করিতে হইলে ক্রমশঃ ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম যোগে আত্মসংযমাদি করিতে হয়। (৩)

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে হইলে প্রথমতঃ মনঃশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, বাক্‌শুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে উপাসনায় অধিকার জন্মে।

উপাসনার ক্রম।

উপাসনা-বিষয়ে একাগ্রতা জন্মিলে ধ্যান-যোগ হয়। ধ্যান-যোগ দ্বারা ধারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি স্থির

---

(২) কচিৎ কচিৎ পুরাণেষু বিরোধো যদি দৃশ্যতে।
কল্পভেদাদিভিস্তত্র ব্যবস্থা সদ্ভিরিষ্যতে॥ কূর্ম্মপুরাণ।

(৩) যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবৎ জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুন্নিবন্ধয়েৎ॥ রুদ্রযামল।
প্রাণেনাপ্যায়মানেন বেগং বাহ্য সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তং করস্থাঞ্চ নিশ্বাসৈন চ চালয়েৎ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

হইলেই মন আর চঞ্চল থাকে না। মনের সুস্থিরতাই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রধান উপায়। পরমাত্মায় মনঃসংযোগের নাম নিষ্কামতা। নিষ্কামতা হইলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়। ইন্দ্রিয়-দমনের নামই প্রকৃত দেহশুদ্ধি। শরীরের বাহ্য-মল-শুদ্ধির নাম কেবল শুদ্ধি নহে। অন্তঃশুদ্ধ ও বহিঃশুদ্ধ ভাবের লক্ষণকেই প্রকৃত শুদ্ধিশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। যথাবিধি শৌচক্রিয়া, পাদ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন, আচমন, ও স্নানাদি কার্য্য বহিঃশুদ্ধি ও দীর্ঘ জীবনের একমাত্র হেতু। (৪) এইরূপে সৎক্রিয়া-জন্য পুণ্য-সঞ্চয় দ্বারা (অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা রূপ) অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা জগজ্জয় হয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কত কত শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ সিদ্ধকাম হয়েন নাই, কিন্তু কত শত অধার্ম্মিক পামর ব্যক্তিও কুক্রিয়া করিয়াও পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখে কালযাপন করিয়া থাকে, সুতরাং পাপের বা পুণ্যের সাক্ষাৎ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। সাক্ষাৎ শাস্তি দেখা যাউক বা না যাউক, পাপ পুণ্যের ফল

(৪) স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতা নৃণাম্।
তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনম্॥
যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ॥ মৎস্যসূক্ত।
উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীরবিশোষণম্॥
বশিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারধৃত দায়ভাগটীকা।

অবশ্যই ফলিবে। পাপ প্রথমে সকলকেই জয় করে ও সর্ব্ব-সৌভাগ্য দেখায়, অবশেষে সমূলে বিনাশ করে। পাপের ফল সেই পুরুষে না ফলিলেও তদীয় পুত্রপৌত্রাদি অধস্তন পুরুষে নিশ্চয়ই থাকে। (৫)

যাহার অন্তর্বাহ্য শুচি হয় নাই, সে ব্যক্তি উপাসনা-ক্রিয়ায় অধিকারী হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অন্তঃশুদ্ধি না হইলে কেবল উপবাসাদি বাহ্যাড়ম্বরের দ্বারা লোকে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সত্য জ্যোতিতেই আত্মাকে পাপ হইতে পবিত্র রাখিতে হয়। সদসৎ কর্ম্মফলেই লোকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কর্ম্মফল হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। (৬)

নিষ্কাম কার্য্যে মুক্তিসাধন হয়। সকাম কার্য্যে কালিক ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সকাম কার্য্যের ক্ষয় হইলেই

(৫) নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥ ১৭২ ॥
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ১৭৩ ॥
অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ১৭৪ ॥ মনু ৪ অ।

(৬) বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাঃ ॥ ১১৪। ১১৫। ১৪ উ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

পূর্ব্বাবস্থা জন্মে। নিষ্কাম কার্য্যের ফল অনন্তকালস্থায়ী। ইহা-কেই নির্ব্বিকল্পাত্মক ফল কহে। সকাম ক্রিয়ার ফলকে সঙ্কল্পাত্মক বলে। এই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ-প্রত্যাশায় সমস্ত ফলই ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। নিজ ভোগবাসনার জন্য রাখেন না। (৭)

পঞ্চ মহাযজ্ঞের ফল।

ভারতীয় আর্য্যগণ কেবল নিজের স্বার্থ সাধন করিয়া চরিতার্থ হয়েন না। ইহাঁরা স্বকীয় ও পরকীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখসাধনের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্পাদনে চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণ্ডনী ও বারিপাত্র,- অর্থাৎ চুলা, শিলনোড়া, সম্মার্জ্জনী, উদুখল ও মূষল বা ঢেঁকী, এবং জলকলস এই পঞ্চ সূনার প্রয়োগ জন্য গৃহস্থের জ্ঞানের অগোচরে অহরহঃ যে সকল প্রাণীর বিনাশ সাধন হয়, তজ্জন্য গৃহস্থের পাতক জন্মে; সেই পাতককে পঞ্চসূনাজন্য পাতক কহে। ঐ প্রাত্যহিক পঞ্চ মহাপাতক প্রাত্য-

---

(৭) কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥ ২॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩॥
অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥ ৪॥
তেষু সম্যগ্ বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।
যথাসঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ৫॥ মনু। ২ অ।

হিক পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা দূরীকৃত হয়। সেই পাঁচ মহাযজ্ঞ এই—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। দেবতাগণ, অতিথি, ঋষিসমূহ, পিতৃলোকসমূহ ও প্রাণিবর্গ গৃহস্থের নিকট নিয়ত প্রাণধারণের আশা করেন, সুতরাং গৃহস্থকে অবশ্য প্রত্যহ ঐ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করে, সে মহাপাতকী হইয়া নরকে বাস করে। (৮)

যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ঋষিযজ্ঞ সমাধা হয়। যথাবিধানে হোম সম্পাদিত হইলে দেবগণ তৃপ্ত হয়েন। বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধক্রিয়া করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। অভুক্ত প্রাণিগণ ও অনাথ এবং আশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে অন্নপানীয় দান করিলে তাহাদিগের তৃপ্তি জন্মে। ইহাতেই সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। (৯)

ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিগণকে অন্নপানীয়াদি দ্রব্য প্রদান করিলে তাহাদিগের জীবন রক্ষা হয়। জীবের তুষ্টিই ঋষি, দেব, পিতৃ, মনুষ্য ও ভূতগণের তৃপ্তিসাধনের হেতু। সূক্ষ্মদেহভূত

(৮) পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্‌॥ ৬৮॥ মনু। ৩ অ।
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্‌॥ ৬৯॥ মনু। ৩ অ।
পঞ্চ যজ্ঞাংশ্চ যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমী।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্ম্মতঃ॥ ব্যাস।

(৯) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্‌।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্‌॥৭০॥ মনু। ৩অ।

তদীয় আশীর্ব্বাদে শুভাদৃষ্ট জন্মে। শুভাদৃষ্টের ফলে মানবগণ পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করেন। এইটী ইহাঁদিগের স্থির সিদ্ধান্ত ও চিরবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আর্য্যগণ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পূজা, হোম ও দানাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত। যেখানে এই অনুরাগের খর্ব্বতা দেখা যায়, তথায় নাস্তিক্য-বুদ্ধির আবেশ ধরা গিয়া থাকে।

যে সকল লোকের সম্বন্ধে এই সকল ক্রিয়ার লোপ হইয়াছে তাহাদিগকে বৃষল (ধর্ম্মভ্রষ্ট) অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, যবন, কিরাত খসাদি শব্দে উল্লেখ করা যায়; সুতরাং সমগ্র বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হইলে বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। (১০)

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, মৃতোদ্দেশে ইহলোকে দান করিলে পরলোকে তাহা উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের বুঝিবার ভ্রম। কারণ, দেখ, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, প্রাণিমাত্র ঈশ্বরের অংশবিশেষ, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন ও তাঁহা হইতে অবিশেষ এবং তাঁহাতেই লীন হয়। পরমাত্মাই ঈশ্বরস্বরূপ ও পরব্রহ্মপদবাচ্য, তিনি সর্ব্বব্যাপক। যাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা আছে, তাঁহার নিকট ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহা সৎক্ষেত্রে উপ্ত বীজবৎ

---

(১০) ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥
তস্মাদ্‌ বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্ব্বো ন শক্যতে॥ যমঃ।

অনন্ত গুণ প্রাপ্ত হয় এবং মৃত ব্যক্তি সজীববৎ সূক্ষ্ম শরীরে সমুদায় গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা তদীয় প্রীতি সম্পাদিত হইবে না কেন? মনুষ্যের প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অবস্থা সম্যক্‌রূপে প্রতিভাসিত হয়। যদিও আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না সত্য, তথাপি তিনি আমাদিগের হৃদয়ের বহির্ভূত নহেন। জীবগণ স্বেচ্ছায় যখন প্রজাসৃষ্টির বশীভূত হয়, তখন রজোগুণান্বিত। যখন তাহারা পালনতৎপর, তখন সত্ত্বগুণাযুক্ত। যখন হিংসায় প্রবৃত্ত, তখন তমোগুণশালী। এই গুণত্রয় পরস্পর সংযুক্ত, কেহ নিরপেক্ষ নহে, কদাচ অসংযুক্তভাবে থাকে না। মনুষ্যপ্রকৃতিতে ব্যক্তিবিশেষে যে গুণের আধিক্য দেখা যায় তাহাকে তদ্‌গুণাক্রান্ত মানব বলা গিয়া থাকে। গুণত্রয়ের সাম্যভাবের নাম প্রকৃতি বা মহাশক্তি। মহাশক্তি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব মূর্ত্তিভেদে ত্রিধা, সুতরাং প্রকৃতির অবস্থান্তরকেই রজঃ সত্ব ও তমঃ গুণ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি ঈশ্বরের অঙ্গস্বরূপ ও তাঁহা হইতে অভিন্ন। এইরূপ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা অনুভূত হয়। সুতরাং জীবের তৃপ্তিসাধনে তাঁহার প্রীতি জন্মে, এই নিমিত্তই মৃতের সুখসাধন জন্য জীবের তৃপ্তিসাধন করা হয়। (১১)

(১১) যথা প্রাখ্যাপকক্ষেত্রী সর্গাদিষু গুণৈর্যুতঃ।
তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি।
বিষ্ণুত্বেঽপি চোদাসীনঃ তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ংভুবঃ॥
রজো ব্রহ্মা, তমো রুদ্রো, বিষ্ণুঃ সত্বং জগৎপতিঃ।
অতএব ত্রয়ো দেবাঃ, অতএব ত্রয়ো গুণাঃ॥

আর্য্যগণ ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সমাধান করিয়া থাকেন। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল প্রণবমন্ত্র জপদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। প্রণব বিশ্ব সংসারের সার বস্তু, সমস্ত বেদের প্রাণ, সমুদয় জপ যজ্ঞের মূল ও জ্ঞানের নিদানস্বরূপ। (১২)

সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ক্রিয়া।

পরব্রহ্মের প্রীতিসম্পাদনকার্য্য সত্যপূত অহঙ্কারশূন্য পঞ্চ-মহাযজ্ঞ ব্যতীত হয় না। পঞ্চ মহাযজ্ঞসিদ্ধির পূর্ণ ফল লাভ মানস করিলে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সার্থশূন্যতাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। তজ্জন্যই এই জাতি নিজের পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পুত্রাদির নান্দীমুখাদি কার্য্যে অগ্রে অন্যদীয় সুখ ও তৃপ্তি সম্পাদন নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তর্পণকালে আত্ম পর কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, এমন কি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কাহাকেও বিস্মৃত হয়েন না। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন কি? পরলোক-গত ব্যক্তির প্রতি ইহাঁদিগের জাত্যভিমান নাই। ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাকে পিতৃপিতামহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথা-

অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্॥ বিষ্ণুপুরাণ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিরেষাং হি প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ মৎস্যপুরাণ।

(১২) ওঁমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়স্ত্বেতে ঋক্ সামানি যজুংষি চ॥ বায়ুপুরাণ।

বিধানে তর্পণ করিয়া আসিতেছেন। নির্ব্বিকল্পাত্মক শুদ্ধ ভাবগুলিই সত্ত্বগুণের পরিচারক। অভিমানের কার্য্যকে রজোগুণের কার্য্য বা সঙ্কল্পাত্মক ভাব বলে। অসদ্বাসনার কার্য্যকে তমোগুণের কার্য্য কহা যায়।

অশরণ, অপহৃত, অগ্নিদগ্ধ, অপুত্রক, নিষ্পিতৃক, নিরন্ন, নিষ্ক্রিয়, ব্যক্তি প্রভৃতি ও নিষ্ক্রিয় জীবের তৃপ্তি ও সুখের জন্য পিতৃকৃত্যের অগ্রেই তাঁহাদিগের তর্পণ ও পিণ্ডদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। তাহার অকরণে সঙ্কল্পিত ব্যক্তির পিণ্ডদান অসিদ্ধ হয়। সুতরাং স্বাভিলষিত ফলসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। দেবপূজা ও নান্দীমুখাদি কার্য্যে বন্ধুজন, সখিজন, জ্ঞাতিগণ, সর্ব্বজাতীয় আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই সম্মান পাইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রাণীর সুখসম্পাদন দ্বারা পুত্রাদির অভ্যুদয় জন্মে। সুতরাং জীবগণের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের নাম নিত্য ক্রিয়া। ইহা ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পরমপুরুষার্থসাধক গুণের নাম সত্ত্ব। ত্রিবর্গসাধক ভাবকে রজোগুণ কহা যায়। কুপ্রবৃত্তিপ্রবর্ত্তক গুণকে তমোগুণ শব্দে নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে।—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ জীবের তৃপ্তিকর কার্য্যের উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণের প্রভাবে আত্মপ্রসন্নতাজনিত-সুখ-সম্মিলিত পরমানন্দ জন্মে। যে সৎক্রিয়ায় পরমানন্দের সীমা নিবদ্ধ হয়, ও যশোলিপ্সা থাকে, তাহা রজোগুণের ব্যঞ্জক। তমোগুণপ্রভাবে দুষ্ক্রিয়ায় আসক্তি হয়। (১৩)

(১৩) যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্। ৩৫ ॥

আতিথ্য।

ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি। ঋষি শব্দের অর্থ বেদ, সুতরাং তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অতিথি-সেবা দ্বারা আন্তরিক সুখ জন্মে। আতিথ্য-ক্রিয়ায় বৈমুখ্যহেতু মন কলুষিত হয়, তদ্ধেতু পাপ জন্মে, তদ্দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। আতিথ্যের নাম নৃযজ্ঞ। অতিথি গৃহ হইতে অপূর্ণমনোরথ হইলে অতিথির পাপ গৃহস্থের প্রতি বর্ত্তে, এবং গৃহস্থের যদি কিছু পুণ্য সম্বল থাকে, উহা ঐ অতিথির নিজস্ব হইয়া যায়।

আত্মবিভবানুসারে অতিথি-সেবা করিবার বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বশক্তি অনুসারে যথাবিধানে ভক্তিপূর্ব্বক আতিথ্য-কার্য্য না করিলে পাপ জন্মে ও সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফলা হয়। এই কারণে নির্ধন ব্যক্তিরও মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
নচ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥ ৩৬॥
যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্॥ ৩৭॥
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরম্॥ ৩৮॥
সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥ ৮৮॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ ৮৯॥ মনু। ১২ অ।

নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষেও অতিথির আগমনে সুনৃত বাক্য, আসন-প্রদান, পানীয়-জলদান ও শ্রান্তিহর কার্য্য দ্বারা তদীয় তৃপ্তি-সম্পাদন করা উচিত, নচেৎ সে ব্যক্তির পক্ষে নরক-নিস্তারের আর উপায়ান্তর নাই। অশরণ প্রাণীর ঐহিক ও পারত্রিক তৃপ্তি ও সুখ সম্পাদন গার্হস্থ্যধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ অতিথির পক্ষে কদাচ আত্মপরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরিচয় দিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিলে তাহাকে বান্তাশী হইতে হয়। গৃহস্থের পক্ষেও অতিথির নামাদি জিজ্ঞাসা করা অকর্ত্তব্য।

ভিক্ষা-দানেও নামাদি জিজ্ঞাসা বিধেয় নহে। মুষ্টিমাত্র-পরিমিত তণ্ডুলাদিদানের নাম ভিক্ষা, তাহার চতুর্গুণ দানের নাম অগ্রভিক্ষা। ষোড়শ গ্রাস পরিমিত তণ্ডুলাদি দানকে হন্তকার ভিক্ষাশব্দে নির্দ্দেশ করে। এইরূপে পরের দুঃখ দূরকরা হয়। পরদুঃখহরণপ্রবৃত্তিকে দয়া বলে। দয়া সমুদয় ধর্ম্মের মূল। দয়ালু ব্যক্তির অসৎ কার্য্যে ইচ্ছা জন্মে না। সাধারণ কথায় বলে, দয়ার অপেক্ষা ধর্ম্ম—হিংসার তুল্য পাপ—আর নাই।

এইরূপ সদিচ্ছা থাকাতেই জীবহিংসা নিবারিত হয়। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অহিংসা হইতেই অসৎ কর্ম্মে ইচ্ছার নিবৃত্তি ও সৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। সৎপ্রবৃত্তি হইতেই মনুষ্য-গণ সুখলাভ করে। সুখই পুণ্যের নিদান। অসৎ কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে দুঃখ জন্মে। দুঃখই পাপের ফল। (১৪)

(১৪) যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

সদাচার।

কোন কুতর্কী পাঠক কহিবেন যে, আর্য্যগণের সমুদয় শাস্ত্রের বচনের সহিত ঐক্য নাই। ঋষিগণের মতও বিভিন্ন, সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে চলা ভার। কিন্তু সাধারণের ভ্রমনিরাশ জন্য ঋষিগণ কহিয়াছেন যে, পিতৃ ও পিতামহ প্রভৃতি মহাজনবর্গ সদাচারক্রমে যে সমস্ত সৎ অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে লোক কখন নিন্দনীয় হয়

প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥
(বিপ্রঃ সোঽতিথিরিষ্যতে ইতি বা শাতাতপঃ।)
দেশং কালং কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোঽন্নং প্রযচ্ছতি।
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষামথাপি বা।
অদত্ত্বা নৈব ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥
গ্রাসপ্রমাণা ভিক্ষা স্যাদগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ম্।
অগ্রাচ্চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥
আহ্নিকতত্ত্বধৃত মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ।
ভোজনার্থং হি তে শংসন্ বান্তাশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ মনু।১০৯। ৩অ।
ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্।
বেদতত্ত্বার্থবিদুষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ॥ ৯৬॥
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥ ১০১॥ মনু। ৩অ।

না, বরং শ্রদ্ধার পাত্র হয়। যুক্তিমার্গানুসারে সদনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপুরুষদিগের দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা পুণ্যজনক ও প্রশংসার কার্য্য নহে। সাধুদিগের আচরিত ব্যবহারের অনুসরণ করাই বিধেয়। সাধুজনের আচরিত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিধনও শ্রেয়ঃ, তথাপি পরধর্ম্মগ্রহণ কোনক্রমেই উচিত ও গ্রাহ্য নহে, উহা অতি ভয়াবহ। মাৎসর্য্যবিহীন ধার্ম্মিক দ্বিজগণ রাগদ্বেষাদি-পরিশূন্য হইয়া যে সকল সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও যে সৎক্রিয়া জাতি, কুল ও শ্রেণীর আচরিত ও ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, তাহাই ধর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রোক্ত সদাচরণ করাই সাক্ষাৎ ধর্ম্মোপার্জ্জন। যে ক্রিয়ানুষ্ঠান বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ নাই, তথায় মনের প্রীতিকর অথচ সাধুজনসেবিত সদাচরণ দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হয়। যে কার্য্য দ্বারা অন্তরাত্মার পরিতোষ না জন্মে তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে। বেদ, স্মৃতি ও সদাচার-মূলক আত্মপ্রসন্নতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ (১৫)

(১৫) যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥১৭৮॥ মনু। ৪ অ।
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতৎ চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১২ ॥ মনু। ২ অ।
বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥ ১ ॥ মনু। ২ অ।
সদ্ভিরাচরিতং যৎ স্যাৎ ধার্ম্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
তদ্দেশকুলজাতীনামবিরুদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ মনু। ৮ অ।
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।

উপাসনা।

কেহ বলিবেন, সাকার ও নিরাকার উপাসনা দ্বারা আর্য্যগণ মতদ্বৈধ দেখাইয়াছেন। সুতরাং প্রতিমা ও ঘটাদিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হওয়া ও স্বকপোলকল্পিত প্রতিমার নিকট বর প্রার্থনা করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর অল্প কথায় হয় না। তবে স্থূল মীমাংসায় এইমাত্র বলা যায় যে, সাকার উপাসনা ব্যতীত নিরাকার উপাসনায় অধিকার জন্মে না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিলেই তিনি এমন বুদ্ধি দেন, যদ্দ্বারা সাকার ও নিরাকার উভয়প্রকার আরাধনাতেই সাধকের অধিকার জন্মে। (১৬)

নিরাকার উপাসনার অভ্যাস করিতে হইলে অগ্রে সাকার-জ্ঞানের আবশ্যক। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা

তস্মাদস্মিন্সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥১০৮॥ মনু। ১ অ।

ন যত্র সাক্ষাৎ বিধয়ো ন নিষেধঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ॥ স্কন্দপুরাণ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥ ৩। ভগবদ্গীতা।

(১৬) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ভগবদ্গীতা।

করে, ঈশ্বর তাঁহাকে এমন বুদ্ধি দেন যে, সে ব্যক্তি তাঁহাকে পাইতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি বৃক্ষের অবয়বাদি দৃষ্টি করে নাই, ফল পুষ্পের শোভা দর্শন ও গন্ধ আঘ্রাণ করে নাই, সে ব্যক্তি কি কদাচ বৃক্ষের বীজ দেখিয়া ও গন্ধ পাইয়া সেই বৃক্ষের অবয়ব, ফল, পুষ্প ও শক্তির (প্রকৃতির) অনুমান করিতে সমর্থ হয়?—কখনই না।

বালককে প্রথমে স্থূল স্থূল বিষয় দেখাইতে হয়, তৎপরে সূক্ষ্ম বিষয়ে অভিনিবেশ করান যাইতে পারে। তদ্রূপ প্রথমাধিকারী ব্যক্তি স্থূললক্ষ্য হইয়া প্রতিমাতে ঈশ্বরের আরাধনা আরম্ভ করেন। তৎপরে অধিকার জন্মিলে নিরাকার ঈশ্বরোপাসনায় রত হয়েন।

সাকার উপাসনা ব্যতীত কখনই নিরাকার উপাসনায় প্রবেশে অধিকার হয় না। দেখ, যেমন শব্দজ্ঞান করিতে হইলে অগ্রে অক্ষরপরিচয় করিতে হয়, অক্ষরপরিচয় ব্যতীত নিরাকার শব্দ জ্ঞান জন্মে না। বর্ণজ্ঞান জন্মিলে নিরাকার শব্দের জ্ঞান অনায়াসে লভ্য হয়। যদি বল অন্ধ ও মূর্খাদির বর্ণজ্ঞান ব্যতীতও শব্দজ্ঞান জন্মে, কিন্তু সেই জ্ঞান বর্ণজ্ঞানাধীন না হইলেও বস্তুজ্ঞানের সহকৃত জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে শব্দ যে বস্তুর প্রতিপাদ্য, অন্ধাদি নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গ সেই সকল বস্তুকে তত্তৎ শব্দের অভিধেয় মনে করে। সুতরাং উহারা একটা বস্তুগ্রহ করিয়া শব্দ উচ্চারণ করে।

আর্য্যজাতির পূজা পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি জগতের হিতার্থ ও কর্ম্মকর্ত্তার মঙ্গল-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কি বৈদিক স্তুতি, কি পৌরাণিক পূজা, কি তান্ত্রিক

মন্ত্র, যাহাতেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা যায়, তৎসমস্তই জীবের কল্যাণসাধক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। (১৭)

শুভজনক ব্যাপারে মনের প্রফুল্লতা সম্পাদিত হয়। সপ্রণব গায়ত্রী-জপ ও সন্ধ্যা-বন্দনা দ্বারা অহোরাত্র-ব্যাপক কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর স্থৈর্য্য জন্মে, ইহাতেই দীর্ঘজীবন হয়। সন্ধ্যা-মার্জ্জনদ্বারা দেহশুদ্ধি হইয়া থাকে। পূজা, জপ ও হোম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে পূজার কোন আড়ম্বর ও আয়োজন করিতে হয় না। ঈশ্বর-চিন্তন-বিরহে মৌনাবলম্বন করিয়া বৃথা কালক্ষয় করা উচিত নহে। সর্ব্বদা মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। প্রাণায়ামাত্মক মানস-পূজা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। (১৮)

---

(১৭) প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অথর্ব্ববেদসংহিতা। ১৯। ৬২। ১।

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

ঋগ্বেদসংহিতা। ১। ৬। ১৮। ১-২-৩।

(১৮) একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরন্তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥ মনু। ২ অ।

কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ঈশ্বর উপাসনার অগ্রে উপাসক আত্মমস্তকে পুষ্প দেন, ইহা কি অসঙ্গত ও বিসদৃশ নহে? যে ব্যক্তি অবোধ, তাহাকে বুঝান ভার। যাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে, তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত না হইলে, তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করা সাধকের সাধ্যায়ত্ত হয় না। আপনাকে সমযোগ্য করিবার নিমিত্ত মস্তকস্থিত পরমাত্মার পূজা দ্বারা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিতে হয়। মানস-পূজায় পরমাত্মার পরিতোষ সম্পাদন হইলে, তাঁহাকে ঘটাদিতে বা মন্ত্রাত্মক যন্ত্রে সংস্থাপিত করিবার শক্তি জন্মে। তাঁহার শক্তি-প্রভাবেই তাঁহাকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। পূজা সমাধা হইলে তাঁহাকে হৃদয়ে সংস্থাপিত করিতে হয়।

সাকার ও নিরাকার।

কেহ কহিবেন, প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদে ভারতীয় আর্য্যজাতির উপাস্য দেবদেবী অসংখ্য। উপাসনার ক্রমও অসংখ্য, সুতরাং স্থূলবুদ্ধি-জনের পক্ষে উপাসনা-কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আর্য্যগণ সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি যে উপায়েই বা পদ্ধতিক্রমেই উপাসনা করুক না কেন, আন্তরিক ভক্তি-সহকৃত উপাসনার প্রভাবে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। যেমন নদী সকল নানাবিধ সরল ও কুটিল পথে গমন করিয়াও শেষে সকলেই সমুদ্রে পতিত হয়; তদ্রূপ বিবিধপথাবলম্বী হইলেও চরমে পরম গতি ঈশ্বরের অনুগ্রহে কেহই বঞ্চিত থাকে

(১৯) যেমন মণিময় মালার সকল মণি এক সূত্রকে আশ্রয় য়া থাকে, সেইপ্রকার সমস্ত জগৎ সেই ঈশ্বরকে আশ্রয় য়া আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ও মূলপ্রকৃতি মহাশক্তি মহৎ, ইহারা সকলেই একাঙ্গ, একপ্রাণ ও একীভূত। এইগুলি রের উপাধিভেদ মাত্র, বস্তুতঃ বিভিন্ন অবয়ব নহে। যের প্রবর্ত্তনায় প্রকৃতি কার্য্য করেন, তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি প্রলয় হয়।

রব্রহ্মের তেজোভাগের নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মতেজের প্রভাবে নতা ও অন্ধকার দূর হয়। ইহাঁকে চতুর্ম্মুখও বলে; খ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিতে । ব্রহ্মতেজ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া সদা সর্ব্বত্র বিরাজ তেছে; ইহাতেই ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তেজের বেই সৃষ্টি হয়, সৃষ্টিব্যাপার ব্রহ্মার কার্য্য বলিয়া ষ্ট আছে। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বর ব্রহ্মার নামেই স্য। (২০)

---

(১৯) রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথযুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ পুষ্পদন্ত।

(২০) ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্॥ কুব্জিকাতন্ত্র।
একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা॥ গর্গসংহিতা।
যথাকাশে স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্র বেগবান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ভগবদ্গীতা। ৯ অ।

বিষ্ণু এই শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই জানা যায় যে, যিনি সমুদয় সংসার ব্যাপিয়া আছেন তিনিই বিষ্ণু। তদনুসারে আকাশকে বিষ্ণুপাদ বা বিষ্ণুর স্থান বলা যায়। বিষ্ণুপাদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। গঙ্গা শিবের পত্নী। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা হইয়া ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করেন। তৎপরে শিবের জটায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা স্থির করা আবশ্যক যে, বিষ্ণু শব্দে কাহাকে বুঝায়। ঈশ্বরের যে শক্তি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড শাসন করে, সেই শক্তির নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু সহস্রশীর্ষ সহস্রচক্ষু ও সহস্রপাদ, এবং ভূমি হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সহস্রমস্তক ও সহস্রচক্ষু, তাঁহার অপ্রত্যক্ষ কিছুই নাই। যিনি যাহা করুন বা ভাবুন, সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (২১)

সেই পরমব্রহ্ম ত্রিধামূর্ত্তি ত্রিশক্তি সহকারে জীবগণের নাভিপদ্মে হৃৎপথে ও শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলে বাস করিতেছেন। মহাশক্তি জীবের সর্ব্বাবয়বে বর্ত্তমান থাকেন। জীবশরীর হইতে শক্তি অন্তর্হিত হইলেই ত্রিগুণাত্মক ত্রিদেবও

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ভগবদ্গীতা।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ভগবদ্গীতা।

(২১) সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ঋগ্বেদসংহিতা।

তিরোহিত হয়েন। হৃদ্য বস্তুর অভাব না হয় এই হেতুই দ্বিজ-গণ অহরহঃ সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর উপাসনা করেন।

সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর আরাধনা দ্বারা সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। গায়ত্রীজপ ও সন্ধ্যার উপাসনা ব্যতীত কোন পূজায় অধিকার জন্মে না। এইনিমিত্ত স্ত্রী ও শূদ্র জাতিকে দীক্ষিত করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা, তান্ত্রিক গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র শিক্ষা দিতে হয়। দশাঙ্গুল শব্দে গ্রীবা হইতে ভ্রূদেশ পর্য্যন্তকেও বুঝায়। সুতরাং ঈশ্বর এই স্থান অতিক্রম করিয়া শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলে আছেন।

তিনি সহস্রপাদ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি ভূমি হইতে দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থান অধিকার করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। তিনি মুষ্টিমাত্র-পরিমেয় স্থানেও আপনাকে রাখিতে সমর্থ। তৎকালে তিনি পরমাণুরূপী। তিনি কখনও বিরাটরূপী। তিনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া আছেন। ব্রহ্মার হৃৎপদ্মে তাঁহার চির আবাসস্থান। তিনি হিরণ্ময়-শরীর। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি-মান্; তাঁহার এ সকল চিহ্ন ধারণ করিবার আবশ্যকতা কি? সে প্রয়োজন এই। আকাশ, কাল, জ্ঞান ও জীবন, এ সমস্তই তাঁহার অবয়ব, ইহাই স্পষ্ট প্রদর্শন জন্য তৎচিহ্নস্বরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। আকাশের দ্যোতক শঙ্খ; শঙ্খের কার্য্য শব্দ করা; শব্দের আধার আকাশ। চক্র কালের সূচক। কালচক্রে সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। গদা, গদ ধাতুর অর্থ কথন অর্থাৎ জ্ঞান, ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা জ্ঞান-লাভ হইলে সুখ জন্মে। প্রাণীর হৃৎ-

কমলে জীবাত্মার বাস। পরমাত্মা মস্তকোপরি সহস্রদল কমলে অবস্থান করিতেছেন; জীবাত্মা তাহাই চিন্তন করিতে করিতে তদীয় সঙ্গ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, ইহাই পদ্মধারণের ব্যঞ্জক। (২২)

বিষ্ণুপাদ শব্দে আকাশকে বুঝায়। আকাশ হইতে জলের উৎপত্তি। ত্রিস্রোতা গঙ্গা ত্রিধামূর্ত্তি হইয়া স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী ও মর্ত্ত্যে অলকনন্দা গঙ্গা নামে খ্যাত হইলেন। ইহাই কারণবারি, নারায়ণী ও পতিতপাবনী। প্রকৃতি হইতে অভিন্না। সুতরাং পরমপুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ অর্থাৎ পত্নী।

---

(২২) পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুঃ॥
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য তিষ্ঠিতম্॥

ভগবদ্গীতা। ১৩। ১২-১৭।

স্বামীর শিরঃস্থিত জটায় পত্নীর কিপ্রকারে অবস্থান করা সুসঙ্গত হয়? শিবের আটটী মূর্ত্তি আছে। সেই আটটী মূর্ত্তি এই,—সর্ব্বমূর্ত্তিই সাক্ষাৎ ক্ষিতিমূর্ত্তি। ভবমূর্ত্তিই প্রকৃত জলমূর্ত্তি। রুদ্রমূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ অগ্নিমূর্ত্তি। উগ্রমূর্ত্তিই স্বয়ং বায়ুমূর্ত্তি। ভীম-মূর্ত্তিই আকাশমূর্ত্তি হইতে অভিন্ন। পশুপতিমূর্ত্তি যজমানমূর্ত্তি (পরমাত্মস্বরূপ)। মহাদেবমূর্ত্তি সোমস্বরূপ। ঈশানমূর্ত্তি সূর্য্য-স্বরূপ। এই অষ্টমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক।

আকাশকে মহাদেবের কেশ শব্দেও নির্দ্দেশ করে। মন্দা-কিনী আকাশে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং শিবের জটায় অবস্থান করা অসঙ্গত হইল কি?

শিবের কপালে চন্দ্র ও অগ্নি থাকায় আপত্তি হইতে পারে। আকাশ যদি শিবের কপাল বলা হয়, তবে শিবের কপালে অগ্নি ও চন্দ্রের অবস্থিতির অসম্ভাবনা কি? শিব ত্রিশূলধারী; যিনি ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) নাশ করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে এরূপ অস্ত্রধারণ করা অবিধেয় নহে। তিনি ত্র্যম্বক; যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দেখিতে পান, তাঁহাকে ত্রিনয়ন ভাবাই কর্ত্তব্য। তিনি দিগম্বর; যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপী, তাঁহার বসন, দিক্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই হইতে পারে না; যেহেতু দিক্ নিত্য বস্তু। তিনি নরশিরো-ধারী; যিনি ক্ষিতিমূর্ত্তিতে অবস্থিত, তাঁহার পক্ষে মৃত ব্যক্তির কপাল-ধারণ কোনক্রমেই অযোগ্য নহে, যেহেতু তাঁহার নিকট মৃত ও জীবিত প্রাণী উভয়ই সমান। তিনি শ্মশানবাসী; যাঁহার সুধা ও বিষে সমজ্ঞান, তাঁহার শ্মশানে বাস করায় দোষ কি? তিনি বৃষবাহন;—বৃষ শব্দে এখানে ষাঁড় নহে, বৃষ শব্দে

ধর্ম্মকে বুঝায়। যিনি ধর্ম্মের উপরি আরোহণ করিয়া আছেন, তিনি বৃষারূঢ় ভগবান্। তিনি ভিক্ষুক, যিনি সর্ব্বত্যাগী, তিনি অবশ্যই ভক্তের নিকট ভক্তি-ভিক্ষা করেন। সর্ব্বশক্তিমতী সেই মহাশক্তির প্রীতি-ভিক্ষা করেন, কাজেই তিনি ভিক্ষুক। রুদ্র সংহারকারী, যাঁহাতে সর্ব্বশক্তি আছে, তিনি সংহার করিতেও সমর্থ। তিনি বিভূতিভূষণ; বিভূতি শব্দে ভস্ম মনে করিও না, ষড়ৈশ্বর্য্য মনে কর। সর্ব্বশক্তিমতী সতীও ভিখারিণী, ত্রিনয়নী, কালী, দশভুজা, চতুর্ভুজা, দিগম্বরী, সিংহবাহিনী, কমলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি রূপভেদে নানামূর্ত্তি হইয়াছেন, সুতরাং তিনি ভগবতী। সে সকলের ইতিহাস দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে কতক গুলি রূপক ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্রের সম্মান-রক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরের আকারাদি বর্ণন করা কাহারই সাধ্য নহে। তাঁহাকে পাইতে হইলে জ্ঞানযোগ ব্যতীত পাইবার উপায় নাই। জ্ঞানরূপ-কল্প-বৃক্ষের ফল-লাভ কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। উহার আকৃতি অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক মূল উর্দ্ধে অবস্থিত। শাখা ও প্রশাখা সংসারের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। বেদাদি শাস্ত্র এই মহাবৃক্ষের পত্র, বিষয়াদি এই মহীরুহের প্রবাল অর্থাৎ মোহনকারী বস্তু। গুণানুসারেই ফল, পুষ্প ও পত্র পরিবর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ ফলানুসন্ধান করিতে গেলেই বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয়। এই কারণেই বিষয়কে প্রবালাদি লোভনীয় পদার্থের স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। (২৩)

(২৩) ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পত্রাণি যস্তং বেদ সবেদবিৎ॥ ১ ॥

বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে, শাখা প্রশাখা অধোদিকে, এবং ঐ কল্প-পাদপ অক্ষয় বলিবার তাৎপর্য্য কি? সংসাররূপ তরু ভগবান্ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মূল ভগবান্। তিনি ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। তিনি সত্যস্বরূপ, সত্য অক্ষয়। শাখা ও প্রশাখা অধোদিকে পরিব্যাপ্ত; মনুষ্যাদি জীবগণই সেই সংসারবৃক্ষের শাখা ও প্রশাখা। ইহারা কর্ম্মানুসারে জন্ম হেতু অধঃপতিত হয়। সৎকার্য্য করিলে বৃক্ষের মূল দৃষ্ট করিতে পারে। অসৎকার্য্য করিলে অধর্ম্ম জন্য নরকভোগ করিতে হয়।

তপস্যা।

স্বাভিলষিত ইষ্টদেবের পূজা দ্বারা পরব্রহ্মের আরাধনা ও প্রীতি সম্পাদন হয়। আরাধ্য দেব বা দেবীর মূর্ত্তি বিভিন্ন হইলেও সকল দেবতাই সেই পরব্রহ্মের ও পরা প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা বিশেষ মাত্র। দ্বিজগণ উপাসনার আরম্ভে প্রণব মন্ত্র, সপ্ত ব্যাহৃতি ও অঙ্গন্যাসে বষট্কারের জপ করিয়া গায়ত্রীর স্মরণ করেন। গায়ত্রীজপ সমাধা হইলে সন্ধ্যা বন্দন করেন। প্রণবমন্ত্রে পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির স্মরণ করা হয়। গায়ত্রী স্মরণ দ্বারা বিশ্বসবিতার রূপ মনে ধারণা হইয়া থাকে। ত্রিকালীন সন্ধ্যা বন্দন দ্বারা পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা অবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হইতে আরম্ভ হয়।

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥
ভগবদ্গীতা। ১৫ অ।

প্রাতঃকালে যে মূর্ত্তি চিন্তা করা যায় উহা ব্রহ্মাণীর মূর্ত্তি; এই রূপটী রজোগুণান্বিকা শক্তি বা কুমারীসদৃশী প্রকৃতি। এই শক্তি দ্বারা পরা প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যের বিষয় চিন্তা করা হয়। মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যার ধ্যান দ্বারা ইহা বোধ হয় যে, পরা প্রকৃতি এই সময়ে পালনকার্য্যে রত; সুতরাং তাঁহাকে এই সময়ে বৈষ্ণবীরূপে স্মরণ করা গিয়া থাকে। পরা প্রকৃতির এই মূর্ত্তিটী যুবতী রূপা বা সত্ত্বগুণান্বিতা শক্তি। ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীদেবতা। সায়ংকালীন সন্ধ্যার বন্দন দ্বারা পরা প্রকৃতি ও পরব্রহ্মের প্রলয়কালীন রৌদ্রা অর্থাৎ সংহারমূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হয়। উহা রৌদ্রারূপা মহাকালীর জরতী বেশ। এই প্রকারে ঈশ্বরের ত্রিধামূর্ত্তি ও ত্রিধা শক্তির স্মৃতি দ্বারা সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং তৎকর্ত্তার কার্য্যকলাপ সদাই মানস-পটে দেদীপ্যমান হইতে থাকে। যথারীতি যথাশক্তি সদা গায়ত্রী জপ ও ত্রিকালীন সন্ধ্যা বন্দন দ্বারা কায়িক বাচিক ও মানসিক পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র হয়। এইরূপে আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা পবিত্র-ভাবে রাখিয়া ভগবানের ঐরূপ চিন্তা করাই তপস্যা।

অহরহঃ পরব্রহ্মের চিন্তা দ্বারা মনে পাপ জন্মিতে পায় না। পাপ থাকিলে ক্ষয় হয়। যাবতীয় মন্ত্র ও প্রণব যথাযোগ্যরূপে প্রয়োগ করিলে ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। প্রত্যেক মন্ত্র বিনিয়োগসময়ে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও কিনিমিত্ত উহার প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহার হইতেছে তাহা অগ্রে উচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা ঐ মন্ত্রের কার্য্য সিদ্ধি হয় না। ঋষিস্মরণ দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। ছন্দঃস্মৃতি দ্বারা অন্তঃ-

করণে আনন্দ জন্মে। দেবতার স্মরণে মনের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়।

প্রণব মন্ত্রের প্রয়োগ সকল কর্ম্মের আদি ও অন্তে নিতান্ত আবশ্যক, কারণ, প্রণব সর্ব্বফলপ্রদ। ইহা সকল জ্ঞানের সার, সকল মন্ত্রের সার, সকল দেবের সার, সকল ধর্ম্মের সার এবং সর্ব্বপাপক্ষয়কর ও ত্রিতাপহারক পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হইতেই সমুদয় অক্ষরের উৎপত্তি। ইহাই সকল অক্ষরের রক্ষক এবং ইহাতেই সমুদয় অক্ষর লীন হয়। তপস্যা বা উপাসনারূপ কার্য্য শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধি সম্পাদনের প্রধান হেতু। মনের একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয় সংযম না হইলে ভগবানের আরাধনা কার্য্য সমাধা হয় না। এইজন্য অশৌচাবস্থায় উপাসনাকার্য্য করিতে নিষেধ আছে। কিন্তু অশৌচান্তে ঈশ্বর স্মরণ না করিলে শারীরিক ও মানসিক নিত্য শৌচ জন্মে না।

মনুষ্যগণ পবিত্রভাবেই থাকুন বা অপবিত্র ভাবেই থাকুন অথবা যে কোনরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন, যদি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত একবার পরব্রহ্মের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার অন্তর্বাহ্য শুচি হয় এবং পরমানন্দ ও নিত্য সুখ জন্মে। (২৪)

যথাকালে যথাবিধানে ভগবানের আরাধনা-রূপ নিত্য কর্ম্ম সম্পন্ন না করিলে প্রায়শ্চিত্তবিধানপূর্ব্বক সেই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অগ্রে সম্পাদন করিতে হয়।

---

(২৪) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥ নিত্যধর্ম্মঃ।

শুদ্ধিবিধান।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মনের শুদ্ধি সম্পাদন হয়। পরমার্থের জ্যোতিঃ হইতে মন যখন দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, তখনই ইহা প্রতিভাশূন্য হইয়া থাকে। মনের স্বচ্ছতাই পবিত্রতার কারণ। মনের স্বচ্ছতা দুইটী কারণে কলুষিত হয়। প্রথম, আমোদ প্রমোদ নিবন্ধন, বিষয় বাসনায় একান্ত প্রবৃত্তি; অপর, প্রিয়-বিনাশ ও অঙ্গগ্লানি হেতু চিত্তের একান্ত চাঞ্চল্য জন্মে। এই উভয়ের মধ্যে পুত্রাদির জননে আহ্লাদ সম্মিশ্রণে যে অশুচিতা জন্মে তাহাতেও কেহ কেহ পরমার্থ চিন্তন করেন। কিন্তু শোকাদি হেতুক মনের মালিন্যাবস্থায় পরমার্থচিন্তনে অনু-রাগের খর্ব্বতা জন্মে। এইরূপ অবস্থায় মনের একাগ্রতা থাকে না। সুতরাং মন তৎকালে পরমার্থচিন্তনে নিতান্ত অপারগ। এইরূপ অবস্থা অশৌচশব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। মালিন্য-মার্জ্জন, পাতক হইতে পরিত্রাণ, কিংবা পরমার্থচিন্তনে সমর্থ হওয়ার নাম শুদ্ধি। (২৫)

পরম জ্ঞানীর মনে অনিত্য সুখ দুঃখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অশৌচ ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও সাংসারিক সুখ দুঃখ জনক কার্য্য হেতু সময়ে সময়ে মোহ জন্মে। সেই মোহান্ধকার যাবৎকাল জ্ঞানীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাবৎকাল তাঁহাকে অশুচি কহা যায়। অজ্ঞান ব্যক্তি সদাই বিষয়াসক্তচিত্ত। তাহার চিত্ত সুখ দুঃখে

(২৫) স্মরণাচ্চিন্তনাদ্বাপি শোধ্যতে যেন পাতকাৎ।
তেন শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা দেবীরুদ্রতনৌ স্থিতা॥ দেবীপুরাণ।

সদা মোহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সে মনকে কখনই পবিত্র দেখিতে পায় না। এই হেতু সে সদাই অশুচি। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া ঋষিগণ জ্ঞানভেদে অশৌচ কালের তারতম্য করিয়াছেন।

চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ পরমার্থতত্বজ্ঞ ও সর্ব্বাপেক্ষা বিষয়বাসনাপরিশূন্য এবং নির্ম্মলচিত্ত। সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ। ক্ষত্রিয় আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞানে অপেক্ষাকৃত বীতস্পৃহ, বিষয়াসক্ত ও ক্রোধের বশীভূত। বৈশ্য তদপেক্ষা বিষয়াসক্ত এবং পরমার্থতত্বজ্ঞানে বিশেষ সমর্থ নহে। বৈশ্যগণের মন ক্ষতিবৃদ্ধির ভাবনায় কলুষিত থাকে। সুতরাং তাঁহাদের মন সদা পূত নহে। অজ্ঞানতা হেতু শূদ্রজাতির আত্মপ্রসন্নতার ব্যাঘাত জন্মে। তাঁহারা তন্নিমিত্ত আনন্দকালেও সুখধ্বংসাশঙ্কায় মনকে একান্ত অপবিত্র করিয়া রাখেন ও শোকসমাচ্ছন্ন হয়েন। এই কারণবশতঃ ব্রাহ্মণের অশৌচ যত অল্প, ক্ষত্রিয়ের তদপেক্ষা অধিক, বৈশ্যের তদপেক্ষা দীর্ঘ, ও শূদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালে অশৌচ নষ্ট হয়। শুচ ধাতুর অর্থ শোক। যে সকল ব্যক্তি সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় শোক করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শূদ্র শব্দে পরিগণিত হইয়াছেন।

যে সকল আনন্দ ও শোকতাপাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া উচিত নহে, তথায় অশৌচের সঙ্কোচ দেখা যায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

হীন জাতিও তপস্যা দ্বারা উচ্চ হয়; উচ্চ জাতিও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে হীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হীনতা ও দুরিত

ধ্বংসসাধক এবং পুণ্যজনক জ্ঞান ও ক্রিয়ার নাম প্রকৃত তপস্যা। অসাধারণ তপস্যার নাম প্রায়শ্চিত্ত। তপস্যাই সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। সুতরাং পাপবিনাশসাধিকা নিশ্চয়াত্মিকা তপস্যা প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও পাপ দূর হয় সত্য; কিন্তু সে সমুদয় অনুষ্ঠানের প্রধান সহায় তপস্যা। তপস্যা ব্যতীত কেবল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় না।

ত্রিবিধ কারণে পাপের উৎপত্তি হয়। (১ম) কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, (২য়) নিন্দিত কার্য্যের পরিষেবণে এবং (৩য়) ইন্দ্রিয় দমন না করিলে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। পাপক্ষয়-সাধিকা নিশ্চয়াত্মিকা তপস্যা দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয়। মনোমালিন্য তিরোহিত হইলে জীবাত্মার পরমাত্মসাক্ষাৎকারে আর অসামর্থ্য থাকে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভিন্ন-জ্ঞানসম্পাদক ক্রিয়া দুরিতধ্বংসের নিদানস্বরূপ। ইহাই সামান্যতঃ প্রায়শ্চিত্তপদবাচ্য। (১)

(১) তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥ ৪২। ১০ অ। মনু।
ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্॥
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সংবাদ, রামায়ণ।
প্রায়শ্চিত্তং পাপক্ষয়মাত্রসাধনং কর্ম্ম। অঙ্গিরাঃ।
প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং॥

অহিংসা, ইন্দ্রিয়সংযম ও পরোপকারই তপস্যার প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরোপাসনা ইহার মূল।

ঈশ্বরের মনুষ্যাবতার।

পরমেশ্বর নিরাকার ও নির্গুণ হইলেও তিনি সাকার ও সর্ব্বগুণসমন্বিত, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বান্তর্যামী। তিনি নিষ্ক্রিয়, সত্য, তথাপি সমস্ত কার্য্যই তাঁহারই আয়ত্ত। তিনি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, অথচ সংসার তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনিই পুরুষস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতি। (১)

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিরাটমূর্ত্তি। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। সুতরাং সেই বিশ্বেশ্বর হইতে পরমাণু ও মহত্তত্ত্ব কিছুই পৃথক্ নহে, জড় ও জড়ের শক্তি, চৈতন্য, ইচ্ছা, মায়া, মন, প্রাণ ও জ্ঞান সমু-

---

নিশ্চয়সংযুক্তং পাপক্ষয়সাধনত্বেন নিশ্চিতমিত্যর্থঃ।
পাপকারণমুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন।
বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি॥

(১) অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
বীজভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭ অ। ৫ শ্লো।
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭ অ। ৬ শ্লো।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দোষই তাঁহারই দ্যুতির বিকাশ মাত্র। অতএব আমরা যে বস্তুতে বা প্রাণীতে অলৌকিক শক্তি, অলৌকিক চৈতন্য, অলৌকিক জ্যোতিঃ, অলৌকিক মমতা, অলৌকিক মনস্বিতা ও অতি মহাপ্রাণতা দেখিতে পাই, তাহাতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব জ্ঞান করিয়া থাকি। সেই বস্তুকে পরমেশ্বর বোধে তদ্‌গত চিত্তে ভক্তিভাবে ভজনা করি। (২) মনুষ্যগণ তাহাতেই সিদ্ধকাম হয়েন।

নিরাকার জ্ঞানে আরাধনা করা সিদ্ধসাধকের চরম উদ্দেশ্য হইলেও অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রশস্ত ও ফলপ্রদ। বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উদ্দেশে বিশ্বেশ্বর কখন্ কি কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর। তিনি যখন সকল বস্তুতেই বিরাজিত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বকালস্থায়ী, তখন তিনি সংসারের স্থিতি-নিমিত্ত জীবের কল্যাণবাসনায় একটা সামান্য বস্তুতে বা প্রাণীতে আবির্ভূত হইয়া অসীম শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কোন বিষয়ের সৃষ্টি, কোন বিষয় রক্ষা ও কোন বিষয় ধ্বংস করেন। এই কারণে আমরা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী, ব্যাস, অর্জ্জুন, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য

---

(২) যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥ ১০ অ। ৪১ শ্লো।
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১০ অ। ৪২ শ্লো।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রভৃতিকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মান্য ও পূজা করিয়া থাকি। বস্তুগত, ব্যক্তিগত বা জাতিগত বিভিন্নতা অনুসারে দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত হই না। ঐশী শক্তি ও অলৌকিক বিভূতি দেখিলেই ঈশ্বর বোধ করিয়া থাকি। এবং তাহার মানুষোচিত ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্য, নশ্বর, সাদি, সান্ত, সাহঙ্কার, সকাম ও সক্রিয় পুরুষ বলিয়া ঈশ্বর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করি না। যিনি দ্বৈধ জ্ঞান করেন, তিনিই নিষ্ফলমনোরথ হয়েন। কারণ, সমুদয় বস্তুই তাঁহাতেই লীন হয়। যেমন মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা মহাসমুদ্রের অংশ বিশেষ, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, তদ্রূপ সমুদয় অবতারেই ও সমুদয় প্রকৃতিতেই অভেদরূপে ঈশ্বরত্ব দেখিতে পাই। (৩) সুতরাং সীতা, রুক্মিণী ও রাধা প্রভৃতি প্রকৃতিতে মূল প্রকৃতি মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী ও মহামায়ার আবেশ ও ঈশ্বরের মর্ত্ত্যে আবির্ভাবের বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

ঈশ্বর কি ভক্তবিশেষকে তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি দেখাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন না, অবশ্য পারেন। তিনি সকলরূপে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব বস্তুতে আবিষ্ট হইয়া উপদেশ দেন। যেহেতু তিনি সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত পরম পুরুষ ও পরম প্রকৃতি। যখন সংসারের স্থিতি-বিপর্য্যয় ও অধর্ম্ম-স্রোত অধিক হয়, তৎকালেই তিনি লোকস্থিতি রক্ষার জন্য ও ধর্ম্ম-

---

(৩) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬ অ। ৩০ শ্লো।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সংস্থাপন নিমিত্ত প্রত্যেক যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। (৪) সুতরাং অনন্তকাল মধ্যে অসংখ্য অবতার দেখা যায়। কেহ কহিতে পারেন যে, ঈশ্বরের জীবরূপে আবির্ভাব হওয়া গল্প-মাত্র। অতীত ঘটনাবলী সময়ে সময়ে অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, সুতরাং সকলগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বস্তুতঃ সকল বস্তু, সকল দৃশ্য ও সকল ঘটনা সকলের ভাগ্যে সকল সময়ে প্রত্যক্ষ করা সহজ ও সাধ্যায়ত্ত হয় না। সুতরাং বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ উপায়ান্তর নাই। সেই কারণে আর্য্যেরা শাস্ত্রের প্রমাণকে অবিশ্বাস করিতে কদাচ সাহসী হয়েন নাই। স্থলবিশেষে বিভিন্ন মত হইলেও যুগান্তর বিষয় মনে করিয়া তাহার মীমাংসা ও সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। অবতারগুলিকে অনিত্য জ্ঞান করেন না। যে অবতার যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আবার সেই যুগে তদ্রূপে আবির্ভূত হইবেন, কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

ঈশ্বর সাধু পুরুষে অনুগ্রহ এবং অসাধু পুরুষে নিগ্রহ দেখান। নিগ্রহ দ্বারা পাপীর পাপ-শান্তি হয়। পাপনির্মুক্ত

(৪) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪ অ। ৭ শ্লো।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪ অ। ৮ শ্লো।
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৪ অ। ৯ শ্লো।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হইলে সেও তাঁহার চরণপ্রান্তে স্থান পাইতে অনধিকারী থাকে না। পাপীর যথার্থ দণ্ড হইলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তই জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এই জন্যই রাবণ, কংস, শিশুপাল, দুর্য্যোধনাদি দুর্বৃত্তগণ মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের নিকট দণ্ডিত হইয়া অবশেষে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। ঈশ্বরের সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি সাধু ব্যক্তির অনায়াসলভ্য ও সুখের বস্তু।

ঈশ্বর জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যগণকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহাকে যিনি যে রূপে, যে অবস্থায়, যে ভাবে ভজনা করুন না কেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করেন। তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান করিলে তিনি শত্রুরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়া অবশেষে তাহার প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। পাপের দণ্ড বিধানপূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রদানে বৈমুখ্য দেখান না। ভক্তের পক্ষে ত কোন কথাই নাই।

বলি ও পূজা।

নাস্তিকগণ ইহা বলিতে পারেন যে, ভারতীয় আর্য্যগণের পূজোপহার, উপাসনার ক্রম, জপ, হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সমুদায়ই কাল্পনিক ও বালককৃত ক্রীড়ামাত্র; বস্তুতঃ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বরের অঙ্গুষ্ঠমূলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যাপ্ত নহে, তাঁহার পূজার বিন্দুমাত্র জল ও পরমাণুপরিমিত দ্রব্য কিপ্রকারে অপর্য্যাপ্ত হইতে পারে? পরমেশ্বর ভক্তের নিকট, উপাসকের নিকট, পরমাণু-মূর্ত্তিতে আগমন করেন। তদীয় পূজোপহারের নিকট অতি খর্ব্ব কলে-

বর ধারণ করেন। এই কারণেই ভক্তের প্রদত্ত বলি তাঁহার নিকট তৎকালে অপর্য্যাপ্ত। পূজা সমাধা হইলে তিনি ভক্তের হৃদয়ে মহাবিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। বীজ ও বৃক্ষ ইহার উদাহরণস্বরূপ।

ভগবদ্ভক্ত ও সাধকের আন্তরিক শ্রদ্ধায় প্রদত্ত অণুমাত্র দ্রব্য আরাধ্য দেব ও দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হইবামাত্র তদীয় কৃপাকটাক্ষপাতে অনন্তগুণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তদীয় কৃপায় অণুত্বের মহত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে।

আত্মা ও পরমাত্মা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন যে, আত্মার ধ্বংস নাই, জীবাত্মা পরমাত্মার ছায়াস্বরূপ বা পরব্রহ্মের অংশবিশেষ। শরীরের নাশ হয়, অর্থাৎ পঞ্চভূতের পঞ্চসূক্ষ্মাবয়বে মিশিয়া যায়। (১) ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের অংশমাত্র, জীবাত্মাও সেইপ্রকার পরব্রহ্মের অংশমাত্র ও উহা হইতে অভিন্ন। উহা নিত্য ও অবিনশ্বর। (২)

---

(১) হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি—ন হন্যতে॥
কঃ কেন হন্যতে হন্তুং জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ সাধু সমাচর॥
বিষ্ণুপুরাণ প্রহ্লাদবাক্য।

(২) নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২ অ। ২৩ শ্লোক।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পূজা।

ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল দ্রব্য আছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের। তাঁহার বস্তু তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দেওয়ার নাম পূজা। আত্মসমর্পণের নাম মহাপূজা। যাঁহার মূর্ত্তি জগন্ময়, তাঁহার তৃপ্তিসাধনকার্য্য কি সামান্য ভোজ্য দ্রব্য ও সামান্য বস্ত্রালঙ্কারে সম্পাদিত হইতে পারে? কদাচ নহে। তবে কেন লোকে নানা উপহারে ঈশ্বরকে মনুষ্যবৎ পূজা করে? তাঁহার আকারেরও কল্পনা হইতে পারে না। সাকার-উপাসকেরা ঈশ্বরকে আত্মবৎ সেবা করেন। আত্মার পরিতোষ জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায়ই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের সেবার প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সুতরাং আত্মপ্রসাদের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয় দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যহ ও প্রতিক্ষণে দেবমূর্ত্তির সেবা করিতে হয়। নতুবা কিছুতেই মনের তৃপ্তি জন্মে না। পরমেশ্বর পরমাত্মরূপী, তাঁহার আহার নিদ্রা ও বিলাস বাসনাদি কিছুই থাকিবার সম্ভাবনা নাই সত্য(৩),

---

(৩) সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ॥ গর্গসংহিতা।

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেৎ মুক্তিসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥ ১১৮॥
মৃৎশিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥ ১১৯॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১৪ উল্লাস।

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বর্ণিতুমর্হতি॥ ১৫ শ্লো। ৪ উ। ঐ।

তথাপি কেন তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, তাঁহার স্নান, ভোজন, শয়ন ও বিলাসের ইচ্ছা থাকা সম্ভাবনা জ্ঞান করিয়া, স্বকীয় পিতা মাতা বা পুত্র কন্যাদি জ্ঞানে তাঁহার সেবা করা হয়? সাংসারিক ব্যক্তি সর্ব্বদাই নিজের সুখ ও আত্মপরিবারবর্গের হিতসাধন জন্যই ব্যতিব্যস্ত; এরূপ অবস্থায় ঈশ্বর-চিন্তার ব্যাঘাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কি জানি, যদি ঈশ্বর-চিন্তন-ব্যাপার ও অবশ্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটে, এই বিবেচনায় সমস্ত গৃহস্থকেই উপাস্য-দেবভেদে শালগ্রাম শিলা বা লিঙ্গমূর্ত্তি অথবা কোন দেববিগ্রহের সেবা করিতে হয়। ঐ সকল মূর্ত্তিই নিত্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্মারক। যে গৃহস্থের আবাসে দেবমূর্ত্তি নাই, তথায় উপাসনা-কার্য্যের নিত্যতা, সুশৃঙ্খলতা ও পবিত্রতার ক্রটি হইবার সম্ভাবনা। যে গৃহস্থের আবাসে দেবমূর্ত্তির যথাবিধানে সেবা হয়, সে গৃহস্থের পিতা মাতার সেবা, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত ব্যক্তির সম্মান অতি ভক্তিপূর্ব্বকই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথায় অতিথি, অভ্যাগত, অশরণ,আত্মীয়জন ও প্রাণিবর্গ কেহই অতৃপ্ত থাকেন না।

পিতা মাতাই সাক্ষাৎ দেবতা, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ স্বর্গ ও মূর্ত্তিমতী তপস্যা। জনক জননীর তৃপ্তিসাধন হইলে সমস্ত দেবদেবীর প্রীতি সম্পাদন করা হয়। (৪)

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্মনসগোচরম্।
অসৎত্রিলোকীসত্তাণং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥ ৭ শ্লো। ৩ উ। ঐ।

(৪) পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ নিত্যধর্ম্মঃ।

আরাধনার ফল।

ঈশ্বরে ভক্তিমান্ থাকা, জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া, ও সুখে কালযাপন করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করাই মনুষ্যের মানুষতার চরম উদ্দেশ্য। আরাধনা দ্বারা মনুষ্যের পশুত্ব দূর হয় ও মনুষ্যত্ব জন্মে।

এই সমুদয় কামনা সিদ্ধ করিতে হইলে আত্মপ্রসন্নতা থাকা আবশ্যক। আত্মপ্রসাদই তত্ত্বজ্ঞানলাভের মূল। অহিংসাই মনস্তুষ্টির হেতু; ভক্তিই সমুদয় পূজার নিদান; আত্মসমর্পণই মুক্তির মূলকারণ। পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত, দেবপরায়ণ ও সৎক্রিয়াশালী ও দয়ালু ব্যক্তিবর্গই সংসারে ধন্য ও সার্থকজন্মা।

আত্মপ্রসন্নতাই সুখস্বরূপ স্বর্গের মূল, আত্মগ্লানিই দুঃখস্বরূপ নরকের নিদান ইহা মনে রাখিয়া অনর্থক চিন্তা বা পরূপরীবাদকীর্ত্তন মন ও রসনা হইতে দূর করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অসত্যকথন সমস্ত পাপের হেতু। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের অবমাননা ও দানক্রিয়ার প্রশংসা কীর্ত্তন করা কদাচ বিধেয় নহে, উহা পাপের কারণ; তদ্দ্বারা সমস্ত পুণ্য, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান বিফল হয়। প্রতিক্ষণে ক্রমশঃ ধর্ম্মসঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরকালে পরলোকে ধর্ম্ম ব্যতীত সংসারের কোন বস্তু বা ব্যক্তি কাহারও সহায়তা করে না বা সঙ্গী হয় না। সত্যধর্ম্মই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকলের একমাত্র সহায়। (৫)

---

(৫) যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্ত্তনাৎ॥ ১৩৭ ॥

প্রার্থনা।

পূজা সমাধা হইলে প্রার্থনা ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, প্রার্থনার নাম স্তব। বিঘ্নবিঘাতক স্বরূপাখ্যানকে কবচ বলে। প্রত্যেক মন্ত্রেরই ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাবিধানে এইগুলি পরিজ্ঞাত ও প্রয়োজিত না হইলে ফলসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে।

বিঘ্নবিঘাতনপূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয় দ্বারা মুক্তিলাভ করাই আর্য্য-জাতির জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সংসারের শান্তিবিধানই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মুখ্য প্রয়োজন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও মন্ত্রাদি সমুদায়ই এই বাক্যের পোষকতা করিবে ও স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

ইষ্টমন্ত্র, উপাস্য দেবতা ও গুরু, এই তিনকে অভিন্ন জ্ঞানে একীভূত করিয়া আরাধনা করিতে হয়, নচেৎ সিদ্ধিলাভ হয়

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকা।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥ ১৩৮॥
ন চামুত্র সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতিঃ ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্॥ ১৩৯॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ১৪০। মনু। ৪র্থ।
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥
৪২ শ্লোক। ৬ অ। বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয়াংশ।

না। গুরু পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের স্বরূপ, দেবতা জীবাত্মা-সদৃশ; মন্ত্র তেজোরূপা মূলপ্রকৃতি মহাবিদ্যা স্বরূপ।

গুরুর অবস্থান-স্থান মস্তক, ইষ্টদেবের আবাসস্থান হৃদয়াকাশ বা হৃৎপদ্ম, মহাবিদ্যার বাসস্থান জিহ্বা।

মন, প্রাণ, বাক্য এই তিনের ঐক্যভাবে পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়। পার্থক্যভাবে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। (৬) এইরূপ মননই অচ্ছিদ্রাবধারণ ও চরম প্রার্থনা।

প্রসাদ-গ্রহণ।

অশন, বসন ও পানীয়, ইহার কোন বস্তুই ঈশ্বরে অনিবেদিত রাখিয়া ভোজন, পরিধান ও পান করিবার আদেশ নাই। সমুদয় বস্তুই ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় তদুদ্দেশে বেদপারগ ব্রাহ্মণে সম্প্রদান করা গিয়া থাকে, ইহাতেই তত্ত্বজ্ঞের সম্মাননা হয়, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে; ও দত্তবস্তুর অনন্ত গুণ জন্মে। ভোজ্য বস্তু দেখিয়া মনের সুপ্রীতি না জন্মিলে তাহা ভোজন করিবার বিধি নাই। অন্নকে আয়ু ও বীর্য্যের বর্দ্ধক মনে করিয়া পরমাহ্লাদে পূজা করিতে হয়। যে অন্ন দেখিয়া মনের অপ্রীতি জন্মে তাহা আয়ুর নাশক,

---

(৬) মন্ত্রাণাং দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী।
অভেদেন যজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা॥ ১৬৭॥
গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে।
রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
ত্রয়াণাং তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ১১৮॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮ উল্লাস।

উহা কদাচ ভোজ্য নহে। অনিবেদিত ভোজ্য বস্তুর ভোজন বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করা হয়। শরীর, দেহ, আত্মা ও অন্ন, এ সমুদায়ই ব্রহ্মস্বরূপ, এইহেতু অন্নকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করিয়া উহা তদুদ্দেশে নিবেদনপূর্ব্বক ভোজন করিতে হয়। তিনিই ভোক্তা ও আয়ুষ্কর। সত্যস্বরূপ সেই বিষ্ণু যে বস্তু ভোজন না করেন তাহাই অজীর্ণতা ও অপরিণতি প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণু দেবমাত্রের উপলক্ষণ, হরিই সকল যজ্ঞের ঈশ্বর। যথা "সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ।" তৎপ্রসাদান্নই পবিত্র ও আরোগ্যজনক।

ভোজ্য বস্তু এককালে নিঃশেষরূপে ভোজন করা বিধেয় নহে। প্রসাদান্ন সকল প্রাণীর প্রীতি ও সুখপ্রদ; পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ ভোজনপাত্রাবশিষ্ট বস্তু দ্বারা জীবন ধারণ করে। যে ব্যক্তি ভোজনপাত্রে কিছুই অবশিষ্ট না রাখে, সে প্রত্যেক জন্মেই ক্ষুৎপিপাসায় ক্লেশ পায়। (৭)

(৭) পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈবমকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রীত্যা নন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৫৪॥
পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥ মনু। ২। ৫।৫
হবিষ্যান্নং ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তং গৃহিণাং সদা।
নারায়ণোচ্ছিষ্টমিষ্টমনিবেদ্যমভক্ষ্যকম্॥
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদনম্।
বিন্মূত্রং সর্ব্বপাপোক্তমন্নঞ্চ হরিবাসরে॥ একাদশীতত্ত্ব।
বিষ্ণুঃ সমস্তদেহদেহী প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥

ব্রহ্মনিরূপণ।

ভগবদ্গীতার মতে পরব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে বিশেষ বিভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডের দুইটী অবস্থা আছে। এক অবস্থার নাম ক্ষর, অপর অবস্থার নাম অক্ষর। ক্ষর জগৎকে জড় জগৎ বলে। চেতন শক্তিকে অক্ষর জগৎ অর্থাৎ কূটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। জীবই কার্য্যাকার্য্যের ভোক্তা। এই ক্ষর ও অক্ষর জগৎ হইতে যিনি বিভিন্ন, তিনিই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। সুতরাং তিনি জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়াও পৃথক্ নহেন। কারণ, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপালক। পরমাত্মাই পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।

পরব্রহ্ম সৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ব্বিকার, নিরাধার, নিরাকুল, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মক, জ্ঞানগম্য, স্বরূপ, বাক্যমনের অতীত, অথচ এই বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থিত। ঈশ্বর কল্পতরু; তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, সমুদায়ই তাঁহার সাধনা দ্বারা পাওয়া যায়। (৮)

বিষ্ণুরন্তা তথৈবাহং পরিণামশ্চ বৈ যথা।
সত্যেন তেন বৈ মুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং যথা॥ বিষ্ণুপুরাণ।

ভুক্ত্বা পীত্বা চ যঃ কশ্চিৎ শূন্যং পাত্রং সমুৎসৃজেৎ।
স পুনঃ ক্ষুৎপিপাসার্ত্তোভবেজ্জন্মনি জন্মনি॥ বহ্নিপুরাণ।

(৮) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬ শ্লো। ১৫ অ।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭। ঐ।

মনুষ্য-দেহে ও মনুষ্য-মনে তিনি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বান্তর্যামী। অতএব পাপানুষ্ঠান দ্বারা মন, প্রাণ ও দেহ অপবিত্র করা কদাপি উচিত নহে। পরম পুরুষ পরমাত্মার চিন্তন দ্বারাই জীবন সার্থক করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বভূতে সমদর্শী না হইলে পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের সার মীমাংসা। (৯)

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি্ন্লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮। ঐ। গীতা।
জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্ব্রহ্ম সকৃদ্বিশ্বময়ং পরম্।
যথা যৎ তৎস্বরূপেণ লক্ষণৈর্বা মহেশ্বরি॥ ৬॥
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষমবাঙ্মনসগোচরম্।
অসত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং॥ ৭॥
স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতপরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥ ৩৪॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ৩৫॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ২ উল্লাস।

(৯) স সর্ব্বাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্ব্বং হ্যাত্মনি সম্পশ্যন্নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ ১১॥
আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্॥ ১২॥

মনু। ১২ অ।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥ ১২৫॥

মনু। ১২ অ।

শুভাশুভ লগ্নের ফল।

জন্মনক্ষত্রানুসারে মনুষ্যের শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকে—ভারতীয় আর্য্যগণের ইহা স্থির বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত। তদনুসারে ইহাঁরা সন্তানের জনন-সময় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিয়া থাকেন। লগ্ন স্থির করিতে পারিলেই জাত সন্তানের ভবিষ্য শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিতে আর কেহই অসমর্থ থাকেন না। জন্ম-পত্রিকায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহা প্রায়ই ফলে। অপরিজ্ঞাত করণবশতঃ কদাচিৎ কোন স্থলে ব্যভিচার দেখা যায় বলিয়া অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যে সময়ে লোকের সন্তান প্রসূত হয়, তৎকালে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের সেই সেই রাশিতে ভোগ জন্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের শুভাশুভ হয়। অশুভলগ্নে জন্মিলে জাত সন্তানের দুরদৃষ্ট সম্ভবে, শুভলগ্নে জন্মিলে শুভাদৃষ্ট হয়। জন্মকালীন চন্দ্র ও নক্ষত্র শুদ্ধ থাকিলে পাপগ্রহের ভুক্তিবলেও তাদৃশ অশুভ জন্মিতে পায় না। কিন্তু চন্দ্র তারা শুদ্ধ না থাকিলে শুভগ্রহের ভুক্তিবলেও শুভাদৃষ্ট জন্মে না। এই সমস্ত কারণে জন্মলগ্ন, জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্রের প্রাধান্য স্বীকারপূর্ব্বক জাত সন্তানের ভাবী শুভাশুভ সুখ দুঃখ গণনা করা হয়। (১০)

---

(১০) লগ্নপ্রকরণে বশিষ্ঠঃ।

যদোদেতি তদা লগ্নং রাশিঃ স্যাত্তদহঃক্রমাৎ।
উদয়াৎ সপ্তমে রাশৌ রবেরস্তং বিদুর্বুধাঃ॥

এক্ষণে এই তর্ক হইতে পারে যে, ভূমিষ্ঠ বালক বালিকার সহিত গ্রহনক্ষত্রাদির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কি? গ্রহগণ জড় পদার্থ, বিশেষতঃ তাহারা আকাশের যে স্থানে আছে, তথা হইতে তাহাদিগের দৃষ্টি দ্বারা মানবের শুভাশুভ ঘটনার সম্ভাবনা কি? পাঠক, তুমি অবশ্য শুনিয়াছ যে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় শরীর প্রকৃত সুস্থ থাকে না। কিছু না কিছু মন্দীভূত হয়। তাহা হয় কেন? অবশ্য বলিতে হইবে যে, তৎকালে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী সরস হয়। তজ্জন্য মানব-দেহের শোণিত গাঢ় থাকে না, জলীয় পরমাণুতে বিশিষ্টরূপ মিশ্রিত হয়। সুতরাং অগ্নিমান্দ্য ঘটে। যদি একটী গ্রহের আকর্ষণে একটী দৃষ্ট অশুভ পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, তবে বহুতর গ্রহ ও নক্ষত্রের আকর্ষণে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শুভাশুভ ঘটনাবলী কেন না সম্ভবিতে পারে? কেনই বা বিশ্বাস না হইবে?

ভারতীয় আর্য্যজাতি গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির মাধ্যাকর্ষণ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কোন্ গ্রহের কত শক্তি ও সেই বলানুসারে কোন্ গ্রহ কাহাকে অতিক্রম করে, ও কোন্ গ্রহ

ক্ষেত্রপ্রকরণে গর্গঃ।

কুজশুক্রবুধেন্দ্বর্কসৌম্যশুক্রাবনীভুবাম্।

জীবার্কিভানুজেজ্যানাং ক্ষেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ॥

গ্রহের বলাবল বিষয়ে বশিষ্ঠ।

স্বোচ্চে স্থিতাঃ শ্রেষ্ঠবলা ভবন্তি মূলত্রিকোণে স্বগৃহে চ মধ্যাঃ।

ইষ্টেক্ষিতা মিত্রগৃহে চ তারা বীর্য্যং কনীয়ঃ সমুপাবহন্তি॥

পরিপূর্ণবলঃ স্বচ্চে নীচে নীচবলো গ্রহঃ।

কাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় এবং কে কাহাকে গ্রাস করে বা কাহার উত্তুঙ্গী হয়, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। (১১)

মাধ্যাকর্ষণের বলে যে গ্রহ যাহার সম্মুখীন হইবে বা পশ্চাদ্ধাবিত হইবে, তাহা স্থিরতররূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন্ গ্রহের কি শক্তি ও কতদিন ভোগকাল, ইহা অতি সুন্দররূপে নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতীয় আর্য্যগণের সকল বিষয়েই তিথি নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শুভাশুভ নিশ্চয় করা যায়। আর্য্যেরা মঙ্গলজনক কার্য্যে শুভগ্রহের শুভদৃষ্টি প্রার্থনা ও পাপগ্রহের শান্তি কামনা করেন। (১২)

রবি, গুরু, রাহু, কেতু ও শনির মাধ্যাকর্ষণ ও তাদৃশ অন্য শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক, সুতরাং ইহাদিগের অবস্থানের দূরত্ব

---

(১১) গ্রহাণাং ভোগনির্ণয়ে নারদঃ।
রবির্মাসং নিশানাথঃ সপাদদিবসদ্বয়ম্।
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো বুধোঽষ্টাদশবাসরান্॥
বর্ষমেকং সুরাচার্য্যশ্চাষ্টাবিংশদিনং ভৃগুঃ।
শনিঃ সার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষং স্বর্ভানুঃ সার্দ্ধবৎসরম্॥

(১২) গ্রহভোগকথনে গর্গঃ।
জন্মরাশৌ শুভঃ সূর্য্যস্ত্রিষষ্ঠদশভাগগঃ।
দ্বিপঞ্চনবগোঽপীষ্টস্ত্রয়োদশদিনাৎ পরঃ॥

গ্রহগোচরে শুভাশুভফলম্। তত্র বশিষ্ঠঃ।
কেতুপপ্লবভৌমমন্দগতয়ঃ ষষ্ঠত্রিসংস্থাঃ শুভাঃ
চন্দ্রার্কাবপি তে চ তৌ চ দশমৌ চন্দ্রঃ পুনঃ সপ্তমঃ।
জীবঃ সপ্তনবদ্বিপঞ্চমগতো যুগ্মেষু সোমাত্মজঃ
শুক্রঃ ষড়্দশসপ্তবর্জ্জমিতরে সর্ব্বেঽপ্যপাস্তে শুভাঃ॥

নৈকট্য হেতু গতির বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে। সেই কারণেই পৃথিবীর নিকটস্থ গ্রহের দ্বারা মনুষ্যশরীরের শুক্র-শোণিতের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এবং গুণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। শুভগ্রহের ফলে জীবের সত্ত্বগুণ ও সৌম্যমূর্ত্তি, শুভাশুভ-মিশ্র গ্রহের ফলে রজোগুণ ও কমনীয়াকৃতি, এবং অশুভগ্রহ ও কুলগ্নের ফলে তমোগুণ ও রৌদ্ররূপ হয়। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রহগণের নিয়ত মাধ্যাকর্ষণ হেতু গতির লঘুতা, গুরুতা, দূরতা ও সামীপ্য সম্বন্ধ ঘটে। তাহাতেই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও সুখ দুঃখ জন্মে। (১৩)

প্রকৃতলগ্নানুসারে লিখিত জন্মপত্রিকার ফল পরীক্ষা কর, অবশ্যই গ্রহগণের ভোগফলের দ্বারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের শুভাশুভ স্থির হইবে। একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। জাত বালক অমুক লগ্নে জন্মিলে সে শূদ্রবর্ণ, অমুক লগ্নে জন্মিলে বৈশ্যবর্ণ, অমুক লগ্নে জন্মিলে ক্ষত্রিয়বর্ণ, এবং অমুক লগ্নে জন্মিলে ব্রাহ্মণ-বর্ণ হয়। ব্রাহ্মণবর্ণ গৌর, ক্ষত্রিয়বর্ণ লোহিত, বৈশ্যবর্ণ শ্যামল, ও শূদ্রবর্ণ কৃষ্ণ। পরীক্ষায় নিশ্চয় মিলিবে। রাক্ষসগণ, দেবগণ

---

(১৩) অতিচারনিয়মে বাৎস্যায়নঃ।

যত্রাতিচারগো জীবঃ পূর্ব্বরাশিং ন গচ্ছতি।
লুপ্তসংবৎসরো জ্ঞেয়ো গর্হিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

গ্রহাণাং গোচরে শুভাশুভফলকথনম্।
দিনকররুধিরৌ প্রবেশকালে গুরুভৃগুজৌ ভবনস্য মধ্যযাতৌ।
রবিসুতশশিনৌ বিনির্গমস্থৌ শশিতনয়ঃ ফলদস্তু সর্ব্বকালম্॥

ও মনুষ্যগণ। গণ-মিলন কর, বিভিন্ন গণের মিলনে যে ফল ফলে লিখিত আছে, তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে না। (১৪)

গ্রহগণের উচ্চতা ও নীচতা অনুসারে দেহের পারিপাট্য হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, অমুক গ্রহ অমুক স্থানে থাকিলে জাত বালক সুস্থ, অসুস্থ, সুখী, অসুখী, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বাতুল, জড় নিরিন্দ্রিয় ও মূক হয়।

ইতি ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

---

(২৪) রাশি অনুসারে জাতি বা বর্ণ নির্ণয় বিষয়ে—গর্গ।

কর্কিমীনালয়া বিপ্রাঃ ক্ষত্রাঃ সিংহাজধন্বিনঃ।
বৈশ্যাঃ গোমৃগকন্যাশ্চ শূদ্রাঃ যুগ্মতুলাঘটাঃ॥

নাক্ষত্রিকগণমেলকথনে অগস্ত্যঃ।

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
মা রা ম দ মা দি ন্দু রা রা ম ম দ রা দ রে।
১ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭
রে রা ম ম দা রা রি মা মে দং গণনির্ণয়ঃ॥ নক্ষত্রাঙ্ক দেখ।